(দা'ওয়াতে ইসলামী)

অশুভ প্রথা

আল মদীনাতুল ইলমিয়া
[দা'ওয়াতে ইসলামী]
বাংলাদেশ কিতাব বিভাগ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোয়াটি হলো;

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করো! হে চির-মহান ও চির-মহিমান্বিত! (আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পাঠ করার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশ্ক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে **মাকতাবাতুল মদীনা** থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

সনাক্তিকরণ

কিতাব পাঠের সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন, সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন। اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ জ্ঞানের ভান্ডার সমৃদ্ধ হবে।

নং	বিষয়	নং	বিষয়

www.dawateislami.net

নং	বিষয়	নং	বিষয়

www.dawateislami.net

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ وَلَا تُطُيِّرَ لَهُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কু-প্রথা ছড়ায় এবং যে কু-প্রথা গ্রহণ করে তারা আমাদের দলভূক্ত নহে। (আল মু'জামুল কবীর, ১৯/ ১৬২, হাদীস- ৩৫৫)

অশুভ প্রথা

পরিবেশনায়ঃ

আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ

(সংশোধন মুলক কিতাব বিভাগ)

প্রকাশনায়ঃ

মাকতাবাতুল মদীনা (দা'ওয়াতে ইসলামী)

www.dawateislami.net

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বইয়ের নাম : অশুভ প্রথা

পরিবেশনায় : আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ

(সংশোধন মুলক কিতাব বিভাগ)

প্রথম প্রকাশ : রবিউল আখির, ১৪৩৯ হিজরী, ডিসেম্বর ২০১৭ ইং।

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল মদীনা (দা'ওয়াতে ইসলামী)

সত্যায়ন পত্র

২রা রবিউল আখির ১৪৩৯ হিজরী উদ্ধৃতি নং- ১৮৮

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحٰبِہٖ اَجْمَعِیْن

এই মর্মে সত্যায়ন করা যাচ্ছে যে,

"অশুভ প্রথা"

(প্রকাশনায় মাকতাবাতুল মদীনা) এর উপর কিতাব ও রিসালা পরীক্ষণ বিভাগের পক্ষ থেকে দ্বীতিয়বার পরীক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। বিভাগটির পক্ষ থেকে কিতাবটিতে আকীদা, কুফরী বাক্য, চারিত্রিক বৈশিষ্ট, ফিকহী মাসআলা এবং আরবী ইবারত ইত্যাদি সম্পর্কে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। তবে কম্পোজিং বা বাইন্ডিং এর ভূলের জন্য মজলিশ দায়ী নয়।

কিতাব ও রিসালা পরীক্ষণ বিভাগ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
২১-১২-২০১৭

bdtarajim@gmail.com

মাদানী অনুরোধঃ অন্য কারো এই কিতাবটি ছাপানোর অনুমতি নেই

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আল মদীনাতুল ইলমিয়া

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী (دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه) এর পক্ষ থেকে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهٖ وَبِفَضْلِ رَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দাওয়াতে ইসলামী** নেকীর দাওয়াত, সুন্নাতের পুনর্জাগরণ এবং ইলমে শরীয়তকে সারা দুনিয়ায় প্রসারের সুদৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এসকল কার্যাবলীকে সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য কিছু মজলিশ (বিভাগ) গঠন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি মজলিশ হল **'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'**। যা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সম্মানিত ওলামা ও মুফতীগণের كَثَّرَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى সমন্বয়ে গঠিত। এটা বিশেষ করে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার ও প্রকাশনামূলক কাজের গুরুদায়িত্ব হাতে নিয়েছে। এতে নিম্নের ৬টি বিভাগ রয়েছে। যথা:

১. আ'লা হযরতের কিতাবাদি বিভাগ (শোবায়ে কুতুবে আ'লা হযরত)
২. পাঠ্য পুস্তক বিভাগ (শোবায়ে দর্‌সি কুতুব)
৩. সংশোধন মূলক কিতাবাদি বিভাগ (শোবায়ে ইছলাহী কুতুব)
৪. অনুবাদ বিভাগ (শোবায়ে তারাজিমে কুতুব)
৫. কিতাব পরীক্ষণ বিভাগ (শোবায়ে তাফতীশে কুতুব)
৬. উৎস নিরুপণ বিভাগ (শোবায়ে তাখরীজ)

www.dawateislami.net

‘আল মদীনাতুল ইলমিয়া’র সর্বাগ্রে প্রধান কাজ হচ্ছে আ’লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরিয়ত, পীরে তরিকত, বাইছে খাইরো বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব, আল হাফেজ, আল ক্বারী, শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দুর্লভ ও মহামূল্যবান কিতাবাদিকে বর্তমান যুগের চাহিদানুযায়ী যথাসাধ্য সহজ সবলীল ভাষায় পরিবেশন করা। সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার-প্রকাশনামূলক মাদানী কাজে সবধরনের সর্বাত্মক সহায়তা করুন। আর মজলিশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কিতাবগুলো স্বয়ং নিজেরাও পাঠ করুন এবং অন্যদেরকেও পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন।

আল্লাহ তায়ালা দা’ওয়াতে ইসলামীর **‘আল মদীনাতুল ইলমিয়া’** মজলিশ সহ সকল মজলিশগুলোকে দিন দিন উন্নতি ও উৎকর্ষতা দান করুন। আর আমাদের প্রতিটি ভাল আমলকে ইখলাছের সৌন্দর্য দ্বারা সুসজ্জিত করে উভয় জাহানের মঙ্গল অর্জনের ওসিলা করুন। আমাদেরকে সবুজ গম্বুজের নিচে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রমযানুল মোবারক ১৪২৫ হিজরী।

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
কিয়ামতের নূর	১	তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্য নির্ণয় করা গুনাহের কাজ	২৫
অলক্ষুনে কে?	১		
কেউ কি কখনো অলক্ষুনে হতে পারে?	২	কোরআনী ফাল তথা ইঙ্গিত বের করা নাজায়িয	২৬
গুনাহের সমষ্টি	৩	একটি শিক্ষামূলক ঘটনা	২৬
প্রথা বা রীতির প্রকারভেদ	৪	তাঁরা কখনো ফাল গ্রহণের জন্য তীর নিক্ষেপ করেননি	২৭
শুভ ও অশুভ প্রথা বা রীতির উদাহরণ	৪		
শয়তানী কাজ	৫	ফাল গ্রহণের তীর কিরূপ?	২৭
কু-প্রথা গ্রহণ করা হারাম এবং শুভ ফাল নেওয়া মুস্তাহাব	৬	গণকের ব্যাপারে আ'লা হযরতের ফতোয়া	২৮
		গণকের পারিশ্রমিক নেওয়ার বিধান	২৯
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা	৬	ইস্তেখারার শিক্ষা দিতেন	২৯
স্পর্শকাতর বিষয়	৭	যেই ব্যক্তি ইস্তেখারা করবে, সে ক্ষতির শিকার হবে না	৩০
শিরকে লিপ্ত হয়ে গেলে	৮		
অশুভ প্রথার বিভিন্ন রূপ	৮	ইস্তেখারা না করার ক্ষতি	৩০
কুসংস্কারের ক্ষতিকর দিকসমূহ	১০	কোন কোন কাজে ইস্তেখারা করা যায়?	৩০
সে আমাদের দলভূক্ত নয়	১১	কাজটি করার ইচ্ছা দৃঢ় না হওয়া	৩১
উচ্চ মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না	১১	ইস্তেখারার বিভিন্ন পদ্ধতি	৩২
কুসংস্কারের ভয়ানক পরিণতি	১১	ইস্তেখারার নামাযের পদ্ধতি	৩২
আসমান থেকে কাগজের টুকরা পড়ল	১২	ইস্তেখারার নামাযে কোন কোন সূরা পাঠ করবে	৩৩
অশুভ প্রথা অমুসলিমদের রীতি	১৪	ইঙ্গিত কীভাবে পাবে	৩৪
ফেরআউনীরা হযরত মুসাকে অশুভ মনে করতো	১৪	ইস্তেখারা সাতবার করা উত্তম	৩৪
সামূদ জাতির হযরত সালিহকে অলক্ষুনে ভাবা	১৫	যদি ইঙ্গিত পাওয়া না যায় তবে ...?	৩৪
হতভাগ্য ব্যক্তিরা মুবাল্লিগদেরকে অলক্ষুনে বলে	১৫	কেবল দোয়ার মাধ্যমেও ইস্তেখারা করা যেতে পারে	৩৫
ইহুদী ও মুনাফিকরা নবী করীম ﷺ এর আগমনকেও অশুভ মনে করতো	১৮		
		ইস্তেখারার সংক্ষিপ্ত দোয়াসমূহ	৩৫
প্রিয় নবী ﷺ এর আগমনে ইয়াসরিব পরিণত হয় মদীনায়	১৯	ইস্তেখারা করার পরও যদি ক্ষতির শিকার হতে হয়?	৩৫
অমঙ্গলের সম্পর্ক নিজের দিকে করা উচিৎ	২০	নীল নদের নামে চিঠি	৩৬
মুশরিকরা অশুভ প্রথা গ্রহণ করতো	২০	দুঃখজনক অবস্থা	৩৭
এটি তোমাদের মনের সন্দেহ	২১	সফর মাসকে অলক্ষুনে মনে করা	৩৮
পাখিরাও তাদের তকদীর অনুযায়ীই উড়ে	২১	আরবদের মাঝে সফর মাসকে অলক্ষুনে বলে মনে করা হতো	৩৮
কুসংস্কারের কোন বাস্তবতা নেই	২২		
ঘর পরিবর্তনে কি বরকত শেষ হয়ে যায়?	২৩	সফর মাস কিছুই না	৩৯
কুসংস্কার মানাটা আমার সন্দেহ ছিলো	২৩	অপয়া নয় কোন দিন?	৪০
তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্য নির্ণয় করিওনা	২৫	সফরুল মুযাফফরের শেষ বুধবার পালন করা	৪১

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সফর মাসে সংঘটিত হওয়া বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা	৪১	বদ নজর উটকে পাতিলে চড়িয়ে দেয়	৬৭
		দ্রুত নজর লেগে যায়	৬৭
হাঁচিকেও অশুভ মনে করা	৪২	চুল মোবারকের বরকতে নজরবিদ্ধরা আরোগ্য লাভ করতো	৬৮
শাওয়াল মাসে বিয়ে শাদী না করা	৪৩		
বিশেষ তারিখে বিয়ে না করা নিয়ে প্রশ্ন ও উত্তর	৪৩	দুধেও নজর লাগতে পারে	৭০
রাশির ভাল-মন্দ প্রভাবের উপর বিশ্বাস করা কেমন?	৪৪	বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ	৭০
		কুসংস্কার থেকে কীভাবে বেঁচে থাকা যায়	৭১
কিছু মুমিন রইলো, কিছু কাফির হয়ে গেলো	৪৫	ইসলামী আকায়িদ শিখুন	৭২
যেকোন নক্ষত্রকে যেখানে ইচ্ছা পাঠিয়ে দেন	৪৬	আল্লাহ তায়ালা যা চায়, তা'ই হয়	৭২
জ্যোতিষীদের প্রতারণা	৪৭	রিযিক আর বিপদাপদ সব লিখে দেওয়া হয়েছে	৭৩
কুসংস্কার প্রত্যাখ্যাত	৪৭	ক্ষতি করতে পারে না	৭৩
জ্যোতিষীকে হাত দেখানো	৪৮	তাওয়াক্কুলই হলো উত্তম চিকিৎসা	৭৪
গণকদের কিছু কিছু কথা সত্য হওয়ার কারণ	৪৯	কাজ বন্ধ করবে না	৭৫
জ্যোতিষীদের নিকট গমনকারীদের জন্য শিক্ষামূলক ঘটনা	৪৯	কুসংস্কার একটি অদৃশ্য রোগ	৭৫
		কুসংস্কার যেনো তোমাকে ফিরিয়ে না আনে	৭৫
সার্জারীর মাধ্যমে হাতের রেখা পাল্টানো মুর্খ	৪৯	সফর থেকে বিরত হলেন না	৭৬
বাড়িতে পেঁপে গাছ লাগানোকে অশুভ মনে করা	৫০	কুসংস্কারের উপর আমল করবেন না	৭৭
একের পর এক কন্যা সন্তান হতে থাকলে অপয়া মনে করা	৫০	কাজ না করারও অধিকার রয়েছে	৭৭
		গুনাহের কারণেও বিপদ আসে	৭৭
কন্যা সন্তান লালন-পালনের ফযীলত	৫২	তাৎক্ষণিক শাস্তি	৭৮
কন্যা সন্তানদের প্রতি প্রিয় নবী □ এর মায়া-মমতা	৫৩	বিভিন্ন ওযিফার উপর আমল করতে থাকুন	৭৮
		নেশা করার বদ-অভ্যাস দূরীভূত হয়ে গেছে	৮০
ঘরে নতুন সন্তানের জন্মকে অশুভ মনে করা	৫৪	নেক ফাল বা শুভ ইঙ্গিত গ্রহণ করা	৮১
চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ সম্পৃক্ত সন্দেহ	৫৫	ভাল মনে হতো	৮১
কারো জীবন কিংবা মরণের কারণে গ্রহণ হয় না	৫৭	এবার তোমাদের কাজ সহজ হয়ে গেলো	৮২
আমরা কী করতে পারি?	৫৮	শুভ ইঙ্গিত গ্রহণ করলেন	৮২
মহিলা, ঘর ও ঘোড়াকে অশুভ মনে করা	৫৮	ভাল নামের লোকটি দ্বারা কাজ করালেন	৮৩
হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর অবস্থান	৫৯	পশু-পাখি থেকে শুভ ফাল তথা শুভ ইঙ্গিত নেওয়া যায় না	৮৩
ফতোয়ায়ে রযবীয়ার একটি প্রশ্নোত্তর	৫৯		
মৃতকে গোসল দেওয়ার পর কলসি ভেঙ্গে ফেলা	৬০	এতে ভাল-মন্দের কী আছে?	৮৪
কে জানে, কোন অপয়ার মুখ দেখেছিলাম	৬০	অপছন্দের ভাব দেখালেন	৮৪
কারো নজর লাগতে পারে কি?	৬২	তাঁর আগমন শুভ ছিলো	৮৫
প্রিয় নবী □ এর উপর নজর লাগানোর অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়	৬৩	অশুভ ফাল এবং শুভ ফালে পার্থক্য	৮৬
		কিতাবটির মূল কথা	৮৬
নজর সত্য	৬৫	তথ্যসূত্র	৮৮
ক্ষেত-খামারকে নজর থেকে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা	৬৬	কুমন্ত্রণার ৮টি প্রতিকার	৯০

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাবটি পাঠ করার ১১টি নিয়্যত

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ অর্থাৎ মুসলমানের নিয়্যত তার আমল থেকে উত্তম।"

(আল মু'জামুল কবীর লিত তাবারানি, ৬/১৮৫, হাদীস- ৫৯৪২)

দুইটি মাদানী ফুল:

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন ভাল কাজের সাওয়াব পাওয়া যায়না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশী, সাওয়াবও তত বেশী।

(১) প্রতিবার হামদ ও **(২)** সালাত এবং **(৩)** اَعُوْذُ بِاللّٰه **(৪)** بِسْمِ اللّٰه সহকারে শুরু করবো। **(৫)** যথা সম্ভব এই কিতাবটি ওযু সহকারে (৬) ক্বিবলামুখী হয়ে অধ্যয়ন করবো। **(৭)** কোরআনের আয়াত ও **(৮)** হাদীসে মোবারাকার যিয়ারত করবো। **(৯)** যেখানে **"আল্লাহ তায়ালা"**র নাম আসবে সেখানে "عَزَّوَجَلَّ" এবং **(১০)** যেখানে **"নবী"**র নাম মোবারক আসবে সেখানে "صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" পাঠ করবো **(১১)** কিতাবের লিপিকাকরণ ইত্যাদিতে শরয়ী কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা লিখিতভাবে অবহিত করব।

(প্রকাশক ও রচয়িতাদের কিতাবের ভূলত্রুটি সম্পর্কে শুধুমাত্র মুখে বলাতে তেমন কোন উপকার হয়না।)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিয়ামতের নূর

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, শাফেয়ে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: زَيِّنُوْا مَجَالِسَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُوْرٌ لَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ অর্থাৎ "তোমরা তোমাদের বৈঠকগুলোকে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করার মাধ্যমে সৌন্দর্য্য মণ্ডিত করে তোলো, কেননা আমার উপর তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ করা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।" (আল জামিউস সগীর, ৩৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৫৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অলক্ষুনে কে?

কোন বাদশা একদা তাঁর সভাসদদের নিয়ে দরবারে বসা ছিলো। এমন সময় কালো বর্ণের এক কানা ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হল বাদশার সম্মুখে। সবাই অভিযোগ করল, এই লোকটি এমন ধরনের অলক্ষুনে যে, কেউ যদি সকালে উঠে একে দেখে, সেই দিন তাকে অবশ্যই কোন না কোন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং তাকে দেশ থেকে বহিস্কার করে দেওয়া হোক। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বাদশা বললেন, চূড়ান্ত বিচার করার আগে আমি নিজেই তা পরীক্ষা করে দেখবো, কাল সকালে সর্বপ্রথম আমি তাকে দেখবো, তারপর অন্য কাজে হাত দেবো। পরদিন সকালে বাদশা যখন ঘুম থেকে উঠলো, দরজা খুলতেই সর্বপ্রথম সেই কানা ব্যক্তিটিকেই দাঁড়ানো দেখতে পেলো। তাকে দেখেই বাদশা পেছনে ফিরে গেলো এবং দরবারে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলো। পোষাক পাল্টাবার পর বাদশা যখনই জুতোয় পা দিলো, তখনই তাতে লুকিয়ে থাকা বিষাক্ত বিচ্ছু তাঁকে দংশন করলো। বাদশা চিৎকার দিয়ে উঠলে সেবকরা তাড়াতাড়ি সবাই ঘটনাস্থলে ছুটে চলে এলো। বিষের প্রভাবে বাদশার দুধে-আলতা মুখাবয়ব নীল রঙ ধারণ করলো। মহলে গুঞ্জন সৃষ্টি হয়ে গেলো যে, "বাদশা সালামতকে বিচ্ছু দংশন করেছে।" কিছুক্ষণের মধ্যে মন্ত্রী সাহেবও এসে গেলো।

www.dawateislami.net

মুহূর্তের মধ্যে শাহী চিকিৎসককে নিয়ে আসা হলো। তিনি অত্যন্ত দক্ষ হাতে বাদশা সালামতের চিকিৎসা শুরু করলেন। কোন রকমে বাদশা প্রাণে বেঁচে গেলো, কিন্তু তবু তাঁকে কিছু দিনের জন্য রোগ শয্যায় কাটাতে হয়। অবস্থার যখন কিছুটা উন্নতি হলো এবং বাদশাও যখন তাঁর দরবারে গিয়ে বসতে পারলো, তখন কানা ব্যক্তিটিকে পুনরায় দরবারে নিয়ে আসা হলো, যেনো তাকে সাজা শুনানো যায়, কেননা অভিযোগকারীদের অভিযোগ হলো, সে যে অলক্ষুনে সে বিষয়ে স্বয়ং বাদশা সালামতই পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছে। সে কান্না-কাটি করে বাদশার কাছে দয়া ভিক্ষা চাইছে যে, আমাকে আমার দেশ থেকে বের করে দিওনা! এ অবস্থা দেখে তার প্রতি জনৈক মন্ত্রীর করুণা সৃষ্টি হলো। তিনি বাদশার নিকট কিছু কথা বলার অনুমতি প্রার্থনা করলেন, তারপর বললেন: বাদশা সালামত! আপনি তাকে সকালে সর্বপ্রথমে দেখেছেন বলে আপনাকে বিচ্ছু দংশন করেছে, তাই সে অলক্ষুনে হিসাবে গণ্য হয়েছে। আমাকে ক্ষমা করবেন, কারণ সেও সকালে সর্বপ্রথম আপনার চেহারা দেখেছিলো, সেই থেকে সে এখন পর্যন্ত বন্দী দশায় রয়েছে, এখন হয়ত তাকে দেশান্তরের সাজার কথা শুনিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখুন, সত্যিকার অর্থে অলক্ষুনে কে? সে, না কি আপনি? মন্ত্রীর এই কথা শুনে বাদশা নিরুত্তর হয়ে গেলো। সাথে সাথে তিনি কানা কালো ব্যক্তিটিকে কেবল মুক্তিই দিলেন না, বরং প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে দিলো, আগামীতে তাকে কেউ যদি অলক্ষুনে বলে, তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

কেউ কি কখনো অলক্ষুনে হতে পারে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোন ব্যক্তি, স্থান, কাল ও বস্তুকে অলক্ষুনে মনে করাকে ইসলাম বিশ্বাস করে না। এসব কেবল মনেরই খেয়াল মাত্র। আমার আকা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট একবার এ ধরনের প্রশ্ন করা হলো যে, কোন ব্যক্তিকে নিয়ে এই কথা প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, কেউ যদি সকালে তার অলক্ষুনে চেহারা দেখে ফেলে কিংবা কোন কাজে যাবার বেলায় সে সামনে পড়ে, তাহলে অবশ্যই কোন না কোন অসুবিধা ও দুশ্চিন্তায় ভুগতে হয়। সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে কোন কাজ হয়ে যাওয়ার ভরসা থাকলেও তার ধারণা হয় যে, কোন না কোন বাঁধা কিংবা দুর্গতি তার হবেই, এটি

www.dawateislami.net

তাদের পরীক্ষিত বিষয়। তারা সবাই এ ধরনেরই ধারণা পোষণ করে যে, কোথাও যাবার বেলায় যদি সে সামনে পড়ে, তবে সে পুনরায় বাড়িতে চলে আসে এবং কিছুক্ষণ পর এই কথা ভেবে নিজের কাজে চলে যায় যে, অলক্ষুনে লোকটি হয়তো এবার সামনে পড়বে না। **প্রশ্ন** হলো, ওসব লোকদের এই বিশ্বাস এবং কর্মনীতির ব্যাপারে ফায়সালা কী? এতে শরীয়তের কোন বাধা-নিষেধ আছে কি না? **উত্তরঃ** আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উত্তরে বললেন: "পবিত্র শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নাই, এটা মানুষের সন্দেহমাত্র। শরীয়তের হুকুম হলো। اِذَا تَطَيَّرْتُمْ فَامْضُوْا অর্থাৎ যখন কোন প্রথা কুধারণা সৃষ্টি করে, তবে সেই অনুযায়ী আমল করবে না।" এটি কেবল হিন্দুয়ানী পদ্ধতি এই অবস্থায় মুসলমানদের উচিৎ "اَللّٰهُمَّ لَا طَيْرَ اِلَّا طَيْرُكَ . وَلَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُكَ . وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ[১]" অর্থাৎ **'হে আল্লাহ!** কোন অমঙ্গলই নাই, তবে সবই তোমারই পক্ষ থেকে আর কোন মঙ্গলই নাই, তবে সবই তোমারই পক্ষ থেকে এবং তুমি ছাড়া কোন মাবুদই নাই' পাঠ করা এবং মহান প্রতিপালকের উপর ভরসা রেখে নিজের কাজে গমন করা। কখনো থামবেন না, ফিরেও আসবেন না। وَاللهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/ ৬৪১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

গুনাহের সমষ্টি

কাউকে অলুক্ষণে বলাতে সে মনে ভীষণ কষ্ট পায়, এতে তার বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়ায় গুনাহও হয়। এই দু'টি কাজই জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো। উল্লেখিত গুনাহ সমূহের নিন্দা সম্বলিত দু'টি বর্ণনা লক্ষ্য করুন এবং **আল্লাহ তায়ালার** ভয়ে কাঁপতে থাকুন।

❁ **শাহেনশাহে নবুওয়ত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কেউ যদি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে বলে, যা তার মধ্যে নাই, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তাকে ততক্ষন পর্যন্ত দোযখীদের কাদা, পূঁজ ও রক্ত ইত্যাদিতে ডুবিয়ে রাখবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে উক্ত কথা থেকে ফিরে না আসে।

(আবু দাউদ, কিতাবুল কাদ্বীহা, বাবুন ফিশ শাহাদাত, ৩/ ৪২৭, হাদীস- ৩৫৯৭)

১. মুসান্নিফ আবী শেয়বা, কিতবুদ দোয়া, বাবু মা'জা ইয়াকওলুর রিজালু উযা না'কুল গারাব, ৮/১৪২, হাদীস-১।

www.dawateislami.net

❁ **সুলতানে দো জাহান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ اٰذٰى مُسْلِمًا فَقَدْ اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى اللهَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি (শরয়ী অনুমতি ছাড়া) কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয়, মূলতঃ সে আমাকেই কষ্ট দেয় আর যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দেয়, সে স্বয়ং **আল্লাহ তায়ালাকেই** কষ্ট দেয়। (আল মুজামুল আওসাত, ২/৩৮৭, হাদীস- ৩৬০৭) **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে যারা কষ্ট দেয় তাদের ব্যাপারে ২২তম পারার সূরা আহযাবের ৫৭ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿۵۷﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৫৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় যারা কষ্ট দেয় **আল্লাহ** ও **তাঁর রাসূলকে**, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের উপর **আল্লাহর** অভিসম্পাত আর **আল্লাহ** তাদের জন্য লাঞ্ছণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রথা বা রীতির প্রকারভেদ

প্রথা বা রীতি মানে ফাল তথা ইঙ্গিত নেওয়া। অর্থাৎ কোন বস্তু, ব্যক্তি, কাজ, শব্দ বা সময়কে নিজের পক্ষে শুভ বা অশুভ বলে মনে করা। মৌলিক ভাবে তা দুই ধরনের। যথা; ১. অশুভ প্রথা বা রীতি এবং ২. শুভ প্রথা বা রীতি। আল্লামা মুহাম্মদ বিন আহমদ আনসারী কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাফসীরে কুরতুবীতে উদ্ধৃত করছেন: শুভ প্রথা হলো, যে কাজের ইচ্ছা পোষণ করেছে, কোন কথা শুনে সেই কাজের পক্ষে প্রমাণ গ্রহণ করা। এটি তখনই হয়, যখন কথাটি শুভ হয়। যদি অশুভ হয়, তাহলে অশুভ প্রথা। শরীয়ত এই কথার নির্দেশ দিয়েছে যে, মানুষ যেনো শুভ প্রথা বা রীতি নিয়ে খুশি থাকে এবং নিজের কাজ আনন্দচিত্তে সম্পূর্ণ রূপে করে। কোন অশুভ কথা শুনলে সেদিকে যেন ভ্রূক্ষেপ না করে। সেই কারণে নিজের কাজও যেন বন্ধ করে না দেয়।

(আল জা'মিউ লি আহকামিল কোরআন লিল কুরতুবী, ২৬তম পারা, সূরা আহযাব, ৪নং আয়াতের পাদটিকা ১৬তম অংশ, ৮/১৩২)

শুভ ও অশুভ প্রথা বা রীতির উদাহরণ

শুভ প্রথার উদাহরণ হলো, মনে করুন, আমি কোন কাজে যাচ্ছি, এমন সময় কেউ আমাকে ডাক দিলো, 'ইয়া রাশীদ' (হে হেদায়তপ্রাপ্ত) বলে কিংবা 'ইয়া সাঈদ'

www.dawateislami.net

(হে ভাগ্যবান) বলে অথবা ডাক দিলো, 'হে নেককার' বলে। আমি মনে মনে বললাম: কতইনা সুন্দর নাম শুনলাম اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমি সফল হবো কিংবা কোন বুযুর্গ ব্যক্তির সাক্ষাৎ হলো। সেটিকে নিজের পক্ষে সৌভাগ্য বলে ধরে নিলাম, মনে মনে ভাবলাম, আমার উদ্দেশ্য সফল হবে। পক্ষান্তরে অশুভ প্রথা বা রীতি হলো, কোন ব্যক্তি সফর করার নিয়্যতে ঘর থেকে বের হলো। কিন্তু একটি কালো বিড়াল তার সামনে দিয়ে রাস্তা পাড় হলো। এবার সেই ব্যক্তিটি মনে মনে বিশ্বাস করে নিলো যে, এটি অশুভ কিছু হওয়ার কারণ, তাকে অবশ্যই কোন না কোন অসুবিধার শিকার হতে হবে, সে সফর না করে ঘরে ফিরে গেলো। এমতাবস্থায় মনে করবেন, লোকটি অশুভ প্রথা বা রীতিতে লিপ্ত হয়েছে। আমাদের সমাজে অজ্ঞতার কারণে প্রচলিত খারাপ কাজগুলোর মধ্যে কু-প্রথাও একটি। একে কুসংস্কারও বলা হয়ে থাকে। একে আরবিতে طَائِرٌ, طَيْرٌ, طِيَرَةٌ বলা হয়। আরবরা طَائِرٌ অর্থাৎ পাখি উড়িয়ে তা থেকে ইঙ্গিত গ্রহণ করতো। পাখিটি ডান দিক দিয়ে উড়লে শুভ ইঙ্গিত হিসেবে নিতো আর বাম দিকে উড়লে অশুভ ইঙ্গিত হিসেবে নিতো। তাছাড়া কাক ডাকলেও অশুভ প্রথা হিসেবে নিতো। তারপর থেকে সাধারণতঃ অশুভ ফালের জন্য طَائِرٌ, طَيْرٌ, طِيَرَةٌ শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়ে আসছে। (তাফসীরে কবীর, ৫/৩৪৪) আরব দেশের লোকেরা পাখির নাম, ডাক, রঙ এবং সেগুলোর উড়ার দিক থেকে ফাল তথা ইঙ্গিত গ্রহণ করতো। যেমন: ঈগল (শক্তিধর শিকারী পাখি) থেকে মুসিবত, কাক থেকে সফর এবং হুদহুদ (সুন্দর এক ধরনের পাখি) থেকে হেদায়তের ইঙ্গিত গ্রহণ করতো। অনুরূপ পাখি ডান দিক দিয়ে উড়লে শুভ ফাল এবং বাম দিক দিয়ে উড়লে অশুভ ফাল নিতো। (বরিকায়ে মাহমুদিয়া শরহে তরিকায়ে মাহমুদিয়া, বাবুল খামিস ওয়াল ইশরুন, ২/ ৩৭৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শয়তানী কাজ

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, শাফিয়ে উমাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلْعِيَافَةُ وَالطِّيَرَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ অর্থাৎ শুভ-অশুভ জানার জন্য পাখি উড়ানো, শুভ অশুভ গণনা করা এবং طَرْق (অর্থাৎ কঙ্কর নিক্ষেপ করে কিংবা বালির উপর রেখা টেনে ফাল বের করা) শয়তানী কাজ। (আবু দাউদ, কিতাবুত তিব্ব, ৪/ ২২, হাদীস- ৩৯০৭)

www.dawateislami.net

কু-প্রথা গ্রহণ করা হারাম এবং শুভ ফাল নেওয়া মুস্তাহাব

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ আফান্দী রূমী বরকলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **আত তারিকাতুল মুহাম্মদিয়ায়** লিখেন: অশুভ প্রথা গ্রহণ করা হারাম আর নেক ফাল বা শুভ প্রথা গ্রহণ করা মুস্তাহাব। (আত তরিকতুল মুহাম্মদিয়া, ২/১৭, ২৪) প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: ইসলামের দৃষ্টিতে শুভ প্রথা বা রীতি-নীতি গ্রহণ করা জায়িয, কু-প্রথা বা রীতি-নীতি গ্রহণ করা হারাম।

(তাফসীরে নাঈমী। ৯/ ১১৯)

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা

না চাইতেই অনেক সময় মানুষের মনে কু-প্রথার মনোভাব সৃষ্টি হয়ে যায়। তাই কারো মনে কু-প্রথার কথা সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে তাকে গুনাহগার বলা যাবে না। কেননা কেবল মনে মনে খারাপ মনোভাব সৃষ্টি হওয়ার ভিত্তিতে শাস্তির উপযুক্ত সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্য হলো, কোন মানুষকে তার সামর্থ্যের বাইরে বোঝা চাপিয়ে দেওয়া আর এটি শরীয়তের পরিপন্থী। **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৮৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ তায়ালা কোন আত্মার উপর বোঝা অর্পন করেন না, কিন্তু তার সাধ্য পরিমাণ।

হযরত আল্লামা মোল্লা জীবন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতটির ব্যাপারে **তাফসীরাতে আহমদিয়ায়** লিখেছেন: অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা** প্রত্যেক জীবকে সেই বিষয়ের মুকাল্লাফ (অর্থাৎ দায়িত্বশীল) বানান, যা তার শক্তি ও সামর্থের মধ্যে। (তাফসীরাতে আহমদিয়া, ১৮৯ পৃষ্ঠা)

সুতরাং কেউ যদি কু-প্রথার কথা মনের মধ্যে সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে সেটি বাদ দিয়ে দেয়, তবে তার উপর কোন অভিযোগ নাই। কিন্তু সে যদি কু-প্রথার প্রভাবকে বিশ্বাস করে নেয় এবং সেই বিশ্বাসের উপর কাজ বন্ধ করে দেয়, তাহলে গুনাহগার হবে। যেমন ধরুন; কোন কিছুকে অলক্ষুনে বলে মনে করে সফর কিংবা কাজ কর্ম করা থেকে এই মনোভাবে বিরত থাকা যে, এখন আমার ক্ষতিই হবে। তাহলে গুনাহগার হবে। শায়খুল ইসলাম শিহাবুদ্দীন ইমাম আহমদ বিন হাজর মক্কী হাইতামী শাফেয়ী

رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ স্বীয় কিতাব **'আয যাওয়াজিরু আনিকতিরাফিল কাবায়ির'** এ অশুভ প্রথা সম্পর্কে দু'টি হাদীস শরীফ তুলে ধরে লিখেন: প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ থেকে কু-প্রথাকে কবীরা গুনাহে গণ্য করা হয় এবং এটিই সমিচীন যে, যে ব্যক্তি কু-প্রথার প্রভাবে বিশ্বাস রাখে, তার জন্য এই হুকুমটি প্রযোজ্য হওয়া। পক্ষান্তরে এ ধরনের ব্যক্তিদের ব্যাপারে মুসলমান কি না সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

(আযযাওয়াজিরু আনিকতিরাফিল কাবাায়ির, বাবুস সফর, ১/ ৩২৬)

করেঁ না তঙ্গ খেয়ালাতে বদ কভি, কর দেয়
শুউর ও ফিকর কো পাকীযগী আতা ইয়া রব! **(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৩ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

স্পর্শকাতর বিষয়

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ ثَلَاثًا وَمَا مِنَّا اِلَّا وَلٰكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ অর্থাৎ অশুভ ফাল নেওয়া শিরিক, অশুভ ফাল নেওয়া শিরিক, কথাটি তিনি তিনবার বললেন, (অতঃপর ইরশাদ করেন) আমাদের প্রত্যেকেরই এ রকম ধারণা সৃষ্টি হয়। কিন্তু **আল্লাহ তায়ালার** উপর ভরসার মাধ্যমে সেটিকে দূর করে দেয়। **(আবু দাউদ, কিতাবুল কাহানাতি ওয়াত তাইর, বাবুন ফিত তাইরাতি, ৪/ ২৩, হাদীস- ৩৯১০)**

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা মোল্লা আলী কারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসটির ব্যাখ্যায় লিখেন: অশুভ ফাল নেওয়াকে শিরক সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা জাহেলীয়তের যুগে লোকদের বিশ্বাস ছিলা যে, অশুভ ফালের উপর আমল করাতে তাদের উপকার হয়। কিংবা ক্ষতি ও দুর্দশা দূর হয়ে যায়। অতএব তারা যখন সেই চাহিদা অনুযায়ী আমল করলো, তবে যেনো তারা **আল্লাহ তায়ালার** সাথে শিরিক করলো আর এটিকে বলা হয় শিরকে খফী (যা গুনাহ)। যদি কেউ এই মতবাদ পোষণ করে যে, উপকার সাধন ও বিপদে লিপ্ত করানোর জন্য **আল্লাহ তায়ালা** ছাড়া অন্য কোন সত্বা রয়েছে, যা একটি স্বতন্ত্র শক্তি, তাহলে সে শিরকে জলী বা প্রকাশ্য শিরিক করলো (যা কুফর)। **(মিরকাতুল মাফাতীহ, কিতাবুত তিব্বে ওয়াররাকী, বাবুল ফালি ওয়াত তাইর, ৮/৩৪৯, হাদীস- ৪৫৮৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

শিরকে লিপ্ত হয়ে গেলে

মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার, রাসূলদের সর্দার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ عَنْ شَيْءٍ فَقَدْ قَارَفَ الشِّرْكَ: অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুসংস্কারের কারণে কোন কিছু থেকে ফিরে আসে, সে ব্যক্তি শিরিকে জড়িয়ে গেছে।[১]

(মুজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুত তিব্ব, বাবু ফীমান তাতাইয়ারা, ৫/ ১৮০, হাদীস- ৮৪১৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অশুভ প্রথার বিভিন্ন রূপ

কু-প্রথা বা অশুভ ইঙ্গিত গ্রহণ করা একটি আন্তর্জাতিক রোগ। বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন জিনিস থেকে এমন এমন অশুভ ইঙ্গিত গ্রহন করে যে, মানুষ তা শুনে হতবাক হয়ে যায়। যেমন;

❁ কখনো অন্ধ, ল্যাংড়া, কানা এবং কখনো কোন প্রতিবন্ধী লোক দেখে কিংবা কখনো কোন বিশেষ পাখি বা জন্তু দেখে অথবা এর আওয়াজ শুনে অশুভ প্রথার শিকার হয়ে যায়। ❁ কখনো কোন সময় বা দিন বা মাসকেও অশুভ মনে করা হয়। ❁ কোন কাজের ইচ্ছা করলো। এমন সময় কেউ কাজের পদ্ধতিতে ভাল-মন্দ দেখিয়ে দিলো কিংবা কাজটি গুটিয়ে ফেলতে বললো, এ থেকেও অশুভ প্রথা বের করা হয়, এই তো তুমি বাম হাত ঢুকিয়ে দিলে। কাজটি কি আর হবে! ❁ কখনো এ্যাম্বুলেন্সের আওয়াজ শুনে, কখনো ফায়ার ব্রিগেডের শব্দ শুনেও অশুভ প্রথার শিকার হয়ে যায়। ❁ কখনো পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নক্ষত্র ও রাশির ফলাফল দেখেও নিজের জীবনে দুঃখ ও দুচিন্তা টেনে আনে। ❁ কখনো মেহমান বিদায় নেওয়ার পর ঘরে ঝাড়ু দেওয়াকেও অলক্ষুনে বলে মনে করা হয়। ❁ কখনো জুতো খোলার সময় জুতোর উপর জুতো চলে আসাকেও অশুভ মনে করা হয়। ❁ কারো কাটা নখ পায়ের নিচে পড়লে মনে করা হয় পরস্পর শত্রুতা সৃষ্টি হবে। ❁ ডান চোখ লাফালে বিশ্বাস করে নেয় যে, কোন মুসিবত আসবে। ❁ জুমার দিন ঈদ হলে সরকারী শাসনামলের উপর চাপ মনে করা হয়। ❁ কখনো বিড়ালের কান্নাকেও অলক্ষুনে বলে মনে করা হয়। কখনো রাতের বেলায়

১. শিরিক বলার কারণ উপরে বর্ণিত হয়েছে।

www.dawateislami.net

কুকুরের কান্নাকেও। ❁ দিনের বেলায় মোরগ ডাকলে অলক্ষুনে ভাবা হয়। এমনকি সেটিকে জবাই করে দেয়া হয়। ❁ প্রথম গ্রাহক কিছু না নিয়ে চলে যাওয়াকেও দোকানদার অশুভ মনে করে থাকে। ❁ নববধূকে ঘরে তোলার পর যদি পরিবারের কেউ মারা যায়, কিংবা কোন মহিলার যদি কেবল কন্যা সন্তান হতে থাকে, তাহলে সেই মহিলাটির গায়ে **'অপয়া'** অপবাদের লেবেল সেঁটে দেওয়া হয়। ❁ কোন গর্ভবতী মহিলাকে মৃত ব্যক্তির নিকট আসতে দেওয়া হয়না, এই ভেবে যে, সন্তানের উপর খারাপ প্রভাব পড়বে। ❁ যৌবনে বিধবা হয়ে যাওয়া মহিলাদেরকেও 'অপয়া' বলে মনে করা হয়। ❁ অযথা আরো মনে করে যে, অযথা কেঁচি চালালে ঘরে ঝগড়া সৃষ্টি হয়। ❁ কারো ব্যবহৃত চিরুনী অন্য কেউ ব্যবহার করলে মনে করা হয় দু'জনের মধ্যে ঝগড়া লেগে যাবে। ❁ খালি বাসন বা চামচ একটির সাথে অন্যটি ঠোকর খেলে মনে করা হয় ঘরে ঝগড়া-ঝাটি লেগে যাবে। ❁ মেঘে যখন বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে, তখন যদি বড় সন্তানটি বাইরে আসে, তবে মনে করা হয় তার উপরই বিদ্যুৎ পতিত হবে। ❁ শিশুর দাঁত যদি উল্টা বের হয়, তাহলে নানার বাড়ির লোকেদের (মামা, খালা, নানা, নানী ইত্যাদি) নিকট সেই সন্তান বোঝা স্বরূপ মনে করা হয়। ❁ দুগ্ধপোষ্য শিশুর চুল চিরুনি দিয়ে আঁচড়ালে দাঁত বাঁকা হয়ে বের হবে মনে করা হয়। ❁ শিশু সন্তান যদি কারো পায়ের নিচ দিয়ে চলে আসে, তাহলে মনে করা হয় যে, তার দৈহিক গড়ন ছোট রয়ে যাবে। ❁ শায়িত শিশুর উপর দিয়ে কেউ ডিঙ্গিয়ে গেলে মনে করা হয় তার দৈহিক গড়ন ছোট রয়ে যাবে। ❁ আরো মনে করা হয় যে, মাগরিবের পরে দরজার পাশে বসা উচিত নয়। কেননা বালা-মুসিবত চলতে থাকে। ❁ ভূমিকম্প চলাকালে পালাবার সময় কেউ যদি মাটিতে পড়ে যায়, তাহলে মনে করা হয় সে বোবা হয়ে যাবে। ❁ রাতের বেলায় আয়না দেখলে মনে করা হয় চেহারায় ভাঁজ পড়ে যাবে। ❁ আঙ্গুল মটকালে মনে করা হয় অমঙ্গল আসে।[১] ❁ সূযগ্রহণকালে গর্ভবতী মহিলা ছুরি দিয়ে কিছু কাটা-কুটি করেনা, কেননা মনে করা হয় এতে সন্তানের হাত অথবা পা কাটা হবে। ❁ নবজাতকের কাপড়-

১. আঙ্গুল সমূহ মটকানোর তিনটি বিধান: (১) নামাযের মধ্যে মাকরূহে তাহরীমী এবং নামাযের প্রস্তুতি যেমন; নামাযের জন্য গমন করার সময়, নামাযের জন্য অপেক্ষা করার সময়ও আঙ্গল মটকানো মাকরূহে তাহরীমী। (বাহারে শরীয়ত, ১/৬২৫) (২) নামাযের বাইরে বিনা প্রয়োজনে আঙ্গল মটকানো মাকরূহে তানযিহী এবং (৩) নামাযের বাইরে প্রয়োজনে যেমন; আঙ্গুলে আরাম দেয়ার জন্য আঙ্গুল মটকানো মুবাহ অর্থাৎ মাকরূহ ব্যতিত জায়িয। (রদ্দুল মুহতার, ২/৪৯৩-৪৯৪)

www.dawateislami.net

চোপড় ধুয়ে নিংড়ানো যাবেনা, কেননা মনে করা হয় এতে শিশুর দেহে ব্যথা সৃষ্টি হবে। ❁ কখনো সংখ্যাকেও অশুভ মনে করা হয় (বিশেষ করে ইউরোপীয় দেশে যারা বসবাস করে তারা) এই কারণেই বড় বড় দালানগুলোতে ১৩ নম্বরের তলা (ফ্লোর) হয় না। ১২ তলার পরবর্তী তলাকে ১৪ নম্বর সাব্যস্ত করা হয়। অনুরূপ তাদের হাসপাতালগুলোতেও ১৩ নম্বরের সিট বা রুম থাকেনা, কেননা তারা সেই নম্বরটিকে অলক্ষুনে মনে করে। ❁ রাতের বেলায় চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়ালে কিংবা নখ কাটলে মনে করা হয় যে, অমঙ্গল হবে। ❁ মনে করা হয় যে, ঘরের দেওয়াল কিংবা ছাদে পেঁচা বসলে অমঙ্গল হয়। (পক্ষান্তরে পশ্চিমা দেশগুলোতে পেঁচাকে বরকতময় বলে মনে করা হয়)। ❁ মাগরিবের আযানের সময় সবগুলো লাইট জ্বালিয়ে দিতে হয়, কেননা মনে করা হয় যে, অন্যথায় বালা-মুসিবত অবতীর্ণ হবে।

উপরোল্লিখিত অশুভ প্রথাগুলো ছাড়াও বিভিন্ন সমাজ, জাতি ও গোষ্ঠীতে বহু ধরনের কুসংস্কারের প্রচলন রয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কুসংস্কারের ক্ষতিকর দিকসমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অশুভ প্রথা মানবের দ্বীনি, দুনিয়াবী উভয় দিক থেকে অতিশয় ভয়ানক, তা মানুষকে শয়তানের ধোঁকায় ফেলে দেয়, তাই সে বড়-ছোট জিনিসকে ভয় করতে থাকে। এমনকি সে তার নিজের ছায়াটিকেও ভয় করতে থাকে। সে এমন এক সন্দেহের মধ্যে বিরাজ করে যে, দুনিয়ার সমস্ত দুর্ভাগ্য কেবল তার জন্যই জমা হয়ে আছে, অথচ সবাই শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করছে। এমন ব্যক্তিরা প্রিয়জনদেরকেও সন্দেহের চোখে দেখে থাকে, যার ফলে অন্তরে শত্রুতা সৃষ্টি হয়, কুসংস্কারের বাতেনী রোগের শিকার মানুষ মানসিক ও আত্মিক ভাবে অর্কমন্য হয়ে যায় এবং কোন কাজই তারা সুন্দর ও সুচারুরূপে করতে পারে না। ইমাম আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ মাওয়ার্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: اِعْلَمْ اَنَّه لَيْسَ شَيْءٌ اَضَرَّ بِالرَّأْيِ وَلَا اَفْسَدَ لِلتَّدْبِيْرِ مِنَ اعْتِقَادِ الطِّيَرَةِ অর্থাৎ জেনে রাখুন, চিন্তা-চেতনার পক্ষে অশুভ প্রথা গ্রহনের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর এবং কাজকর্মে বাধাসৃষ্টিকারী কোন কিছু নাই। (আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ্দীন, ২৭৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

অসংখ্য হাদীস শরীফেও অশুভ প্রথার ক্ষতি সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। যেমন;

১. সে আমাদের দলভূক্ত নয়

হুযুর পাক صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অশুভ প্রথা মান্যকারীদের জন্য নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে গিয়ে এই শব্দগুলো দ্বারা ইরশাদ করেন: لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ وَلَا تُطِيَّرَ لَه : অর্থাৎ যে ব্যক্তি অশুভ প্রথা ছড়ায় এবং যে অশুভ প্রথা গ্রহণ করে, তারা আমার দলভূক্ত নহে (অর্থাৎ আমাদের তরিকায় নাই)।

(আল মু'জামু কবীর, ১৮/ ১৬২, হাদীস- ৩৫৫ ও ফয়যুল কদীর, ৩/ ২৮৮, হাদীস- ৩২০৬)

২. উচ্চ মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ لَمْ يَنَلِ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنْ تَكَهَّنَ اَوِ اسْتَقْسَمَ اَوْ رَدَّهُ مِنْ سَفَرٍ هٖ طِيَرَةٌ অর্থাৎ যার মধ্যে তিনটি বিষয় রয়েছে, সে উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছাতে পারে না। ১. যে ব্যক্তি নিজের ধারণা থেকে অদৃশ্যের কথা বলে (অর্থাৎ ভবিষ্যতের কথা বলে)। ২. ভবিষ্যৎ বাণী করে নিজের ভাগ্য নির্ণয় করে অথবা ৩. অশুভ প্রথা গ্রহণের কারণে সফর ভঙ্গ করে।

(তারীখে ইবনে আসাকির, রজা বিন হাইওয়া, ১৮/ ৯৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কুসংস্কারের ভয়ানক পরিণতি

❁ যারা কুসংস্কারের বিশ্বাসী, **আল্লাহ তায়ালা**র প্রতি ভরসায় তারা দুর্বল হয়ে যায়। ❁ **আল্লাহ তায়ালা**কে নিয়ে কুধারণা সৃষ্টি হয়। ❁ ভাগ্যের উপর ঈমান দুর্বল হতে থাকে। ❁ শয়তানী কুমন্ত্রণার দরজা খুলে যায়। ❁ অশুভ প্রথা গ্রহণের কারণে মানুষের মধ্যে সন্দেহ, চিত্তের দুর্বলতা, মনের ভয়, সাহসহীনতা এবং কার্পণ্য সৃষ্টি হয়ে যায়। ❁ অনেক ধরনের ব্যর্থতা আসতে পারে। যেমন, কাজের পদ্ধতি সঠিক না হওয়া, ভূল সময়ে বা ভূল স্থানে কাজ করা এবং অপরিনামদর্শী কাজ করা ইত্যাদি। অশুভ প্রথা গ্রহণে অভ্যস্ত মানুষ নিজের ব্যর্থতাকে অশুভ সাব্যস্ত করার মাধ্যমে আত্মসংশোধন থেকেও বঞ্চিত থাকে। ❁ অশুভ প্রথা গ্রহণের কারণে যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়,

www.dawateislami.net

তখন তাদের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টি হয়। ❁ যারা নিজের মাঝে অশুভ প্রথা গ্রহণের দরজা খুলে নেয়, তাদের দৃষ্টিতে সবকিছুই অলক্ষুনে মনে হতে থাকে। কোন কাজে ঘর থেকে বের হলে পথে যদি কালো বিড়াল রাস্তা পাড় হয়, তখন ধারণা করে নেয় যে, আমার কাজ হবেনা, এই বলে ঘরে ফিরে আসে। এক ব্যক্তি সকাল বেলা দোকান খুলতে যাচ্ছিলো, রাস্তায় যদি কোন দুর্ঘটনা দেখে, তখন মনে করে, আজকের দিনটি আমার জন্য অমঙ্গলের, সুতরাং আজ আমার ক্ষতি হবেই। এভাবে তাদের জীবন চলার নিয়ম-নীতি উলট পালট হয়ে যায়। ❁ কারো ঘরে পেঁচার শব্দ শোনা গেলো, তখন বলে দিলো, এই ঘরের কেউ মারা যাবে কিংবা পরিবারে ঝগড়া হবে, ফলে সেই পরিবারে এক ধরনের মুসিবত সৃষ্টি হয়। ❁ নতুন কর্মচারী যদি ব্যবসায় কাষ্টমার ডিল করতে না জানে এবং অর্ডার হাতছাড়া হয়ে যায়, ফ্যাক্টরীর মালিক তখন তাকে অলক্ষুনে বলে চাকরি থেকে বের করে দেয়। ❁ নববধূর হাত থেকে পড়ে কোন জিনিস যদি ভেঙ্গে যায়, তবে তাকে অপয়া মনে করা হয় এবং কথায় কথায় তার মনে কষ্ট দেওয়া হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অশুভ প্রথা তথা অশুভ ইঙ্গিত এবং বিভিন্ন ধরনের জাহেরী ও বাতেনী গুনাহ থেকে বাঁচার উৎসাহ সৃষ্টি হওয়ার জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী'**র মাদানী পরিবেশ মহান নেয়ামতের তুলনায় কোন অংশে কম নয়, এর সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তির জীবনে অভাবিত পরিবর্তন বরং মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়। এই বিষয়ে একটি মাদানী বাহার লক্ষ্য করুন। যেমনটি;

আসমান থেকে কাগজের টুকরা পড়ল

কসবা কলোনীর (বাবুল মদীনা, করাচী) এক ইসলামী ভাইয়ের নিজের বর্ণনা: আমাদের পরিবারে কন্যা সন্তান বেশি ছিলো। চাচাজানের সাত কন্যা, বড় ভাইয়ের নয় কন্যা, আমার বিয়ে হলো, আমার ঘরেও কন্যা সন্তান জন্ম নিলো। সকলের মনে এক ধরনের উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হলো। বর্তমানকার সাধারণ ধারণা অনুযায়ী সকলের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হতে লাগলো যে, কেউ যাদু-টোনা করে আমাদের পরিবারে ছেলে সন্তান হওয়া বন্ধ করে রেখেছে। আমি নিয়্যত করে নিলাম, আমার ঘরে যদি পুত্র সন্তান জন্ম নেয়, তবে

www.dawateislami.net

আমি ৩০ দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করবো। আমার মাদানী মুন্নীর মা একবার স্বপ্নে দেখলো, আসমান থেকে একটি কাগজের টুকরা এসে তার পাশে পরলো, হাতে নিয়ে দেখলো যে, তাতে লেখা ছিলো 'বেলাল'। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ৩০ দিনের মাদানী কাফেলার বরকতে আমার ঘরে মাদানী মুন্নার (পুত্র সন্তানের) আগমন হলো! একটি নয় বরং পরবর্তীতে আরো দু'টি মাদানী মুন্না জন্ম নিলো। **আল্লাহ তায়ালার** অনুগ্রহ দেখুন, ৩০ দিনের মাদানী কাফেলার বরকতে পুত্র সন্তান জন্ম লাভের এই ধারা কেবল আমি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকেনি, আমাদের পরিবারে যার যার পুত্র সন্তান ছিলো না, সবার ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে যাওয়ার মাধ্যমে মাদানী মুন্না (পুত্র সন্তান) জন্ম নিলো। এই বর্ণনা দেওয়ার সময় اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি এলাকায়ী মাদানী কাফেলার একজন যিম্মাদার হিসাবে কাফেলার বাহারগুলো কুঁড়াবার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

আ কে তুম বা আদব দেখ লো ফদ্বলে রব মাদানী মুন্নে মিলেঁ কাফেলে মেঁ চলো
খুটি কিসমত খরি গোদ হোগি হরি মুন্না মুন্নী মিলেঁ কাফেলে মেঁ চলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা, মাদানী কাফেলার বরকতে কী ভাবে মনের আশা পূর্ণ হয়, আশার শুকনো ক্ষেতগুলো সবুজ-শ্যামল হয়ে যায়, মনের মৃতপ্রায় কলিগুলো ফুটে ওঠে। নির্ঘাত ধ্বংস থেকে পরিত্রাণ পেয়ে আনন্দের জীবন লাভ হয়, কিন্তু সর্বদা মনে রাখবেন যে, প্রত্যেকেরই মনের বাসনা পূর্ণ হবে এমনটি নয়। অনেক সময় এমনও হয় যে, মানুষ যা বাসনা করে, তা তার পক্ষে উত্তম নয়। তাই তার সেই বাসনাটি পূরণ করা হয়না। তার আবেদন অনুযায়ী মনের বাসনা পূর্ণ না হওয়াও তার পক্ষে এক প্রকার বিশেষ উপহার। যেমন ধরুন, কেউ পুত্র সন্তানের আবেদন করলো, কিন্তু বার বার তার মাদানী মুন্নীই (কন্যা সন্তান) জন্ম নিচ্ছে আর এটি তার পক্ষে উত্তমই হচ্ছে। যেমন, দ্বিতীয় পারার সূরা বাকারার ২১৬ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

عَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَیْـٴًـا وَّ هُوَ خَیْرٌ لَّكُمْۚ وَ عَسٰۤى اَنْ تُحِبُّوْا شَیْـٴًـا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْؕ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۠ ﴿۲۱۶﴾

(২য় পারা, সূরা বাকারা, আয়াত ২১৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সম্ভবত তোমাদের নিকট কোন বিষয় অপছন্দ হবে অথচ তা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর; এবং সম্ভবতঃ কোন বিষয় তোমাদের পছন্দনীয় হবে অথচ তা তোমাদের পক্ষে অকল্যাণকর আর **আল্লাহ** জানেন এবং তোমরা জানো না।

(ফয়যানে সুন্নাত, ফয়যানে রমযান অধ্যায়, ৭৬৩-৭৬৪ পৃষ্ঠা, ঈষৎ পরিবর্তিত)

www.dawateislami.net

অশুভ প্রথা অমুসলিমদের রীতি

কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে অলক্ষুনে সাব্যস্ত করা মুসলমানদের রীতি নয়, এটি হলো অমুসলিমদেরই পুরনো রীতি, এ ধরনের চারটি ঘটনা লক্ষ্য করুন।

১. ফেরআউনীরা হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام কে অশুভ মনে করতো

৯ম পারায় সূরা আরাফের ১৩১ নম্বর আয়াতে রয়েছে:

فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَ مَنْ مَّعَهٗ ؕ اَلَاۤ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳۱﴾

(৯ম পারা, সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৩১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর যখন তারা কোন কল্যাণ লাভ করতো, তখন বলতো, 'এটা আমাদের প্রাপ্য'; আর যখন কোন অকল্যাণ পৌছতে তখন মূসা ও তার সঙ্গীদেরকে অমঙ্গলের জন্য দায়ী করতো; শুনে নাও! তাদের অদৃষ্টের অশুভ পরিণাম তো **আল্লাহ**রই নিকট রয়েছে; কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই অবগত নয়।

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতটির টীকায় লিখেন: ফেরআউনীদের উপর যখন কোন ধরনের বিপদ (অনাবৃষ্টি ইত্যাদি) আসতো, তখন তারা মুসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ও তাঁর মুমিন সাথীদের নিয়ে অলক্ষুনে অপবাদ দিতো। তারা বলতো, যখন থেকে এসব লোক আমাদের রাজ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তখন থেকে আমাদের উপর বিপদাপদ আসতে থাকে। (মুফতী সাহেব আরো লিখেন) মানুষ বিপদাপদ ও বালা-মুসিবতে পতিত হলে তাওবা করে নেয়। কিন্তু তারা এতোই অবাধ্য ছিলো যে, এতো কিছুতেই তাদের চোখ খোলেনি, বরং তাদের কুফর, অবাধ্যতা ও অমান্যতা আরো বহুগুণে বেড়ে যায়। আমি যখন তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা ও নেয়ামতরাজি দিয়ে শান্তির জীবন দান করি, তখন তারা বলে, এসব শান্তির জিনিসগুলো তো আমাদেরই, আমরা এসবেরই যোগ্য ও দাবীদার, এই শান্তিপূর্ণ জীবন আমাদের চেষ্টারই ফল। (তাফসীরে নঈমী, ৯/১১৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

২. সামূদ জাতির হযরত সালিহ عَلَيْهِ السَّلَام কে অলক্ষুনে ভাবা

হযরত সালিহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে সামূদ জাতির নিকট প্রেরণ করা হয়, যাতে তিনি এক **আল্লাহ তায়ালা**র ইবাদতের প্রতি সবাইকে আহ্বান করেন। তিনি যখন তাদেরকে এর প্রতি আহ্বান করলেন, একটি দল তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করলো। অপর দল তাদের কুফরে অটল রইলো এবং হযরত সালিহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ দিতে লাগলো, হে সালিহ! আপনি যেই শাস্তির ওয়াদা শুনাচ্ছেন, সেই শাস্তি নিয়ে আসুন, যদি আপনি সত্যিকার রাসূল হয়ে থাকেন। উত্তরে তিনি তাদের বুঝাতেন, তোমরা শাস্তির স্থলে অশান্তি আর আযাব কেন কামনা করছো? আযাব অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কুফর থেকে তাওবা করে ঈমান এনে **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছো না কেন? তবে হয়তো তোমাদের উপর **আল্লাহ তায়ালা** অনুগ্রহ করতেন এবং দুনিয়ায় আযাব দিতেন না, কিন্তু জাতি তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। তারা বললো: সেই কারণে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে, অনাবৃষ্টি সৃষ্টি হয়েছে, দূর্ভিক্ষ চলছে। এসব কিছুকে তারা হযরত সালিহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর আগমনের দিকে ইঙ্গিত করে এবং তাঁর আগমনকে অলক্ষুনে বলে মনে করে তারা বলে: আমরা আপনাকেও আপনার সাথীদের অলক্ষুনে মনে করছি। হযরত সায়্যিদুনা সালিহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বললেন: তোমাদের ভাল মন্দ **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট, কিন্তু তোমরা ফিতনায় পড়ে গেছো অর্থাৎ তোমাদের পরীক্ষা চলছে, অন্যথায় তোমাদের দ্বীনের কারণে আযাবে লিপ্ত হবে।

(সূরাতুন নামাল থেকে সংক্ষেপিত, ১৯তম পারা, আয়াত ৪৫ থেকে ৪৭ ও তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান, ৭০৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

৩. হতভাগ্য ব্যক্তিরা মুবাল্লিগদেরকে অলক্ষুনে বলে

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তাঁর দুইজন হাওয়ারি তথা অনুসারী ছাদিক ও ছুদূককে ইন্তাকিয়ায় (একটি জায়গার নাম) পাঠিয়েছিলেন সেখানকার লোকদের দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য, কেননা তারা মূর্তি পূজারী ছিলো। তাঁরা উভয়ে যখন নগরির কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলো, তখন ছাগল ছড়ানো অবস্থায় এক বৃদ্ধকে দেখতে পেলে, লোকটির নাম ছিল হাবীব নাজ্জার, সে তাঁদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তাঁরা বললো: আমরা হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর প্রেরিত দূত। আমরা এসেছি তোমাদের

www.dawateislami.net

দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য, তোমরা মূর্তিপূজা বাদ দিয়ে এক **আল্লাহ তায়ালার** ইবাদত করো। হাবীব নাজ্জার নিদর্শন দেখতে চাইলো, তাঁরা বললো: নিদর্শন হলো, আমরা রোগীকে আরোগ্য দান করি, অন্ধকে দৃষ্টি দান করি, কুষ্ঠ রোগীর রোগ দূরীভূত করি। হাবীব নাজ্জারের এক ছেলে দুই বৎসর ধরে অসুস্থ ছিলো। তাঁরা তার উপর হাত বুলিয়ে দিলো, সে ভাল হয়ে গেলো, হাবীব নাজ্জার ঈমান গ্রহণ করলো, এই ঘটনাটি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো, এমনকি অনেক মানুষ তাঁদের হাতে আরোগ্য লাভ করলো, সংবাদ শুনে বাদশা তাঁদের ডেকে আনলো। বললো: আমাদের উপাস্যগুলো ছাড়াও কি অন্য কোন উপাস্য আছে? তাঁরা বললো: হ্যাঁ, **তিনি** আপনাকে এবং আপনার উপাস্যদেরকেও সৃষ্টি করেছেন। তারপর সবাই তাঁদের ধাওয়া করলো, মারলো এবং উভয়কে বন্দি করে নিয়ে গেলো। তারপর হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام হযরত শামঊন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে পাঠালেন। তিনি একজন ভিনদেশী বেশে নগরে প্রবেশ করলেন, তিনি বাদশার সভাসদ ও অনুচরদের সাথে সখ্যতা ও সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে বাদশা পর্যন্ত পৌঁছালেন, বাদশার নিকটও তিনি নিজের একটি স্থান তৈরি করে নিলেন। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, বাদশা তাঁর হাতে এক ধরনের বশ হয়ে গেছে, একদিন তিনি বাদশাকে বললেন: যে দুইজন লোককে আপনি বন্দী করেছেন, তাদের কথাগুলো কি আপনি শুনেছেন, তারা কী বলতে চায়? বাদশা বললো: না তো, শুনিনি। তারা নতুন দ্বীনের নাম নেওয়ায় হঠাৎ আমার মাথায় রাগ চেপে গেলো। শামঊন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: বাদশা জনাবের আজ্ঞা হলে তাদের ডেকে আনা যেতে পারে। দেখা যেতে পারে তাদের কাছে কী রয়েছে? অতএব তাদের দুইজনকে আনা হলো। হযরত শামঊন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাদের কে পাঠিয়েছে? তাঁরা বললেন: **আল্লাহ তায়ালা**! **যিনি** সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, **যিনি** সকল জীবের জীবিকা দান করেন, **যাঁর** কোন অংশীদার নাই। হযরত শামঊন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: সেই **আল্লাহ তায়ালার** সংক্ষিপ্ত গুণাবলী বর্ণনা করুন। তাঁরা বললো: **তিনি** নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করেন, **তিনি** নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী আদেশ দেন। হযরত শামঊন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: তোমাদের কোন নিদর্শন আছে কি না? তাঁরা বললো: বাদশা যা চান! তখন বাদশা এক অন্ধকে ডেকে আনলো। তাঁরা দোয়া করলে সে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলো। হযরত শামঊন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ

www.dawateislami.net

বাদশাকে বললেন: এখন উচিৎ হবে আপনি আপনার উপাস্যদের বলুন, তারাও যেনো এরূপ করে দেখায়, যাতে করে আপনার এবং তাদের সম্মান প্রকাশ পায়। বাদশা হযরত শামঊন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ কে বললো: আপনার কাছে গোপন করার কী আছে, আমাদের উপাস্যরা দেখেও না, শোনেও না, লাভ-ক্ষতি কিছু করতেও পারে না। তারপর বাদশা সেই দুইজন হাওয়ারীকে উদ্দেশ্য করে বললো: তোমাদের মাবুদ যদি মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন, তবে আমি **তাঁর** উপর ঈমান আনবো। তাঁরা বললো: আমাদের মাবুদ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। বাদশা তখন এক কৃষকের ছেলেকে নিয়ে এলো, যে সাত দিন আগে মারা গিয়েছিলো, দেহ নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো, দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিলো, তাঁদের দোয়ায় **আল্লাহ তায়ালা** তাকে জীবিত করে দিলেন, সে ওঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো: আমি মরেছিলাম মুশরিক অবস্থায়, আমাকে জাহান্নামের সপ্তম স্তরে রাখা হয়েছে, আমি আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি, যে দ্বীনে আপনারা রয়েছেন, সেই দ্বীন অত্যন্ত ক্ষতিকর, আপনি ঈমান গ্রহন করে নিন এবং বলতে লাগলো: আসমানের দরজা খুলে গেছে, তারপর এক সুন্দর যুবক দেখা গেলো, সেই যুবকটি এই তিনজনের পক্ষে সুপারিশ করলো। বাদশা বললো: কোন তিনজন? সে বললো: শামঊন এবং এই দুইজন বন্দী। এ কথা শুনে বাদশা বিস্মিত হয়ে গেলো। হযরত শামঊন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ যখন দেখতে পেলেন যে, তাঁর কথায় বাদশার মনে প্রভাব সৃষ্টি করেছে, তখন তিনি বাদশাকে উপদেশ দিলেন। বাদশা ঈমান আনয়ন করলো এবং তার জাতির কিছু লোকও ঈমান আনয়ন করলো আর কিছু লোক আনলো না। তারা বললো: আমরা তোমাদেরকে অলক্ষুনে বলে মনে করি, তোমরা যদি তোমাদের দ্বীন থেকে সরে না আসো, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের পাথর ছুঁড়ে মারবো এবং অবশ্যই তোমরা আমাদের হাতে কঠিন শাস্তির শিকার হবে। তাঁরা বললো: তোমাদের ধ্বংস (অর্থাৎ তোমাদের কুফর) তোমাদেরই সাথে, তোমরা কি তাতেই বিগড়ে গেছো যে, তোমাদেরকে বুঝানো হয়েছে? আর তোমাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়েছে? বরং তোমরা হলে সীমালঙ্ঘনকারী লোক। তোমরা রয়েছো পথভ্রষ্টতা আর অবাধ্যতায়। এটিই হল সত্যিকার বড় অমঙ্গল। **(তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান, সূরা ইয়াসীন, আয়াত ১৩ থেকে ১৯, ৮১৬ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

৪. ইহুদী ও মুনাফিকরা নবী করীম □ এর আগমনকেও অশুভ মনে করতো

সূরা নিসার ৭৮ নম্বর আয়াতে রয়েছে:

وَ اِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ؕ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ فَمَالِ هٰۤؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ﴿۷۸﴾

(৫ম পারা, সূরা নিসা, আয়াত ৭৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তাদের নিকট যদি কোন কল্যাণ পৌছে, তবে বলে, 'এটা **আল্লাহ**র নিকট থেকে' এবং তাদের নিকট যদি কোন ক্ষতি পৌঁছে তবে বলে, 'এটা হুযুরের দিক থেকে এসেছে।' আপনি বলুন! 'সবকিছু **আল্লাহ**র নিকট থেকেই'। কাজেই, ঐসব লোকের কী হলো? তারা কোন কথা বুঝছে বলে মনে হয় না।

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আয়াতটির টীকায় লিখেন: **'হুযুর সাইয়্যিদে আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন হিজরত করে মদীনা শরীফ আগমন করলেন এবং ইহুদীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, তখন অধিকাংশ ইহুদী **তাঁর** বিরোধিতায় মেতে উঠলো। আবার কেউ কেউ **'তাকিয়া'** করে (অর্থাৎ নিজেদের কুফরকে গোপন রেখে) কলেমা পাঠ করে মুসলমানদের মধ্যে এসে ঢুকে পড়ে এবং তাদের বিভিন্ন ক্ষতিসাধন করতে থাকে। যার শাস্তি স্বরূপ সেখানে কখনো কখনো বৃষ্টি হতো না, কখনো কখনো ফল ধরতো না, যেমনটি বিগত উম্মতদের অবস্থার মতোই, তখন অভিশপ্ত ইহুদী ও মুনাফিকরা বললো: (نَعُوْذُ بِاللّٰه) **তাঁর (প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আগমনে আমাদের এখানে বরকত কমে গেছে। এসব বিপদ **তাঁর** কারণেই হয়েছে। তাদের এ ধরনের উক্তির খণ্ডনে এই আয়াত শরীফটি অবতীর্ণ হয়। (মুফতী সাহেব আরো লিখেন) এখনো কোন কোন কাফির মুসলমানদেরকে অলক্ষুনে বলে থাকে বরং অনেক মুর্খ ব্যক্তি মুসলমান নামাযী পরহিযগারদেরকে অলক্ষুনে বলে থাকে আর তাদের নেক আমলকে অমঙ্গল বলে। এগুলো হচ্ছে ঐসব শয়তানদেরই পরিত্যক্ত বংশধর। (তাফসীরে নঈমী, ৫/ ২৪০)

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ এর আগমনে ইয়াসরিব পরিণত হয় মদীনায়

মুফতী সাহেব আরো লিখেন: সেই পবিত্র যুগে সত্যবাদীরা তো বলতেনই, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনে আমাদের ইয়াসরিব **"মদীনা শরীফ"** হয়ে গেছে। এখানকার মাটি আরোগ্য দানকারী, এখানকার আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর হয়ে গেছে। কিন্তু ইহুদী, মুনাফিক ও অবিশ্বাসীরা বলতো: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনে মদীনার বরকতসমূহ উধাও হয়ে গেছে...। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কত সুন্দরইনা বলেছেন:

কোয়ি জান বস কে মেহেক রহি কিস দিল মেঁ উস সে খটক রহি!
নেহিঁ উস কে জলওয়ে মেঁ ইয়াক রহি কাহিঁ ফুল হে কহিঁ খার হে

আমরা নিবেদন করলাম,

তাইবা কি যী'নত উন হি কে দম সে কাবা কি রওনক উন কে কদম সে!!
কাবা হি কিয়া হে সারে জাহাঁ মেঁ ধূম হে উন কি কওন ও মকাঁ মেঁ!!

অর্থাৎ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদমের সদকায় মদীনার অধিবাসীরা পরস্পর একই আত্মায় পরিণত হয়ে গেছে। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনে মদীনা সমগ্র দুনিয়ার কেন্দ্রবিন্দু ও আশ্রয় স্থলে পরিণত হয়ে গেছে। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কারণে মদীনা ঐতিহাসিক স্থানে পরিণত হয়, এর হাজার হাজার ইতিহাস রচিত হয়ে যায়। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কারণে মদীনার প্রশংসায় হাজার হাজার কসীদা লিখা হয়, কোন নগরই এমন সম্মান প্রাপ্ত হয়নি। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কারণে মদীনার প্রতি সমস্ত মানব-জাতির আকর্ষণ হয়ে গেছে। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদমের সদকায় মদীনাকে **মদীনা মুনাওয়ারা** বলা হয়, এসব মর্যাদা **তাঁরই** কদমের বরকতে হয়েছে। (তাফসীরে নঈমী, ৫/ ২৪৩)

কর কে হিজরত ইহাঁ আ'গেয়ে মোস্তফা রওশনী আজ ঘর ঘর মদীনে মেঁ হে
জানতে হো মদীনা হে কিউঁ দিল পছন্দ দোনোঁ আলম কা দিলবর মদীনে মেঁ হে
নূর কি দেখো বরসাত হে চার সো কিয়া সমাঁ কেয়ফ আ'ওয়ার মদীনে মেঁ হে
হে মদীনে কা রুতবা বড়া খুলদ সে কিউঁ কেহ মাহবূবে দাওর মদীনে মেঁ হে
সবজে গুম্বদ কা আত্তার মনযর তো দেখ কিস কদর কেয়ফ আ'ওয়র মদীনে মেঁ হে[১]

১. পরিপূর্ণ কালাম পাঠ করার জন্য "ওয়াসায়িলে বখশীশ" (মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত) এর ১৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

www.dawateislami.net

অমঙ্গলের সম্পর্ক নিজের দিকে করা উচিৎ

সূরা নিসার ৭৯ নম্বর আয়াতে রয়েছে:

مَآ اَصَابَكَ مِنۡ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۘ وَ مَآ اَصَابَكَ مِنۡ سَيِّئَةٍ فَمِنۡ نَّفۡسِكَ ؕ

(৫ম পারা, সূরা নিসা, আয়াত ৭৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে শ্রোতা! তোমার নিকট যা কল্যাণ পৌঁছে তা **আল্লাহ**র নিকট থেকে এবং যে অকল্যাণ পৌঁছে তা তোমার নিজের পক্ষ থেকেই।

সদরুল আফাযিল আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ আয়াতটির টীকায় লিখেন: তুমি এমন সব গুনাহ করেছো যে, তুমি এর যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছো।

মাসআলা: এখানে অমঙ্গলের সম্পর্ক বান্দার প্রতি 'রূপক' এবং পূর্বে যা উল্লেখ হয়েছে তা ছিলো 'প্রকৃত'। কোন কোন তাফসীর কারকগণ বলেন: মন্দকার্যের সম্পর্ক বান্দার প্রতি শিষ্টাচারে (আদবের) নিয়ম হিসেবে। মোটকথা হলো, বান্দা যখন প্রকৃত কর্তার প্রতি অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা**র প্রতি দৃষ্টিপাত করবে, তখন প্রত্যেক কিছুই **তাঁরই** পক্ষ থেকে বলেই ধারনা করবে আর যখন উপায় উপকরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে, তখন অমঙ্গলগুলোকে নিজের প্রবৃত্তির ফলশ্রুতি বলে বুঝতে পারবে। **(খাযায়িনুল ইরফান, ১৭৭ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মুশরিকরা অশুভ প্রথা গ্রহণ করতো

হাফেজ শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে আলী বিন হাজার আসকালানী শাফেঈ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ লিখেন: জাহেলীয়তের যুগে মুশরিকরা পাখিদের উপর ভরসা করতো, তাদের কেউ যখন কোন কাজে বের হতো, তখন সে পাখিদের দিকে দেখতো, পাখি যদি তার ডান দিক দিয়ে উড়তো, তখন সে তা মঙ্গল বলে গ্রহণ করতো এবং নিজের কাজে চলে যেতো আর যদি পাখি তার বাম পাশ দিয়ে উড়তো, তখন সে তা অমঙ্গল বলে গ্রহণ করতো এবং কাজে না গিয়ে ফিরে আসতো। কখনো কখনো তারা গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজে যাত্রাকালে প্রথমে নিজে পাখি উড়িয়ে দিতো। পাখিটির উড়ার উপর ভরসা

www.dawateislami.net

করে কাজে যাওয়া না যাওয়া নির্ধারণ করতো। যখন পবিত্র শরীয়ত এসে গেলো, তখন থেকে তাদেরকে সেই পদ্ধতি থেকে সরিয়ে আনা হয়।

(ফতহুল বারী, কিতাবুত তিব্ব, বাবুত তিয়ারতি, ১১/ ১৮০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

এটি তোমাদের মনের সন্দেহ

হযরত সায়্যিদুনা মুয়াবিয়া বিন হাকাম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বর্ণনা করেন: আমি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! জাহেলীয়তের যুগে আমরা কিছু কাজ করতাম। (আপনি আমাকে সেগুলো সম্পর্কে বলুন) আমরা জ্যোতিষীদের কাছে যেতাম। **মদীনার তাজেদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমরা জ্যোতিষীদের কাছে যাবে না। আমি বললাম: (আমরা পাখি ইত্যাদি থেকে) ফাল নিতাম। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এটি হলো এক ধরনের মনেরই খেয়াল মাত্র, যা তোমরা মনের মধ্যে অনুভব করে থাকো। কিন্তু এটি তোমাদেরকে (তোমাদের প্রয়োজনের নিকট) যেনো বাধা না দেয়। **(মুসলিম, কিতাবুস সালাম, বাবু তাহরীমিল কাহানাতি ওয়া ইতিয়ানিল কাহান, ১২২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস-৫৩৭ ও মিরকাতুল মাফাতীহ, কিতাবুত তিব্ব ওয়ার রাকী, আল ফছলুল আউয়াল, ৮/৩৫৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পাখিরাও তাদের তকদীর অনুযায়ীই উড়ে

হযরত সায়্যিদুনা আবু বুরদা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমি হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম: আমাকে এমন কোন হাদীস শরীফ শুনান, যা আপনি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট থেকে নিজে শুনেছেন। উম্মুল মুমিনীন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا উত্তর দিলেন; **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: পাখিরা তাদের তকদীর অনুযায়ীই উড়ে[১] আর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুভ ফাল তথা শুভ ইঙ্গিত গ্রহন করাকে পছন্দ করতেন।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৯/ ৪৫০, হাদীস- ২৫০৩৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১. এই কারণে পাখিরা ডানে বামে উড়লে কোন প্রভাব হয়না।

কুসংস্কারের কোন বাস্তবতা নেই

বুখারী শরীফে হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا থেকে বর্ণিত, **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সর্দার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সংক্রমণ বলতে কিছু নাই, না আছে কোন অশুভ ফাল তথা অশুভ ইঙ্গিত আর নাই পেঁচাও, না শূন্য (খালি) ও কুষ্ঠ থেকে পালাবে, যেমনিভাবে বাঘ দেখে পালাও।

(বুখারী, কিতাবুত তিব্ব, ৪/২৪, হাদীস- ৫৭০৭ ও ওমদাতুল কারী, কিতাবুত তিব্ব, ১৪/৬৯২, হাদীস- ৫৭০৭)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী মুফতী মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ হাদীস শরীফটির ব্যাখ্যায় বলেন: এই হাদীস শরীফটি থেকে প্রাপ্ত কিছু মাদানী ফুল উপস্থাপন করা হলো,

- জাহেলীয়তের যুগে মানুষের বিশ্বাস ছিলো যে, এমন কতগুলো রোগ রয়েছে যা অন্যের প্রতি সংক্রমিত হয়। যেমন: কুষ্ঠ, খোস পাঁচড়া, প্লেগ ইত্যাদি। **হুযুরে পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সেই বিশ্বাসকে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন এবং নিষেধ করে দিলেন। একজন গ্রাম্য লোক এসে উপস্থিত হলো, সে বললো: আমার উটগুলো পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও উন্নত হয়ে থাকে। তা থেকে একটি খোস-পাচঁড়া বিশিষ্ট উট এসে সবাইকে খোস-পাচঁড়া বিশিষ্ট করে দিচ্ছে। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: প্রথমটিকে খোস-পাঁচড়া কে বানিয়েছিলো? সে বললো: **আল্লাহ তায়ালা**। ইরশাদ করলেন: এভাবে বাকিগুলোকেও **আল্লাহ তায়ালাই** খোস-পাঁচড়া বিশিষ্ট বানিয়েছেন।
- আরবদের অভ্যাস ছিলো, তারা যখন কোন সফরে গমন করতো, তখন যদি কোন পাখি তাদের ডান পাশ দিয়ে উড়তো, তখন সেই সফরকে তারা মঙ্গলময় মনে করতো আর যদি বাম দিক দিয়ে উড়তো তবে তারা তা অমঙ্গল মনে করতো। এ ধরনের আরো অনেক সন্দেহ তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো। যা বর্তমানে আমাদের সমাজেও প্রচলিত রয়েছে। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঐসব সন্দেহকে দূরীভূত করে দেন।
- 'হাম্মা' একটি পাখির নাম, কারো মতে এটি হলো পেঁচা। জাহেলীয়তের যুগে মানুষের বিশ্বাস ছিলো যে, এই পাখিটি যদি কোন ঘরে বসে, তাহলে সেই ঘরে কোন না কোন বিপদ অবতীর্ণ হবে। বর্তমানেও মুর্খদের নিকট প্রসিদ্ধ রয়েছে যে,

www.dawateislami.net

যে ঘরে পেঁচা ডাকে কিংবা যে ঘরের ছাদে পেঁচা ডাকে সেই ঘরে কোন বিপদ আসবে। আরেক উক্তি মতে, জাহেলীয়তের যুগে মানুষের বিশ্বাস ছিলো যে, মৃতদের হাঁড়গুলো 'পেঁচা' হয়ে উড়ে। এক উক্তি মতে, যেই মৃতের কিসাস (প্রতিশোধ) নেওয়া হয় না সে 'পেঁচা' হয়ে যায় আর সে বলতে থাকে, আমাকে পান করাও, আমাকে পান করাও। যখন তার কিসাস (প্রতিশোধ) নিয়ে নেওয়া হয়, তখন সে উড়ে যায়। এসব সন্দেহকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দূর করে দিয়েছেন। ইরশাদ করেছেন: এসব কিছুই না। (নুযহাতুল কারী, ৫/ ৫০২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ঘর পরিবর্তনে কি বরকত শেষ হয়ে যায়?

বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এসে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা এক ঘরে বসবাস করতাম, পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদ নিয়ে সেখানে আমি খুব ভালই ছিলাম, পরে আমি ঘরটি পরিবর্তন করে ফেললাম, এতে আমার ধন-সম্পদ ও সদস্য সংখ্যা কমে গেলো। তখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: রাখো! এরূপ বলা খারাপ।

(আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দীন লিল মাওয়ারদী, ২৭৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কুসংস্কার মানাটা আমার সন্দেহ ছিলো

তাফসীরে রূহুল বয়ানে রয়েছে; জনৈক ব্যক্তি বলছে: একবার আমি এতোই অভাব-অনটনে পড়ে গেলাম যে, ক্ষুধা নিবারণের জন্য আমাকে মাটি খেতে হয়েছিলো। তারপরও ক্ষুধার জ্বালা মিটাতে পারিনি, আমি মনে মনে ভাবলাম, এমন কোন ব্যক্তি যদি পেয়ে যাই, যে আমাকে খাবার খাওয়াবে। খাবারের সন্ধানে আমি ইরানের আহওয়ায শহরের দিকে রওয়ানা দিলাম, অথচ শহরটি সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিলোনা। আমি যখন নদীর নিকট গিয়ে পৌঁছলাম, দেখলাম সেখানে কোন নৌকা নাই। এটিকে আমি অশুভ লক্ষণ হিসাবে ধরে নিলাম, তারপর আমি একটি নৌকা দেখতে পেলাম,

www.dawateislami.net

কিন্তু তাতে ছিদ্র ছিলো। এটি আমার দ্বিতীয় অশুভ লক্ষণ মনে হলো, মাঝির নাম জিজ্ঞাসা করলাম, সে তার নাম বললো **'দীওযাদাহ'** (আরবিতে একে বলা হয় শয়তান)। এটা ছিলো আমার তৃতীয় অশুভ লক্ষণ। যাই হোক, আমি নৌকায় আরোহন করলাম, নৌকাটি যখন নদীর ওপারে গিয়ে পৌঁছলো, আমি তখন ডাক দিয়ে বললাম: হে কুলি! আমার মালামালগুলো উঠিয়ে নাও। তখন আমার নিকট একটি পুরানো তোষক ও কিছু প্রয়োজনীয় মালামাল ছিলো। আমার ডাকে যে মজুরটি এলো, সে ছিল কানা, এটিকে আমি চতুর্থ অশুভ লক্ষণ বলে মনে করলাম। আমার ধারণা হলো, এখান থেকে চলে যাওয়াই আমার জন্য শুভ হবে। তারপরও নিজের প্রয়োজনের কথা ভেবে ফিরে যাওয়ার মনোভাব ত্যাগ করলাম, আমি যখন মুসাফির খানায় গিয়ে পৌঁছলাম, তখনো এই কথাই ভাবছিলাম যে, করার কী আছে। এমন সময় কেউ এসে দরজায় করাঘাত করলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কে? উত্তরে সে বললো: আমি আপনার সাক্ষাতে এসেছি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তুমি কি আমাকে চিনো? সে বললো: হ্যাঁ। আমি মনে মনে ভেবেছি যে, এ হয় শত্রু হবে, অন্যথায় বাদশার পক্ষ থেকে দূত। আমি কিছুক্ষণ ভাবার পর দরজা খুলে দিলাম। লোকটি বললো: অমুক ব্যক্তি আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। তিনি বার্তা পাঠিয়েছেন যে, আপনার সাথে আমার যদিও মতবৈষম্য রয়েছে, তবু আচার-আরচণগত হক তো অবশ্যই পালন করতে হবে, আমি আপনার অবস্থাদি শুনেছি, তাই আপনার প্রয়োজনাদি মিটানো আমার কর্তব্য, আপনি যদি এক দুই মাস আমার এখানে থাকেন, তবে আপনার সারা জীবনের জন্য দেখা শোনার একটি ব্যবস্থা হয়ে যাবে আর আপনি যদি এখান থেকে চলে যেতে চান, তাহলে এই ত্রিশটি দীনার নিন, প্রয়োজনে ব্যয় করবেন আর আপনি চলে যান, আমি আপনার সমস্যা বুঝতে পারছি। লোকটি বলল: আমি বিগত জীবনে কখনো ৩০ দীনারের মালিক হইনি। তাছাড়া আমি এও বুঝতে পেরেছি যে, কুসংস্কারের বাস্তবতা বলতে কিছুই নাই।

(রূহুল বয়ান, ১/৩০৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্য নির্ণয় করিওনা

৬ষ্ট পারার সূরা মায়িদার ৯০ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۹۰﴾

(৬ষ্ট পারা, সূরা মায়িদা, আয়াত ৯০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য নির্ণায়ক তীর অপবিত্রই, শয়তানী কাজ। সুতরাং তা থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্য নির্ণয় করা গুনাহের কাজ

৬ষ্ট পারায় সূরা মায়িদার ৩ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَ اَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ؕ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ؕ

(৬ষ্ট পারা, সূরা মায়িদা, আয়াত ৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা, এটি পাপ কাজ।

সদরুল আফাজিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: জাহেলীয়তের যুগে লোকদের যখন সফর, যুদ্ধ, ব্যবসা বা বিবাহ-শাদি ইত্যাদি সামনে আসতো, তখন তারা তিনটি তীর নিক্ষেপ করে ভবিষ্যত বের করতো, অতঃপর সেই অনুযায়ী আমল করতো। একে তারা **আল্লাহ তায়ালার** আদেশ বলে মনে করতো। ইসলামে এসব কিছু নিষেধ করা হয়েছে। (খাযায়িনুল ইরফান, ২০৬ পৃষ্ঠা) **বরীকায়ে মাহমুদিয়া শরহে তরীকায়ে মুহাম্মদিয়ায়** উল্লেখ রয়েছে: তিনটি তীরের একটিতে লেখা থাকতো "اَمَرَنِىْ رَبِّىْ (আমার প্রতিপালক আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন)", দ্বিতীয়টিতে লেখা থাকতো "نَهَانِىْ رَبِّىْ (আমার প্রতিপালক আমাকে নিষেধ করেছেন)" এবং তৃতীয়টিতে কিছুই লেখা থাকতো না। যদি প্রথম তীরটি উঠতো, কাজটি করতো, যদি দ্বিতীয়টি উঠতো, কাজটি করা থেকে বিরত থাকতো আর যদি তৃতীয় তীরটি উঠতো, দ্বিতীয়বার ভাগ্য নির্ণয় করতে। এরূপ ভাগ্য নির্ণয় এবং এধরনের অপরাপর জিনিস ব্যবহার করা জায়িয নাই। (বরীকাতে মাহমুদিয়া শরহে তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া, ২/৩৮৫)

www.dawateislami.net

কোরআনী ফাল তথা ইঙ্গিত বের করা না-জায়িয

অনেকে কোরআন মজীদের যে কোন পৃষ্ঠা খুলে সেই পৃষ্ঠার সর্বপ্রথম আয়াতের অনুবাদ থেকে নিজের যে কোন কাজে মনের মত করে মর্মার্থ নিয়ে ফাল তথা ইঙ্গিত বের করে থাকে, এ ধরনের ইঙ্গিত বের করা না-জায়িয। **হাদীকা নদিয়ায়** উল্লেখ রয়েছে: **কোরআনী ফাল, ফালে দা'নিয়াল** এবং অনুরূপ অন্যান্য ফাল যা বর্তমান যুগে প্রচলিত, সেগুলো নেক ফালের পর্যায়ভূক্ত নয় বরং তীর নিক্ষেপ করে ফাল বের করার যেই বিধান, এগুলোরও একই বিধান। সুতরাং এরূপ করাও না জায়িয।(হাদীকায়ে নদিয়া শরহে তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া, ২/২৬) পক্ষান্তরে **বরীকায়ে মাহমুদিয়াতে** উল্লেখ আছে: পবিত্র কোরআন থেকে অশুভ ফাল তথা অশুভ ইঙ্গিত গ্রহণ করা মাকরূহে তাহরীমি।

(বরীকায়ে মাহমুদিয়া শরহে তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া, ২/৩৮৬)

একটি শিক্ষামূলক ঘটনা

একদিন ওয়ালিদ বিন ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালিক কোরআন থেকে ফাল তথা ইঙ্গিত বের করলো। কোরআন পাক খোলার সাথে সাথে এই আয়াতটি এলো:

وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿۱۵﴾

(পারা ১৩, সূরা ইব্রাহিম, আয়াত ১৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তারা মীমাংসা চেয়েছে এবং প্রত্যেক অবাধ্য, হঠকারী ব্যর্থ মনোরথ হয়েছে ।

তখন ওয়ালিদ বিন ইয়াজিদ পবিত্র কোরআনটি (مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ) শহীদ করে দিলো এবং এই পঙতিটি পাঠ করলো:

اَتَوَعَّدُ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ فَهَا أَنَا ذَاكَ جَبَّارٌ عَنِيدُ
إِذَا مَا جِئْتَ رَبَّكَ يَوْمَ حَشْرٍ فَقُلْ يَا رَبِّ خَرَّقَنِى الْوَلِيْدُ

অনুবাদ: তুমি কি সকল অবাধ্য আর গোঁয়ারকে হুমকি দিচ্ছো (مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ), হ্যাঁ আমি হলাম সেই অবাধ্য আর গোঁয়ার। তুমি যখন কিয়ামতের দিন তোমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হবে, তখন বলে দিও, ওয়ালিদ আমাকে শহীদ করে দিয়েছিলো।

www.dawateislami.net

এই ঘটনাটির কিছুদিনের মধ্যেই কেউ ওয়ালিদকে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করেছিলো। তার মস্তকটিকে প্রথমে তারই ঘরের ছাদে এবং পরে নগরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছিলো। (আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন, ২৭৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তাঁরা কখনো ফাল গ্রহণের জন্য তীর নিক্ষেপ করেননি

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন বাইতুল্লায় ছবিসমূহ দেখতে পান, তখন প্রবেশ করেননি। যতক্ষণ পর্যন্ত না **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নির্দেশে সেগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হয়। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِمَا السَّلَام এর ছবি দেখতে পান যে, তাঁদের হাতে ফাল গ্রহনের তীর ছিলো। তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ তায়ালা** ঐসব লোকদের (অর্থাৎ ছবি নির্মাতাদের) ধ্বংস করুক। **আল্লাহ**র শপথ! এই দু'জন নবী কখনো তীরের মাধ্যমে ভাগ্য নির্ণয় করেননি। (বুখারী, কিতাবু আহাদীসিল আম্বিয়া, ২/ ৪২১, হাদীস- ৩৩৫২)

ফাল গ্রহণের তীর কিরূপ?

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী মুফতী মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হাদীস শরীফটি সম্পর্কে লিখেন: মুশরিকরা ফাল গ্রহণের জন্য সাতটি তীর বানিয়ে নিতো। একটিতে লিখা থাকতো হ্যাঁ (نَعَمْ), দ্বিতীয়টিতে না (لَا), তৃতীয়টিতে তন্মধ্য হতে (مِنْهُمْ), চতুর্থটিতে তন্মধ্য হতে নয় (مِنْ غَيْرِهِمْ), পঞ্চমটিতে সম্পৃক্ত হওয়া (مُلْصَق), ষষ্ঠটিতে দিয়্যাত (اَلْعَقْل),[১] সপ্তমটিতে অবশিষ্ট দিয়্যাত (فَضْلُ الْعَقْل)। এসব তীর কাবার খাদেমের কাছে থাকতো। মুশরিকরা যখন কোথাও যাওয়ার কিংবা বিবাহ করবার ইচ্ছা করতো, কিংবা তারা যখন অন্য কোন প্রয়োজনের শিকার হতো, তখন খাদেম তীর নিক্ষেপ করতো। যদি 'হাঁ' (نَعَمْ) উঠতো, তবে কাজটি করতো। যদি 'না' (لَا) উঠতো,

১. দিয়্যাত ঐ সম্পদকে বলে, যা প্রাণের পরিবর্তে আবশ্যক হয়। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৮৩০)

www.dawateislami.net

তবে কাজটি করতো না আর যদি কারো বংশ নিয়ে সন্দেহ হতো, তাহলে সেই তিনটি তীর নিক্ষেপ করতো, যেগুলোতে লেখা থাকতো 'তন্মধ্য হতে' (مِنْهُمْ), 'তন্মধ্য হতে নয়' (مِنْ غَيْرِهِمْ) এবং 'সম্পৃক্ত হওয়া' (مُلْصَق)। যদি (مِنْهُمْ) 'তন্মধ্য হতে' উঠতো, তবে বলতো: তার বংশ সঠিক আছে আর যদি লটারীতে (مِنْ غَيْرِهِمْ) 'তন্মধ্য হতে নয়' উঠতো, তখন বলতো: সে এই বংশের লোক নয়, সে এই বংশের মিত্র। আর যদি (مُلْصَق) 'সম্পৃক্ত হওয়া' উঠতো, তখন বলতো: সে এই বংশের সাথে না সম্পৃক্ত, না এর মিত্র। আর কেউ যদি অপরাধ করতে এবং মতানৈক্য সৃষ্টি হতো যে, এর দিয়্যাত তথা ক্ষতিপূরণ কার উপর হবে। তখন অবশিষ্ট দু'টি তীর ব্যবহার করতো। একটি দলকে নির্দিষ্ট করে তীর নিক্ষেপ করতো। যদি তাদের নামে (اَلْعَقْل) দিয়্যাত উঠতো, তখন সেই দলটির উপর ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা আবশ্যিক করে দিতো এবং দ্বিতীয় দলকে নিরপরাধ বলে ছেড়ে দেওয়া হতো। তাদের পক্ষ থেকে যদি ক্ষতিপূরণের সম্পূর্ণ অর্থ আদায় না হতো এবং মতবৈষম্য হতো যে, কে আদায় করবে? তখন (فَضْلُ الْعَقْل) অবশিষ্ট দিয়্যাত নামের তীরটি নিক্ষেপ করা হতো। যাদের নামে পড়তো, তারা অবশিষ্ট ক্ষতিপূরণ আদায় করতো। এর ব্যাখ্যায় আরো কিছু বর্ণনা রয়েছে। তবে পরিচিতির জন্য আমি কেবল একটি আলোচনা করেছি। এটি ছিলো সন্দেহবাতিকতা। এ ছিলো অজ্ঞতা বরং বংশ এবং ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে অত্যাচার ছিলো। তাই ইসলাম সেটিকে কঠোরভাবে নিষেধ ঘোষণা দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ؕ

(৬ষ্ট পারা, আল মায়িদা, আয়াত ৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে, তীরের মাধ্যমে ভাগ্যলিপি নির্ণয় করা।

(নুযহাতুল কারী, ৩/১০৫)

গণকের ব্যাপারে আ'লা হযরতের ফতোয়া

আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যেই ব্যক্তি গণনা করে এবং লোকদের বলে: 'তোমার কাজ হয়ে যাবে, অথবা হবে না কিংবা অমুক কাজটি তোমার জন্য ভাল হবে কিংবা খারাপ হবে,

www.dawateislami.net

লাভ হবে, কিংবা লোকসান হবে? তখন আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **উত্তর** দিলেন: ১. তার এই ধরনের কথাগুলো যদি সে অকাট্য ও একান্ত নির্ভরযোগ্য বলে দাবী রেখে বলে থাকে, তবে সে তো মুসলমানই নয়। এগুলোকে যারা সত্য বলে বিশ্বাস করে তাদের ব্যাপারে সহীহ হাদীস শরীফে রয়েছে: فَقَدْ كَفَرَ بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ অর্থাৎ সে ওসব কিছুকে অস্বীকার করলো, যা **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে[১] এবং ২. যদি সে অকাট্য রূপে না বলে থাকে, তবুও ফাল তথা ইঙ্গিত দেখার যে রীতিটি চালু রয়েছে, তা গুনাহ থেকে পৃথক নয়। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/ ১০০)

গণকের পারিশ্রমিক নেওয়ার বিধান

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **তাফসীরে নঈমী**তে লিখেন: গণনা করা, গণনার বিপরীতে বিনিময় গ্রহণ করা এবং প্রদান করা সবই হারাম। (নূরুল ইরফান, ৭ম পারা, আল মায়িদা, ৯০নং আয়াতের পাদটিকা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইস্তেখারার শিক্ষা দিতেন

মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লোকদেরকে গণনার পরিবর্তে ইস্তেখারার শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোরআনের সূরা শিক্ষা দেওয়ার ন্যায় আমাদেরকে যে কোন বিষয়ে ইস্তেখারা করার শিক্ষা দিতেন।

(বুখারী, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, বাবু মা'জা ফিত তাতউয়ি মাছনা মাছনা, ১/ ৩৯৩, হাদীস- ১১৬২)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হাদীস শরীফটির আলোকে লিখেন: ইস্তেখারা মানে হলো মঙ্গল কামনা করা বা কারো নিকট হতে ভাল পরামর্শ গ্রহণ করা। যেহেতু ইস্তেখারার নামাযে এবং দোয়ায় বান্দা যেনো স্বয়ং **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট পরামর্শ চায় যে, অমুক কাজটি করবো কি করবো না! তাই একে ইস্তেখারা বলা হয়। (মিরাতুল মানাজীহ, ২/ ৩০১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১. তিরমিযী, কিতাবুত তাহারাত, বাবু মা'জা ফি কারাহিয়াতি ইতইয়ানি হাসায়িস, ১/১৮৫, হাদীস নং-১৩৫।

www.dawateislami.net

যেই ব্যক্তি ইস্তেখারা করবে সে ক্ষতির শিকার হবে না

হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাফেয়ে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَاخَابَ مَنِ اسْتَخَارَ، وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ، وَلَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইস্তেখারা করবে, সে ব্যক্তি ক্ষতির শিকার হবে না। যে ব্যক্তি পরামর্শের মাধ্যমে কাজ করে, সে আক্ষেপের শিকার হবে না আর যে ব্যক্তি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি কখনো অভাবে পড়বে না। **(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুস সালাত, বাবুল ইস্তেখারা, ২/ ৫৬৬, হাদীস- ৩৬৭০)**

ইস্তেখারা না করার ক্ষতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مِنْ شِقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللهِ অর্থাৎ বান্দার দূর্ভাগ্যের মধ্যে একটি যে, **আল্লাহ তায়ালার** নিকট ইস্তেখারা না করা।

(তিরমিযী, কিতাবুল কদর, বাবু মা'জা ফির রযা বিল কযা, ৪/ ৬০, হাদীস- ২১৫৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কোন কোন কাজে ইস্তেখারা করা যায়?

কেবল ঐসব কাজের জন্য ইস্তেখারা হতে পারে, যা মুসলমানের রায়ের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন; ব্যবসায় বা চাকুরি থেকে কোনটি বেছে নিলে ভাল হয়? সফরের জন্য কোন দিনটি কিংবা কোন মাধ্যমটি বাচাই ভাল হবে? দোকান বা বাড়ি বেচাকেনা করলে ভাল হবে না কি ক্ষতি হবে? কোন জায়গায় বসবাস করা উত্তম হবে। বিয়ে শাদী কোথা থেকে করলে ভাল হবে? ইত্যাদি। যেসব কাজের ব্যাপারে শরীয়ত প্রকাশ্য বিধান দিয়ে দিয়েছে, সেসব কাজে ইস্তেখারা করা যাবে না। যেমন; পাঁচ ওয়াক্ত নামায, ধনী হওয়া সাপেক্ষে যাকাত আদায় করা, রমযান মাসের রোযা রাখা ইত্যাদি নিয়ে ইস্তেখারা করা যাবে না যে, আমি নামায পড়বো কি পড়বো না? যাকাত দিবো কি দিবো না? অনুরূপ মিথ্যা বলা, কারো অধিকার বিনষ্ট করা ইত্যাদি যেসব কাজে শরীয়ত নিষেধ করে দিয়েছে, সেগুলো করবো কি করবো না? বরং এ ধরনের সব কাজে শরীয়তের বিধান মেনে চলা আবশ্যক। তাছাড়া ইস্তেখারার জন্য এটাও শর্ত যে, সেই

www.dawateislami.net

কাজটি জায়িয হতে হবে। নাজায়িয ব্যবসা ইত্যাদির জন্য ইস্তেখারা করা যাবে না। হাকীমুল উম্মত, মাওলানা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইস্তেখারা সম্পর্কে হাদীস পাকের ব্যাখ্যা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: শর্ত হলো, কাজটি হারামও হতে পারবে না, ফরযও না, ওয়াজিবও না, দৈনন্দিন কাজও না। অতএব, নামায পড়া না পড়া নিয়ে, হজ্ব করা না করা নিয়ে, আহার করা না করা নিয়ে, পানি পান করা না করা নিয়ে কোন ইস্তেখারা করা যাবে না। (মিরাতুল মানাজীহ, ২/৩০১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কাজটি করার ইচ্ছা দৃঢ় না হওয়া

ইস্তেখারার আদবের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, ইস্তেখারা এমন কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে, যা করার ব্যাপারে মনের মধ্যে পরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত না হওয়া। কেননা যে কোন দিকে যদি মনের টান চলে যায়, তাহলে ইস্তেখারার মাধ্যমে বিশুদ্ধ ফলাফল লাভ করা বড়ই দুরূহ হয়ে যাবে। (ফতহুল বারী, ১২/১৫৫) সদরুশ শরীয়ত, বদরুত তরিকত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **বাহারে শরীয়ত** ১ম খন্ডের ৬৮৩ পৃষ্ঠায় লিখেন: ইস্তেখারার সময় ততক্ষণ পর্যন্ত থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত এক পক্ষের প্রতি নিজের মনের ভাব পূর্ণ ভাবে স্থির হয়ে না যায়। (বাহারে শরীয়ত, ১/৬৮৩) প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: আবশ্যক যে, সেই কাজের পুরোপুরি সিদ্ধান্ত না নেওয়া। কেবল মনোভাব সৃষ্টি হওয়া। যেমন; কোন ব্যবসা-বাণিজ্য, বিয়ে শাদী, ঘরের ভিত্তি স্থাপন ইত্যাদির সাধারণ ইচ্ছা সৃষ্টি হওয়া এবং মনে মনে সন্দেহ থাকে যে, এতে কি ভাল হবে, না কি মন্দ হবে। তবেই ইস্তেখারা করবে। (মিরাতুল মানাজীহ, ২/৩০১)

ইস্তেখারার উদ্দেশ্য হলো মঙ্গল কামনা করা। তাই ইস্তেখারা করে নেওয়ার পর সেই অনুযায়ী কাজ করা উত্তম। তবে হ্যাঁ! কোন কারণে যদি কাজ করা না হয়, তবু গুনাহগার হবে না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইস্তেখারার বিভিন্ন পদ্ধতি

যেহেতু ইস্তেখারা হলো **রব তায়ালা**র নিকট মঙ্গল কামনা করা কিংবা কারো কাছ থেকে মঙ্গলের জন্য পরামর্শ করারই নাম, তাই বিভিন্ন দোয়ার মাধ্যমে মহান **প্রতিপালকে**র নিকট ইস্তেখারা করা হয়ে থাকে। এর মধ্য থেকে একটি দোয়া নামাযের পরে করা হয়ে থাকে। তাই সেই নামাযকে ইস্তেখারার নামায বলা হয়।

ইস্তেখারার নামাযের পদ্ধতি

কেউ যদি কোন কাজ করার ইচ্ছা করে, তবে দুই রাকাত নফল নামায পড়বে। তারপর দোয়া করবে:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ اَوْ قَالَ عَاجِلِ اَمْرِیْ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدُرْهُ لِیْ وَیَسِّرْهُ لِیْ ثُمَّ بَارِكْ لِیْ فِیْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ اَوْ قَالَ عَاجِلِ اَمْرِیْ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّیْ وَاصْرِفْنِیْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِیَ الْخَیْرَ حَیْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِیْ بِهٖ۔

হে আল্লাহ! আমি তোমার জ্ঞানের মাধ্যমে তোমার নিকট মঙ্গল কামনা করছি এবং তোমার ক্ষমতার মাধ্যমে ক্ষমতা প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট তোমার মহান করুণা প্রার্থনা করছি, কেননা তুমিই ক্ষমতার একক মালিক। আমি কোন ক্ষমতাই রাখি না। তুমিই সব কিছু জ্ঞাত, আমি কিছুই জানি না। তুমিই গোপন বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখো। **হে আল্লাহ!** তোমার জানা মতে, এই কাজটিতে (যেই কাজের ইচ্ছা আমি করেছি) যদি আমার দ্বীন, ঈমান, জীবন এবং স্বপক্ষে ফলাফল স্বরূপ দুনিয়া ও আখিরাতে আমার জন্য উত্তম হয়ে থাকে, তবে একে আমার জন্য লিখে দাও এবং

আমার জন্য সহজতর করে দাও, এতে আমার জন্য বরকত দাও। **হে আল্লাহ!** তোমার জ্ঞান অনুযায়ী কাজটি যদি আমার পক্ষে আমার দ্বীন, ঈমান, জীবন এবং স্বপক্ষে ফলাফল স্বরূপ দুনিয়া ও আখিরাতে মন্দ হয়ে থাকে, তবে তুমি তা আমার থেকে এবং আমাকে তা থেকে দূরে সরিয়ে দাও এবং যা আমার জন্য ভাল হয়, সেটিকে আমার ভাগ্যে জুটিয়ে দাও এবং আমাকে এতে সন্তুষ্ট করে দাও।

(বুখারী, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, ১/৩৯৩, হাদীস- ১১৬২ ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, ২/৫৬৯)

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হাদীস শরীফে বর্ণিত এই দোয়াটিতে 'هٰذَا الْاَمْرَ' এর স্থলে ইচ্ছা হলে আপনার চাহিদার নাম নিতে পারেন, কিংবা এর পরে। (রদ্দুল মুহতার, ২/৫৭০) অর্থাৎ আরবি জানা থাকলে এই স্থলে নিজের চাহিদার কথা উল্লেখ করবে। তার মানে 'هٰذَا الْاَمْرَ' এর স্থলে নিজের চাহিদা উল্লেখ করবে। যেমন; 'هٰذَا السَّفَرَ' বা 'هٰذَا النِّكَاحَ' কিংবা 'هٰذَا التِّجَارَةَ' বা 'هٰذَا الْبَيْعَ' বলবে আর যদি আরবি জানা না থাকে, তবে 'هٰذَا الْاَمْرَ' বলে মনে মনে নিজের সেই কাজটির খেয়াল করবে যার জন্য ইস্তেখারা করা হচ্ছে।

ইস্তেখারার নামাযে কোন কোন সূরা পাঠ করবে

মুস্তাহাব হলো এই দোয়াটির আগে পরে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এবং দরূদ শরীফ পাঠ করা। প্রথম রাকাতে قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ এবং দ্বিতীয় রাকাতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ পাঠ করবে। কোন কোন মাশায়িখ বলেন: প্রথম রাকাতে

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ؕ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۶۸﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿۶۹﴾ (২০তম পারা, আল কাসাস, ৬৮ও ৬৯)

এবং দ্বিতীয় রাকাতে

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ﴿۳۶﴾ (২২ তম পারা, আল আহযাব, আয়াত ৩৬) পাঠ করবে।

(রদ্দুল মুহতার, ২/৫৭০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইঙ্গিত কীভাবে পাবে

কোন কোন মাশায়িখ থেকে বর্ণিত রয়েছে, উক্ত দোয়াটি পাঠ করে ওযু সহকারে কিবলামুখি হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। স্বপ্নে যদি সাদা কিংবা সবুজ কিছু দেখে তবে কাজটি উত্তম হবে। পক্ষান্তরে কালো বা লাল দেখলে খারাপ হবে, কাজটি পরিহার করবে।

(রদ্দুল মুহতার, ২/৫৭০)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই মাসআলাটির বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন: কোন কোন সূফী বলেন: ঘুমাবার সময় যদি দুই রাকাত নামায পড়ে এই দোয়াটি পাঠ করে, তারপর ওযু সহকারে কিবলামুখি হয়ে ঘুমিয়ে যায়, তবে স্বপ্নে যদি সাদা বা সবুজ প্রবাহিত পানি বা আলো দেখে, তবে সাফল্যের নিদর্শন। পক্ষান্তরে যদি কাদাযুক্ত পানি কিংবা অন্ধকার দেখে তবে বিফল ও ব্যর্থ হওয়ার নিদর্শন, এই আমলটি সাত দিন করবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এই সময়ের মধ্যে স্বপ্নের মাধ্যমে ইঙ্গিত পেয়ে যাবে। **(মিরাতুল মানাজীহ, ২/৩০২)**

ইস্তেখারা সাতবার করা উত্তম

উত্তম হলো সাতবার ইস্তেখারা করা। একটি হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে, "হে আনাস! তুমি যখন কোন কাজের ইচ্ছা করবে, তোমার **প্রতিপালকে**র নিকট তা নিয়ে সাতবার ইস্তেখারা করবে। তারপর তোমার হৃদয়ের মধ্যে দৃষ্টি দিয়ে দেখবে, সেখানকার কী অবস্থা। নিঃসন্দেহে এতে অত্যন্ত মঙ্গল রয়েছে।"

(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, ২/৫৭০ ও আমলুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলি লিইবনি সুন্নী, ৫৫০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

যদি ইঙ্গিত পাওয়া না যায় তবে ...?

ইস্তেখারা করার পর স্বপ্নে যদি কোন ইঙ্গিত পাওয়া না যায়, তবে নিজের অন্তরের দিকে ধ্যান করতে হবে। অন্তরে যদি কোন পাকা-পোক্ত ইচ্ছা স্থির হয়ে যায়, অথবা কোন কাজ করা বা না করার ব্যাপারে নিজে থেকে মনোভাব পাল্টে যায়, তখন একেই ইস্তেখারার ফল বলে মনে করতে হবে এবং অন্তরের সমাধিক অগ্রাধিকার অনুযায়ী আমল করতে হবে।

www.dawateislami.net

কেবল দোয়ার মাধ্যমেও ইস্তেখারা করা যেতে পারে

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **ফতোওয়ায়ে শামী**তে লিখেন: وَلَوْ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ اِسْتَخَارَ بِالدُّعَاءِ অর্থাৎ এবং কারো পক্ষে যদি ইস্তেখারার নামায পড়া কষ্টসাধ্য হয়ে যায়, সে যেনো কেবল দোয়ার মাধ্যমেই ইস্তেখারা করে নেয়।

(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, মতলব ফি রাকাতাইল ইস্তেখারা, ২/৫৭০)

ইস্তেখারার সংক্ষিপ্ত দোয়াসমূহ

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **মিরকাতুল মাফাতীহ** কিতাবে লিখেন: কারো যদি কাজের তাড়া থাকে, সে যেনো কেবল এটি বলে নেয়; (১) اَللّٰهُمَّ خِرْلِيْ وَاخْتَرْلِيْ وَاجْعَلْ لِّيَ الْخِيَرَةَ অর্থাৎ (**হে আল্লাহ!** আমার কাজটি তুমি উত্তম করে দাও, আমার জন্য দুইটি কাজের মধ্য থেকে উত্তমটিকে নির্বাচন করে তাতে আমার জন্য মঙ্গল রেখে দাও)। অথবা বলবে; (২) اَللّٰهُمَّ خِرْلِيْ وَاخْتَرْلِيْ وَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى اِخْتِيَارِيْ অর্থাৎ (**হে আল্লাহ!** আমার কাজটি তুমি উত্তম করে দাও, আমার জন্য দুইটি কাজের মধ্য থেকে উত্তমটিকে নির্বাচন করে দাও আর আমাকে আমার পছন্দের উপর ছেড়ে দিও না)।

(মিরকাত মাফাতিহ, কিতাবুস সালাত, বাবুত তাতউয়ি, ৩/৪০৬)

বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن পক্ষ থেকে ইস্তেখারা করার আরো কতিপয় পদ্ধতী ও ওযিফা বর্ণিত রয়েছে, যেমন; তাসবীহর মাধ্যমে ইস্তেখারা করা, যা সংক্ষিপ্ত সময়ে সম্পন্ন হয়ে যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইস্তেখারা করার পরও যদি ক্ষতির শিকার হতে হয়?

অনেক সময় মানুষ **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট ইস্তেখারা করে যে, তার জন্য যে কাজটিতে ভাল হবে, সেটি যেনো হয়ে যায়, তখন **আল্লাহ তায়ালা** তার জন্য সেই কাজটি দান করেন, যা তার পক্ষে উত্তম। কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে কাজটি সম্পর্কে সে বুঝতে পারে না, তখন তার মনের মধ্যে এমন একটি ভাব আসে যে, আমি তো **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট সেই কাজটিই চেয়েছিলাম, যা আমার পক্ষে উত্তম হয়, কিন্তু যে কাজটির ইঙ্গিত পেলাম, তা তো উত্তম বলে মনে হচ্ছে না। এই কাজটিতে আমার জন্য

www.dawateislami.net

ক্ষতি আর দুঃখই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কিছু দিনের ব্যবধানে সব ধরনের পরিণতি যখন চোখের সামনে উদ্ভাসিত হতে থাকে, তখন সে বুঝতে পারে যে, **আল্লাহ তায়ালা** তার জন্য যে কাজটি নির্বাচন করেছিলেন, বাস্তবে সেটিই তার জন্য উত্তম। হযরত সায়্যিদুনা মাকহূল আযদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا কে বলতে শুনেছি: মানুষ **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট ইস্তেখারা করে, **আল্লাহ তায়ালা** তার জন্য কোন একটি কাজ পছন্দ করেন, পরে লোকটি আপন **প্রতিপালকে**র প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু লোকটি যখন তার ফলাফলের দিকে দৃষ্টিপাত করে, তখন বুঝতে পারে যে, এই কাজটিই তার জন্য উত্তম।

(কিতাবুর য়ুহদ লি ইবনি মোবারক, মা রওয়াহু নাঈম বিন হাম্মাদ, বাবুন ফির রযা বিল কযা, ৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১২৮)

এর একটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন, কোন শিশু মায়ের সামনে জ্বরে ছটফট করছে, সে বলছে: আমি এটি খাবো, সেটি খাবো। মা-বাবা জানে যে, এই সময়ে সেই বস্তু তার জন্য ক্ষতিকর, তাই তারা তাকে সেই বস্তু খেতে দেয়না বরং তিক্ত ঔষধই খেতে দেয়, সন্তান কিন্তু তার জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এটা মনে করে যে, তার মা-বাবা তার প্রতি অত্যাচার করেছে। আমি যা চেয়েছিলাম, তা আমাকে দেওয়া হয়নি, তার পরিবর্তে আমাকে তিক্ত ঔষধ খাইয়েছে। শিশুটি নিজের জন্য তিক্ত ঔষধকে উত্তম বলে মনে করছে না, কিন্তু বড় হওয়ার পর শিশুটির যখন জ্ঞান-বুদ্ধি হবে, তখন সে বুঝতে পারবে যে, সে তো মৃত্যুই চেয়েছিলো। অথচ তার মা-বাবা তার জন্য সুস্থ জীবনের পথ খুঁজছিলো। আমাদের **মহান প্রতিপালক** তো আপন বান্দাদের জন্য তাদের মা-বাবার চাইতেও অতুলনীয় দয়াময়। তাই **আল্লাহ তায়ালা তাঁর** মুসলমান বান্দাকে সেই জিনিসটিই দান করেন, যা ফলাফলের দিক থেকে তার জন্য উত্তম হয়। কখনো কখনো সেটি যে উত্তম, তা দুনিয়াতেও বুঝে আসে আর কতগুলো বুঝা যাবে আখিরাতে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নীল নদের নামে চিঠি

প্রতি বৎসর নীল নদ শুকিয়ে যেতো, তাই অজ্ঞতার কারণে সেখানে এই কু-প্রথা ছিলো যে, নদটি বলি চাইছে। অতএব তারা কোন এক কুমারী মেয়েকে উন্নত পোষাক আর অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করে নীল নদে বলি দিতো, ফলে নদের পানি যথারীতি

www.dawateislami.net

প্রবাহিত হয়ে যেতো, যখন মিসর জয় হলো, মিসরবাসীরা এসে একদা হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নিকট আবেদন করলো: 'হে আমাদের আমীর! আমাদের নীল নদের একটি নিয়ম প্রচলিত আছে, যতক্ষণ তা পালন করা হবে না, ততক্ষণ নদীও প্রবাহিত হয় না।' তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সেই নিয়মটি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তারা বললো: আমরা একজন কুমারী মেয়েকে তার মা-বাবার নিকট থেকে চেয়ে নিয়ে উন্নত পোষাক আর অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করে নীল নদে বলি দিয়ে থাকি। হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: ইসলামে কখনো তা হতে পারে না, পুরোনো সব অশুভ প্রথাকে ইসলাম ধূলিসাৎ করেছে, সুতরাং সেই কু-প্রথাকে আটকে রাখা হলো, তাই পানিও কমে যেতে থাকলো, এমনকি এক পর্যায়ে লোকজন সেখান থেকে অন্যত্র চলে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগলো। এই অবস্থা দেখে হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ দ্বিতীয় খলীফা আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারূক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নিকট সব ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি উত্তরে লিখলেন: 'আপনি ঠিকই করেছেন, ইসলাম নিশ্চয় এসব অশুভ প্রথাকে দূরীভূত করে, এই চিঠির সাথে একটি চিরকুটও রয়েছে, তা নীল নদে ফেলে দেবেন।' যখন হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নিকট আমিরুল মুমিনীনের পত্রখানি পৌছলো, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ চিরকুটটি বের করলেন। চিরকুটটিতে লেখা ছিলো: "হে নীল নদ! তুমি যদি নিজ থেকে প্রবাহিত হয়ে থাকো, তবে তুমি আর প্রবাহিত হইও না। তোমাকে যদি **আল্লাহ তায়ালা** প্রবাহিত করেন, তবে **আল্লাহ তায়ালার** নিকট আবেদন করছি, **তিনি** যেনো তোমাকে প্রবাগিত করে দেন।" হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ চিরকুটটি নীল নদে ফেললেন। ফলে রাতারাতি ১৬ গজ পানি বেড়ে গেলো আর এই অশুভ প্রথাটি মিসর থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো।

(আল আযমাতু লি আবিশ শায়খ আল ইসবাহানী, বাবু ছিফতিন নীল ওয়া মুনতাহাহু, ৩১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯৪০)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

দুঃখজনক অবস্থা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নীল নদকে প্রবাহমান রাখার জন্য মিসরবাসীদের মাঝে যেভাবে ভুল বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত অশুভ প্রথা প্রচলিত ছিলো, অনুরূপ বর্তমান

www.dawateislami.net

যুগেও বহু ভুল ও ভিত্তিহীন বিশ্বাস, সন্দেহ ও না-জায়িয রীতি-নীতি দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে দেখা যাচ্ছে। এগুলো মূলতঃ কুসংস্কারের কারণেই হয়ে থাকে, তন্মধ্য হতে কতিপয় নিচে উল্লেখ করা হচ্ছে :

(১) সফর মাসকে অলক্ষুনে মনে করা

যারা কুসংস্কারের সন্দেহবাতিকতার শিকার, তারা সফর মাসকে বিপদ-আপদ অবতীর্ণ হওয়ার মাস বলে মনে করে। বিশেষ করে মাসটির প্রথম দিকের তেরটি দিন যেগুলোকে 'তেরা তেযী' বলা হয়ে থাকে, সেগুলোকে অত্যন্ত অলক্ষুনে বলে জানে। সন্দেহবাতিকদের মনে এই বিষয়টি ঢুকে আছে যে, সফর মাসে নতুনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূচনা করা যাবে না, এতে ক্ষতির আশঙ্কা বেশী, কোথাও যাত্রাও করা যাবে না, এক্সিডেন্টের আশঙ্কা রয়েছে, বিয়ে শাদী করা যাবে না, কন্যা বিদায় করা যাবে না, তবে পরিবার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয়, অনুরূপভাবে এই মাসটিতে বড় ধরনের ব্যবসায়িক লেনদেন ইত্যাদিও করে না। ঘরের বাইরে যাতায়াতও কমিয়ে দেয় এই ধারণায় যে, বিপদাপদ অবতীর্ণ হচ্ছে। ঘরের প্রতিটি বাসন-কোসন ভালভাবে ঝাড়া-মোছা করে। অনুরূপভাবে এই মাসটিতে যদি কোন পরিবারে কেউ মারা যায়, সেই পরিবারকে অলক্ষুনে বলে মনে করে, সেই পরিবারের সাথে যদি নিজের পুত্র কিংবা কন্যার সম্বন্ধের কথা পাকাপাকি হয়, তাও ভেঙ্গে দেয়। 'তেরা তেযী' নামে সাদা ছোলার নিয়াযও দিয়ে থাকে। ফাতেহা নিয়ায করা মুস্তাহাব ও সাওয়াবের কাজ এবং সব ধরনের হালাল রিযিক দ্বারা যে কোন মাসের যে কোন দিনে এই ফাতেহা ও নিয়ায করা যায়। কিন্তু এই কথা মনে করা যে, 'তেরা তেযী'র ফাতেহা যদি দেওয়া না হয় এবং সাদা ছোলা ভেজে যদি বন্টন করা না হয়, তবে পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিদের রুজি-রোজগারে বরকত কমে যাবে, এ ধরনের কাজ ও ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন।

আরবদের মাঝে সফর মাসকে অলক্ষুনে বলে মনে করা হতো

জাহেলীয়তের যুগে অর্থাৎ ইসলামের পূর্বেও সফর মাসকে নিয়ে লোকজন এই ধরনের অশুভ প্রথামূলক মনোভাব পোষণ করতো যে, এই মাসে বিপদ-আপদ অধিকহারে অবতীর্ণ হয়ে থাকে, তাই তারা এই মাসটির আগমনকে অলক্ষুনে বলে মনে করতো। (ওমদাতুল কারী, ৭০/১১০)

www.dawateislami.net

সম্মানিত হওয়ার কারণে আরবরা তিনটি মাস যিলকাদ, যিলহজ্জ ও মুহাররমে যুদ্ধ-বিগ্রহ আর লুটতরাজ থেকে বিরত থাকতো, তারা অপেক্ষা করে থাকতো, এই নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে যাক, তারপর তারা বের হবে, লুটতরাজ করবে, তাই সফর মাস শুরু হওয়ার সাথে সাথেই লুটতরাজ, রাহাজানি, যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্যে তারা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তো, তখন তাদের ঘর মানবশূন্য হয়ে পড়তো, তাই বলা হতো صَفَرَ الْمَكَانِ ঘর শূন্য হয়ে গেছে। আরবরা যখন দেখলো যে, এই মাসে মানুষ খুন হচ্ছে, পরিবার-পরিজন মারা যাচ্ছে কিংবা শূন্য হয়ে যাচ্ছে, তখন তারা তা থেকে এই অশুভ প্রথাটি গ্রহণ করলো যে, এই মাসটি তাদের জন্য অলক্ষুণে মাস। এই ভেবে তারা তাদের পরিবার-পরিজন মারা যাওয়ার কিংবা ধ্বংস হওয়ার মূল কারণে মনোযোগ দিলো না, নিজেদের গর্হিত ও মন্দ কর্মগুলো উপলব্দি করলো না। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কলহ ইত্যাদি থেকে নিজেদের বিরতও রাখলো না। সেই স্থলে তারা মাসটিকেই অলক্ষুণে বলে দিলো।

সফর মাস কিছুই না

আমাদের **মক্কী মাদানী আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সফর মাসকে নিয়ে অশুভ প্রথাগত মনোভাবকে রহিত ঘোষণা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন: لَاصَفَرَ "সফর কিছুই না"। (বুখারী, কিতাবুত তিব্ব, বাবুল জুযাম, ৪/২৪, হাদীস- ৫৭০৭) হযরত আল্লামা মাওলানা শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হাদীস শরীফটির ব্যাখ্যায় লিখেন: সাধারণ লোকেরা এই সফর মাসটিকে বালা-মুসিবত ও বিপদাপদ অবতীর্ণ হওয়ার মাস বলে মনে করে, এই মনোভাব ভুল ও রহিত, এর কোন বাস্তবতা নাই। (আশিআতুল লুমআত (ফার্সি), ৩/৬৬৪)

সদরুশ শরীয়ত, বদরুত তরিকত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: মানুষ সফর মাসকে অলক্ষুণে হিসাবে জানে, এই মাসে তারা বিয়ে শাদী করেনা, কন্যাদান করেনা, এ ধরনের আরো অনেক কাজ তারা করেনা, কোথাও সফর করেনা, বিশেষ করে সফর মাসের প্রথম তেরটি দিনকে অনেক বেশি অলক্ষুণে বলে মনে করতো এসব হলো অজ্ঞতাজনিত কথা। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে: 'সফর কোন কিছুই না', অর্থাৎ এটিকে অলক্ষুণে বলে মনে করা

www.dawateislami.net

মানুষের ভুল। অনুরূপভাবে যিলকাদ মাসকেও অনেক মানুষ খারাপ মনে করে থাকে, এটিকে বলে শূন্যের মাস, এটিও ভুল এবং প্রতি মাসের ৩, ১৩, ২৩, ৮, ১৮, ২৮ তারিখগুলোকে অনর্থক মনে করে। এ রূপ মনে করাও অনর্থক। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৬৫৯)

অপয়া নয় কোন দিন?

আল্লামা সায়্যিদ মুহাম্মদ আমীন বিন ওমর বিন আব্দুল আযীয শামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন; আল্লামা হামেদ আফান্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো: কিছু কিছু তারিখ কি অলক্ষুণে এবং কিছু কিছু তারিখ কি বরকতময় হয়ে থাকে? যা সফর করা এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের কাজ করার জন্য উপযুক্ত নয়? তিনি উত্তর দিলেন: 'যেই ব্যক্তি এই প্রশ্ন করে যে, কিছু কিছু তারিখ কি অলক্ষুণে, তাকে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না, তার কাজটিকে অজ্ঞতা বলা হবে, তার নিন্দাবাদ করতে হবে, এমন মনে করা ইহুদীদেরই পদ্ধতি, এসব মুসলমানদের নিয়ম নয়, যারা **আল্লাহ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করে চলে। (তানকীহুল ফাতাওয়া আল হামেদিয়া, ২/৩৬৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিছু কিছু সময় অবশ্যই বরকতময় এবং মহৎ হতেই পারে। যেমন; রমযান, রবিউল আউয়াল, জুমা মোবারকের দিন ইত্যাদি। কিন্তু কোন মাস বা দিন কখনো অলক্ষুণে হতে পারে না। **মিরাতুল মানাজীহ** কিতাবে উল্লেখ আছে; ইসলামে কোন মাস, কোন দিন কিংবা কোন মুহূর্ত অলক্ষুণে নয়। তবে কিছু কিছু দিন বরকতময়। (মিরাতুল মানাজীহ, ৫/৪৮৪) **তাফসীরে রূহুল বয়ানে** উল্লেখ রয়েছে: সফর ইত্যাদি কোন মাস কিংবা বিশেষ সময়কে অলক্ষুণে মনে করা সঠিক নয়, সকল মুহূর্ত ও সময় **আল্লাহ তায়ালা**রই বানানো এবং সেগুলোতে মানুষের কাজকর্ম সংঘটিত হয়, যেই সময়ে মুমিন বান্দা **আল্লাহ তায়ালা**র ইবাদত-বন্দেগীতে ব্যস্ত হয়ে যায়, সেই সময়টি বরকতময় হয়ে যায় এবং যেই সময়টিতে **আল্লাহ তায়ালা**র অবাধ্যতা করা হয়, সেই সময়টি সেই বান্দাটির জন্য অলক্ষুণে। মূলতঃ ধ্বংস তো গুনাহের মধ্যেই নিহিত।

(তাফসীরে রূহুল বয়ান, ৩/৪২৮)

সফর মাসও অন্যান্য মাসগুলোর ন্যায় একটি মাস। অন্যান্য মাসগুলোতে যেমন **আল্লাহ তায়ালা**র দয়া ও অনুগ্রহের বৃষ্টি বর্ষিত হয়, এই মাসটিতেও তা হতে পারে। এই মাসটিকে তো **'সফরুল মুযাফ্ফর'**ই বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ সাফল্যের মাস। এই মাস

কীভাবে অলক্ষুণে হতে পারে? যদি কোন ব্যক্তি এই মাসটিতে শরীয়তের নিয়ম-নীতি অনুযায়ী চলে, নেক আমল করে, গুনাহ থেকে বিরত থাকে, তবে এই মাসটি তার জন্য অবশ্যই বরকতময়। পক্ষান্তরে খারাপ কোন কাজের মাধ্যমে যদি মাসটি অতিবাহিত করে, জায়িয না-জায়িয ও হারাম-হালালের পার্থক্য না করে, তবে তো সেই ব্যক্তির ধ্বংসের জন্য তার গুনাহের ভয়াবহতাই যথেষ্ট। চাই তা সফর মাসই হোক, বা অন্য যে কোন মাসের যে কোন সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা হোক। তার উপর যদি কোন ধরনের বিপদ অবতীর্ণ হয়, তবে তো তা তার এই মন্দ আমলেরই ফলাফল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২) সফরুল মুযাফফরের শেষ বুধবার পালন করা

সদরুশ শরীয়ত, বদরুত তরিকত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: সফর মাসের শেষ বুধবার ভারত উপমাহদেশে অধিকহারে পালন করা হয়, লোকেরা নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়, আনন্দ ভ্রমণ ও শিকারে বের হয়, পুরি বানায়, গোসল করে, আনন্দ উদযাপন করে, আর বলে: **হুযুরে আকদস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দিনে সুস্থতার গোসল করেছিলেন এবং মদীনা শরীফের বাইরে সফরে গিয়েছিলেন, এসব কথা ভিত্তিহীন বরং এই দিনগুলোতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রোগ প্রচণ্ড ছিলো, এসব কথা বাস্তবতা বিরুদ্ধ। কেউ কেউ বলে থাকে: এই দিনে বালা-মুসিবত অবতীর্ণ হয়, এ ধরনের আরো অনেক কথা বলা হয়ে থাকে, সবই ভিত্তিহীন। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৬৫৯)

সফর মাসে সংঘটিত হওয়া বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা

❁ প্রথম হিজরী সনের **সফরুল মুযাফ্ফর** মাসে হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর সাথে খাতুনে জান্নাত হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর শাদী মোবারক অনুষ্ঠিত হয়। (আল কামিলু ফিত তারীখ, ২/১২) ❁ সপ্তম হিজরী সনের **সফরুল মুযাফফর** মাসে মুসলমানদের হাতে খাইবার বিজয় হয়। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩/৩৯২) ❁ سَيْفُ الله হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালীদ, হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস এবং হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন তালহা আবদরী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ প্রমূখ

www.dawateislami.net

অষ্টম হিজরীর **সফরুল মুযাফফর** মাসে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম কবুল করেন। (আল কামিলু ফিত তারীখ, ২/১০৯) ❁ মাদায়িন (যেখানে কিসরার প্রাসাদ ছিলো) বিজয় হয় ষোড়শ হিজরীর **সফরুল মুযাফফর** মাসেই।

(আল কামিলু ফিত তারীখ, ২/৩৫৭)

এখনও কি আপনারা সফর মাসকে অলক্ষুণে বলে মনে করবেন? অবশ্যই না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩) হাঁচিকেও অশুভ মনে করা

কেউ কেউ হাঁচিকে অশুভ বলে মনে করে, কোন কাজে যাওয়ার সময় যদি নিজের কিংবা অন্য কারো হাঁচি আসে, তবে এরূপ অশুভ প্রথাটি প্রচলিত যে, কাজটি হবে না। এরূপ করা একেবারে অজ্ঞতা ও মুর্খতারই প্রমাণ বহন করে। আ'লা হযরত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হাঁচি ভাল জিনিস, এটিকে অশুভ মনে করা ভারতের মুশরিকদেরই অপবিত্র অন্ধ বিশ্বাস। হাদীস শরীফে[১] তো বলা হয়েছে: لَعَطْسَةٌ وَاحِدَةٌ عِنْدَ حَدِيْثٍ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ شَاهِدٍ عَدْلٍ অর্থাৎ কথা বলার সময় হাঁচি আসা এক ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী[২] স্বরূপ।[৩] অর্থাৎ যাকিছু বর্ণনা করা হচ্ছে তা সত্য কি মিথ্যা তা বলা যাচ্ছিলো না এবং এমন সময় কারো হাঁচি এলো, তবে তা এই কথার সত্যতার প্রমাণ বহন করে।[৪] আর এও বর্ণিত আছে যে, দোয়ার সময় হাঁচি আসা কবুল হওয়ার দলিল।[৫] মোটকথা, হাঁচি হলো একটি পছন্দনীয় জিনিস। তবে যে হাঁচি নামাযে আসে, সেটির ব্যাপারে হাদীস শরীফে শয়তানের পক্ষ থেকে বলে গণ্য করা হয়েছে।[৬] (মালফূযাত, ৩১৯, ৩২২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

---

১. এটি হযরত ওমর ফারুককে رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর উক্তি। ২. আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: এখন একবার ভেবে দেখুন, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেখানে হাঁচিকে "ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী" বলে উপাধি দিয়েছেন, সেখানে এহেন উত্তম একটি হাঁচি কীভাবে অশুভ ইঙ্গিতের উপলক্ষ হতে পারে? তাই যারা এই ধরনের বিশ্বাস রাখে যে, হাঁচি একটি অশুভ ইঙ্গিত এবং অলক্ষুণে জিনিস, তাদের তাওবা করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে সুন্নাতের অনুসারী হওয়ার এবং শরীয়তের অনুসরন করার তৌফিক দান করুন। আমীন! (জান্নাতী জেওর) ৩. নাওয়াদিরুল উসূল, ২/৭৭৪, হাদীস- ১০৬৪। ৪. কানযুল উম্মাল, ৯/৬৯, হাদীস- ২৫৫৩৩। ৫. আল মু'জামুল কবীর, ২২/৩৩৬, হাদীস- ৮৪৩। ৬. তিরমিযী, কিতাবুল আদব, বাবু মা'জা আন্নাল উতাস, ৪/৩৪৪, হাদীস- ২৭৫৭।

www.dawateislami.net

(৪) শাওয়াল মাসে বিয়ে শাদী না করা

শরীয়ত কোন মাস বা ঋতুতে বিয়ে করা নিষেধ করেনি, কিন্তু কিছু অজ্ঞ লোক বিশেষ কতগুলো মাস বা দিনে বিয়ে করাকে অমঙ্গল বলে মনে করে। তারা সন্দেহ করে যে, এসব মাসে বা দিনে যেসব বিয়ে হয়, সেগুলোতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক ভাল হয় না। তাদের মধ্যে সেই ধরনের প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা জন্ম নেয় না, যা একটি আদর্শ পরিবারে থাকা দরকার। কোন কোন জায়গায় শাওয়াল মাসকেও এ ধরনের মাস হিসাবে গণ্য করা হয়। জাহেলিয়্যতের যুগে লোকেরা শাওয়াল মাসে বিয়ে করা কিংবা কন্যাদান করাকে অমঙ্গল বলে মনে করতো, তারা বলতো: এই মাসটিতে বিয়ে করা ভাল নয়। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে একতা-ভালবাসা হয় না। এর একটি কারণ এও বলা হয়ে থাকে যে, কোন যুগে শাওয়াল মাসে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিলো। এই রোগে অনেক গৃহবধূ মারা যায়, তাই শাওয়াল মাসে বিয়ে হওয়াকে লোকেরা অশুভ বলে মনে করে। অথচ পবিত্র শরীয়ত এই অশুভ প্রথাটিকে রহিত করে দিয়েছে। উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বলেন: **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকেও বিয়ে করেছেন শাওয়াল মাসেই এবং এই মাসেই আমাকে বিদায় দেয়া হয়েছিলো, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট আমার চাইতে অধিক প্রিয় কোন বিবিই ছিলেন না। (তাফসীরে রূহুল বয়ান, ৩/৪২৮)

বিশেষ তারিখে বিয়ে না করা নিয়ে প্রশ্নোত্তর

আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর নিকট প্রশ্ন করা হলো: অধিকাংশ লোক ৩, ১৩ কিংবা ২৩, ৮, ১৮, ২৮ তারিখ এবং বৃহস্পতিবার, রবিবার, বুধবার ইত্যাদিতে বিয়ে করে না। তাদের বিশ্বাস যে, তাতে খুবই ক্ষতি সাধিত হবে। তাদের ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী? আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ উত্তরে বললেন: এসব কিছু রহিত ও ভিত্তিহীন। وَاللّٰہُ تَعَالٰی اَعۡلَمُ (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/২৭২)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাশির ভাল-মন্দ প্রভাবের উপর বিশ্বাস করা কেমন?

নিজেকে জ্ঞানী বলে মনে করা অনেকে রাশির প্রভাবের উপর এমন ভাবে বিশ্বাস করে যে, বিয়ে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও তারা নক্ষত্রের পরিভ্রমণ কিংবা অবস্থান অনুযায়ী করে থাকে। এ ধরনের লোক সহজেই জ্যোতিষী দাবীদারদের শিকারে পরিণত হয়, এদেরকে তারা বোকা বানিয়ে বড় অংকের টাকা হাতিয়ে নেয়। অনেক ক্ষেত্রে এমন হয় যে, ছেলে ও মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা পাকাপোক্ত হয়ে গেছে, প্রয়োজনীয় দেখা-সাক্ষাৎ এবং পরস্পর তথ্য-উপাত্তের কাজও শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু এক পক্ষ এই বলে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিল যে, আমি খোঁজ নিলাম যে, ছেলে আর মেয়ে পরস্পর রাশিতে মিলছে না, তাই এই বিয়ে হতে পারে না। আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো: আকাশের নক্ষত্ররাজির প্রভাব এবং সেগুলোর শুভ অশুভ প্রভাবে বিশ্বাস করা কেমন? আ'লা হযরত উত্তর দিলেন: একজন আনুগত্যশীল মুসলমানের জন্য কোন বস্তুই অলক্ষুণে বা অশুভ নয়। অপরপক্ষে একজন কাফিরের জন্য কোন বস্তুই শুভ নয় এবং একজন গুনাহগার মুসলমানের জন্য তার ইসলামই শুভ, ইবাদত কেবল কবুল হওয়ার শর্তেই শুভ। গুনাহ করা বস্তুতই দুর্ভাগ্য। যদি রহমত এবং শাফায়াত তাকে সেই দুর্ভাগ্য থেকে বাঁচিয়ে নেয়, বরং দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিণত করে দেয়, فَاُولٰٓىِٕكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ (১৯তম পারা, আল ফুরকান, আয়াত ৭০) (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এমন লোকদের মন্দ কাজগুলোকে **আল্লাহ** সৎকর্মসমূহে পরিবর্তিত করে দেবেন;) বরং কোন কোন সময় গুনাহ এভাবে সৌভাগ্য হয়ে যায় যে, বান্দা সেই গুনাহের কারণে ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকে, তাওবা করে এবং নেক আমলের চেষ্টায় থাকে। তবে সেই গুনাহ দূরীভূত হয়ে গেছে এবং অনেক নেকী পেয়ে গেছে, বাকি রইল নক্ষত্রের বিষয়, সেগুলোতে শুভ অশুভ বলতে কিছুই নাই বরং কেউ যদি নক্ষত্রকে নিজস্ব গুণে প্রভাবশালী বলে মনে করে, তবে তা শিরক এবং সেগুলো থেকে সাহায্য চাওয়া হারাম, অন্যথায় সেগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করা অবশ্যই তাওয়াক্কুলের বিপরীত। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/২২৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কিছু মুমিন রইলো, কিছু কাফির হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা যায়দ বিন খালিদ জুহনী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদেরকে হুদায়বিয়ার স্থানে বৃষ্টির পরে ফযরের নামায পড়ান। **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন নামায থেকে অবসর হলেন, তখন লোকদের দিকে নূরানী চেহারা ফিরালেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন: তোমরা কি জান যে, তোমাদের **রব তায়ালা** কী ইরশাদ করেছেন? সবাই বললেন: **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর রাসূলই** ভাল জানেন। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেছেন: আমার বান্দারা সকাল করেছে, তো কিছু মুমিন হয়েছে আর কিছু কাফির। যেই ব্যক্তি বললো: **আল্লাহ তায়ালার** দয়া ও অনুগ্রহে আমাদের উপর বৃষ্টি হয়েছে, সে আমার উপর ঈমান রাখে, নক্ষত্রের উপর বিশ্বাস করে না আর যারা বললো: অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, তারা كَافِرٌ بِیْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ অর্থাৎ আমাকে অস্বীকার করলো এবং নক্ষত্রকে বিশ্বাস করলো।

(বুখারী, কিতাবুল আযান, বাবু ইয়াস্তাকবিলুল ইমামুন নাসা ইযা সাল্লামা, ১/২৯৫, হাদীস- ৮৪৬)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণেতা মুফতী মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ হাদীস শরীফটির ব্যাখ্যায় লিখেন: বিশ্বাস যদি এই হয় যে, নক্ষত্রই বৃষ্টি বর্ষণ করে, তবে এই বিশ্বাসটি হবে কুফর আর যদি এই বিশ্বাস হয় যে, বৃষ্টি হয় **আল্লাহ তায়ালারই** নির্দেশে, বিভিন্ন নক্ষত্রের উদয়-অস্ত **তাঁর** নিদর্শন স্বরূপ, তবে তাতে কোন অপরাধ নাই। তাই বলা যে, অমুক গ্রহের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে, তা নিষেধ আর যদি বলে যে, অমুক গ্রহের অমুক অবস্থানের কারণে বৃষ্টি হয়েছে, জায়িয। ("كَافِرٌ بِیْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ" এর ব্যাখ্যায় মুফতী সাহেব লিখেন:) এখানে কুফর এবং ঈমানের আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য অর্থাৎ তারা আমাকে অস্বীকার করলো এবং গ্রহের অবস্থানকে বিশ্বাস করলো।

(নুযহাতুল কারী, ২/৪৯৫, ৪৯৬)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

যেকোন নক্ষত্রকে যেখানে ইচ্ছা পাঠিয়ে দেন

একদিন মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন মীরঠী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর আব্বাজান (যিনি জ্যোতির্বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন) আ'লা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট এলে তিনি তাঁর নিকট প্রশ্ন করেন: বলুন তো, বৃষ্টি সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা। কখন বৃষ্টি হবে? তিনি নক্ষত্রের অবস্থান ইত্যাদি থেকে হিসাব-নিকাশ করে বললেন: এই মাসে বৃষ্টি নাই, আগামী মাস থেকে বৃষ্টি হবে। এই বলে তিনি হিসাবটি আলা হযরতের দিকে ঠেলে দিলেন। আ'লা হযরত তা দেখে বললেন: সব কিছুর ক্ষমতা **আল্লাহ তায়ালা**রই হাতে, **তিনি** ইচ্ছা করলে আজও বৃষ্টি হতে পারে। তিনি বললেন: তা কীভাবে হতে পারে, আপনি কি নক্ষত্রের অবস্থান দেখতে পাচ্ছেন না? আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: আমি সব কিছু দেখতে পাচ্ছি, সেই সাথে নক্ষত্রকে যিনি পরিচালনা করেন **তাঁর** ক্ষমতাও দেখতে পাচ্ছি। তারপর আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সেই দুর্বোধ্য মাসআলাটি সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন, সামনে ঘড়ি লাগানো ছিলো, আ'লা হযরত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: ঘড়িতে এখন সময় কতো? তিনি বললেন: সোয়া এগারটা। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: বারটা বাজার আর কতো দেরী? শাহ সাহেব বললেন: ঠিক পৌনে এক ঘণ্টা। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বসা থেকে উঠে বড় কাঁটাটি ঘুরিয়ে দিলেন, তৎক্ষণাৎ ঠনঠন করে বারটা বাজার শব্দ শোনা গেলো। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: আপনি তো বলেছিলেন বারটা বাজার আরো পৌনে এক ঘণ্টা বাকি রয়েছে। শাহ সাহেব বললেন: আপনি যে কাঁটা ঘুড়িয়ে দিয়েছেন, না হয় নিজের গতিতে চলতে চলতে পৌনে এক ঘণ্টা পরেই বারটা বাজতো। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: এভাবে সব কিছুর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেন **আল্লাহ তায়ালা**। অনুরূপভাবে যেই নক্ষত্রকে যখন যেখানে ইচ্ছা **তিনিই** পাঠিয়ে দেন। **তিনি** যদি ইচ্ছা করেন, এক মাস কী, এক দিন কী, এই মুহূর্তেই বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারেন। তাঁর মুখ থেকে কথাটি শেষ হতে না হতেই, হঠাৎ চতুর্দিকে মেঘের ঘনঘটা দেখা গেলো এবং বৃষ্টি বর্ষণ হতে লাগলো।

(তাজাল্লিয়াতে ইমাম আহমদ রযা, ১১৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

জ্যোতিষীদের প্রতারণা

সদরুশ শরীয়ত, বদরুত তরিকত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: চন্দ্র যখন বৃশ্চিক[১] রাশিতে অবস্থান করে, লোকেরা তখন সফর করাকে অশুভ মনে করে। জ্যোতিষীরাও তাকে অশুভ বলে থাকে আর যখন সিংহ রাশিতে অবস্থান করে, তখন কাপড় কাটা ও সেলাই করাকে অশুভ বলে মনে করে, এসব কথা কখনো মান্য করবেন না, এসব কথা শরীয়তের পরিপন্থী এবং জ্যোতিষীদের ধোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। জ্যোতিষীদের এ ধরনের কথাবার্তা, যাতে নক্ষত্রের প্রভাবের কথা বর্ণিত হয়ে থাকে, যেমন: অমুক নক্ষত্রের উদয় হলে অমুক বিষয়টি ঘটবে, এগুলোও শরীয়তের পরিপন্থী। অনুরূপভাবে নক্ষত্রের হিসাব-নিকাশ, যেমন অমুক নক্ষত্রের তিথিতে বৃষ্টি হবে, এগুলোও ভুল। হাদীস শরীফে এগুলোকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৬৫৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কুসংস্কার প্রত্যাখ্যাত

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **'মাকতাবাতুল মদীনা'** কর্তৃক প্রকাশিত ৫৯০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযীযের ৪২৫ হিকায়াত'** এর ৯০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর গোলাম মুযাহিমের বর্ণনা হলো যে, আমরা যখন পবিত্র মদীনা থেকে বের হলাম, তখন আমি দেখলাম যে, চাঁদ 'দাবারানে'[২] অবস্থান করছে, আমি তাঁকে এরূপ বলা সঙ্গত মনে করলাম না, বরং এভাবে বললাম: একটু চাঁদের দিকে

---

১. সদরুল আফযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কোরআনের এই আয়াত تَبٰرَكَ الَّذِیْ جَعَلَ فِی السَّمَآءِ بُرُوْجًا কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: বড় মঙ্গলময় তিনি, যিনি আসমানে কক্ষপথে সৃষ্টি করেছেন। (১৯তম পারা, আল ফুরকান, আয়াত ৬১) এর আলোকে তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফানের ৬৬৩ নং পৃষ্ঠায় লিখেন: হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا বলেন: بروج (কক্ষপথ) দ্বারা প্রদক্ষিণকারী ঐ সপ্ত নক্ষত্রের তিথিসমূহ বুঝানো হয়েছে, যেগুলোর সংখ্যা বারোটি: (১) মেষ (২) বৃষ (৩) মিথুন (৪) কর্কট (৫) সিংহ (৬) কন্যা (৭) তুলা (৮) বৃশ্চিক (৯) ধনু (১০) মকর (১১) কুম্ভ এবং (১২) মীন।

২. চাঁদের একটি তিথির নাম, এ সময় চাঁদ সপ্তর্ষি মন্ডলী ও মিথুনের মাঝামাঝি অবস্থান করে, আরবে গণকদের নিকট প্রসিদ্ধ ছিলো যে, চাঁদের এরূপ অবস্থা অলক্ষুনে হয়ে থাকে, মুযাহিমের ইঙ্গিত সেদিকেই ছিলো।

www.dawateislami.net

দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দেখলেন যে, চাঁদ 'দাবারানে' অবস্থান করছে। তিনি বললেন: তুমি সম্ভবত আমাকে এ কথা বলতে চাইছো যে, চাঁদ এখন দাবারানে রয়েছে, মুযাহিম! আমরা চাঁদ ও সূর্যের সঙ্গে নয়, বরং **আল্লাহ্ ওয়াহিদ ও কাহ্হারের** নির্দেশ ও ইচ্ছায় বের হই। (সীরাতে ইবনে আব্দুল হিকম, ২৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৬) জ্যোতিষীকে হাত দেখানো

অনেক লোক গণক, জ্যোতিষী, প্রফেসর, নক্ষত্রবিদ ও ভবিষ্যত বক্তার মিথ্যা দাবীদারদের নিকট গমন করে নিজেদের ভাগ্যলিপি জানতে চায়। তাদেরকে নিজের হাত দেখায়, ফালনামা বের করায়। অতঃপর সেই অনুযায়ী ভবিষ্যতে কাজ করে, এই ধরনের রীতি-নীতি ও কর্মপদ্ধতিতে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নাই। ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: গণক ও জ্যোতিষীদেরকে হাত দেখানো, ভাগ্যের ভাল-মন্দ জানা যদি বিশ্বাসজনক ভাবে হয়ে থাকে, অর্থাৎ এই ব্যক্তি যা বলবে, তা'ই বাস্তব, তবে তা নিরেট কুফর। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: فَقَدْ كَفَرَ بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّد অর্থাৎ সে **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অবতীর্ণ হওয়া বিষয়াবলীকে অস্বীকার করলো[১] আর একান্ত বিশ্বাস ও ভরসা থেকে না হয়ে যদি কৌতুহল ও আগ্রহ থেকে হয়ে থাকে, তবে তা কবীরা গুনাহ। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهٗ صَلٰوةَ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا অর্থাৎ চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায **আল্লাহ তায়ালা** কবুল করবেন না আর যদি উপহাস ও ঠাট্টামূলক হয়, তবে তা অহেতুকতা, এরূপ করা মাকরূহ ও মুর্খতা। তবে যদি তাকে অসহায় করে দেবার উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে কোন অপরাধ নাই। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/১৫৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১. তিরমিযী, কিতাবুত তাহারাত, বাবু মা'জা ফি কারাহিয়াতি ইতইয়ানিল হায়েদ, ১/১৮৫, হাদীস-১৩৫।

www.dawateislami.net

গণকদের কিছু কিছু কথা সত্য হওয়ার কারণ

হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বলেন: কিছু লোক **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট গণকদের কথা নির্ভরযোগ্য হওয়া না হওয়া নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন **তিনি** (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন: তাদের কথার কোনই বাস্তবতা নাই। তারা বললেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! তারা যেসবের সংবাদ দিয়ে থাকে, কখনো কখনো তো সেগুলো সত্য দেখা যায়। **নবীয়ে পাক, সহিবে লাওলাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সেই শব্দগুলো তারা জ্বীন থেকে শুনে থাকে। যা জ্বীনেরা গ্রহণ করে থাকে আর তার বন্ধুর (গণকের) কানে এসে বলে দেয়, মুরগিরা যেভাবে একে অপরের কানে শব্দ পৌঁছায়। তারপর গণক সেই শব্দের সাথে একশরও অধিক মিথ্যা কথা যোগ করে দেয়।

(মুসলিম, কিতাবুস সালাম, বাবু তাহরীমিল কাহানাতি ওয়া ইতিয়ানিল কাহান, ১২২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২২২৮)

জ্যোতিষীদের নিকট গমনকারীদের জন্য শিক্ষামূলক ঘটনা

জ্যোর্তিবিদ্যার সাথে সম্পর্কীত এমন এক ব্যক্তির বর্ণনা হলো: একদিন আমার নিকট এক দম্পতি এলো, তাদের মধ্যে ঝগড়া চলছিলো, আমি তাদের দুই জনেরই হাত দেখলাম, দেখা গেলো জ্যোর্তিবিদ্যা অনুযায়ী তাতে তালাকের রেখা স্পষ্ট বিদ্যমান। আমি তখন তাদের দুইজনকে উদ্দেশ্য করে বললাম: আপনারা দুইজনে যা ইচ্ছা করুন। কারণ আপনাদের মাঝে তালাক হতে পারে না। দুই বৎসর পরে যখন তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলো, জানা গেলো তারা খুব সুন্দর ও ভালবাসাপূর্ণ দাম্পত্য জীবন উপভোগ করছে। আমি জিজ্ঞাসা করাতে তারা বললো: আপনি যখন বলেছেন যে, আমাদের মধ্যে কোন ভাবেই তালাক হবে না, তখন আমরা ভাবলাম, আমাদের মাঝে যখন তালাক হবার কোন পন্থা নাই, তাহলে আমরা অযথা সুন্দর রূপে জীবন যাপন করবো না কেন? সেই দিন থেকে আমাদের দাম্পত্য জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নেমে আসে।

সার্জারীর মাধ্যমে হাতের রেখা পাল্টানো মুর্খ

এই আধুনিক যুগেও অনেক লোক হাতের রেখায় অন্ধ বিশ্বাস পোষণ করে। এমনই এক আশ্চার্য্যজনক দৃশ্য জাপানে দেখা যায়। ওখানকার লোকদের মাঝে হাতের রেখায় এমনি বিশ্বাস জমে আছে যে, সেই ভাগ্যলিপির রেখাগুলোকে পাল্টে দেবার জন্য

www.dawateislami.net

হাতের তালুতে সার্জারী করা শুরু করে দেয়। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো, পুরুষরা তাদের হাতের তালুতে সার্জারী করানোর মাধ্যমে ধন-সম্পদের দীর্ঘ রেখা কৃত্রিম ভাবে বসিয়ে দেয়। এদিকে মহিলাদের বাসনা যে, হাতের তালুতে বিয়ের দীর্ঘ রেখা হয়ে থাকে। **(জঙ্গ নিউজ, অন লাইন, ১৭ জুলাই ২০১৩)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৭) বাড়িতে পেঁপে গাছ লাগানোকে অশুভ মনে করা

আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট কাঠিয়াওয়াড় এলাকা থেকে এ ধরনের কিছু প্রশ্ন করা হয় যে, এখানে সাধারণভাবে শহরবাসীদের সবাই একমত যে, বসত বাড়িতে পেঁপে গাছ লাগানো অশুভ এবং নিষিদ্ধ। কেননা এটি এখানে অধিক হারে রয়েছে এবং অত্যন্ত সুস্বাদু। তাই আবেদন যে, এই ব্যাপারে শরীয়তের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন। ইমাম আহ্‌লে সুন্নাত, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উত্তরে বলেন: শরীয়তে এর কোন মৌলিক ভিত্তি নাই, শরীয়ত এটিকে অশুভও বলেনি, বরকমতয়ও বলেনি। তবে যেই জিনিসটিকে সবাই অশুভ বলে মনে করছে, তা থেকে বেঁচে থাকাই সমীচীন। কেননা তকদীর অনুযায়ী কোন বালা-মুসিবত অবতীর্ণ হলে তাদের এই ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস আরো দৃঢ় হবে যে, দেখো সে এই কাজটি করার কারণে এই ফল হলো। তাছাড়া শয়তানও তার মনের মধ্যে কুমন্ত্রণা দিতে পারে। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/২৬৬)**

(৮) একের পর এক কন্যা সন্তান হতে থাকলে অপয়া মনে করা

পুত্র সন্তান হোক কিংবা কন্যা সন্তান, সর্বাবস্থায় **আল্লাহ তায়ালা**র কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিৎ। কেননা পুত্র সন্তান যেমন **আল্লাহ তায়ালা**র নেয়ামত, ঠিক তেমনি কন্যা সন্তানও **আল্লাহ তায়ালা**রই রহমত। উভয়ই মাতা-পিতার স্নেহ, আদর, মায়া-মমতার সমান অধিকারী। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, পুত্র সন্তান জন্ম নিলে আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে একটা আনন্দ ও খুশি লক্ষ্য করা যায়, মহল্লায় মহল্লায় মিষ্টি বিতরণ করা হয়, মোবারকবাদ আর নিরাপত্তার দোয়ায় মুখরিত হয়ে উঠে পরিবেশ, কিন্তু কন্যা

www.dawateislami.net

সন্তান জন্ম নিলে এর দশ ভাগের এক ভাগও হয়না। দুনিয়াবীভাবে কন্যা সন্তানের মাধ্যমে মাতা-পিতা ও বংশের বাহ্যতঃ তেমন কোন উপকার সাধিত হয়না, বরং তাদের বিয়ের ব্যয়বহুল দায়ভার পিতার কাঁধে এসে পতিত হয়। হয়তো সেই কারণেই অধিকাংশ অবোধ মানুষ কন্যা সন্তানের জন্ম হলে নাক ছিঁটকায়। তাছাড়া সন্তানের মাকে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও অপবাদ দেওয়া হয়, তালাকের ধমক দেওয়া হয়, বরং ক্ষেত্র বিশেষে পূর্বাপর কেবল কন্যা সন্তান জন্ম দিতে থাকলে সেই ধমক কার্যত পালনও করা হয়, সর্বোপরি তার উপর এই অত্যাচারটিও হয় যে, কন্যাকেও অপয়া বলা হয়। এই ধরনের সন্দেহ শরীয়তে কোন ভিত্তি নাই। আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর নিকট প্রশ্ন করা হলো: এই মাসআলায় ওলামায়ে দ্বীনদের কী মতামত যে, যায়েদের তৃতীয়া কন্যা সন্তান জন্ম নিলো, সেই দিন থেকে সে অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত, প্রায় সবাই বলছে যে, তৃতীয় কন্যা ভাল হয়না, তৃতীয় ছেলে সৌভাগ্যবান এবং ভাল হয়। যায়েদ জনৈক ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: এসব হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রথা এবং মহিলাদের বানানো। তোমার যদি সন্দেহ হয়, তবে সদকা করে দাও। একটি গরু বা সাতটি ছাগল **আল্লাহ তায়ালার** উদ্দেশ্যে কুরবানী করে দাও এবং শাহানশাহে বাগদাদ হুযুর গউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর জন্য নিয়াজ করে দাও। শাহানশাহে বাগদাদের উসিলায় তোমাকে যে কোন ধরনের বিপদ ও অকল্যাণ থেকে নিরাপত্তা দান করবেন। ইমামে আহলে সুন্নাত, আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ উত্তর দিলেন: এই সমস্ত প্রথা রহিত, সন্দেহপ্রবণতা, হিন্দুয়ানী ও শয়তানী প্রথা ছাড়া আর কিছুই নয়, এসবের অনুসরণ করা হারাম। সদকা ও গউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর নিয়াজ করা অত্যন্ত ভাল কাজ। তবে এই নিয়্যতে কখনো নয় যে, এর অমঙ্গল যেনো দূর হয়ে যায়, কেননা এতে করে অশুভকে মেনে নেওয়া হয় এবং এতে করে শয়তানের পক্ষ থেকে উতলে দেওয়া সন্দেহকে মান্য করা হয়। نَعُوۡذُ بِاللّٰہِ (আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কয়েক লাইন পরে লিখেন) যেই নজর করার কথা তিনি বলেছেন, তা অত্যন্ত ভাল বিষয় এবং অতিশয় উপকারী। বান্দার চাহিদা পূরণ হওয়ার জন্য পরীক্ষিত। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/৬৪৪, ৬৪৬)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কন্যা সন্তান লালন-পালনের ফযীলত

কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়াতে যারা মনকে ছোট করেন, সেসব ইসলামী ভাইদের উচিত **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিচের বাণীগুলো বারবার পাঠ করা। যেগুলোতে কন্যা সন্তান লালন-পালনের বিভিন্ন ফযিলতের কথা বলা হয়েছে। যেমন: **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

১. "কারো ঘরে যখন কন্যা সন্তান জন্ম নেয়, **আল্লাহ তায়ালা** তখন তার ঘরে ফিরিশতাদের পাঠিয়ে দেন। তাঁরা এসে বলেন: 'হে গৃহবাসীরা! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' অতঃপর ফিরিশতারা সন্তানটিকে তাদের ডানার ছায়ায় আগলে নেন এবং তাদের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলেন: এটি একটি দুর্বল ও স্পর্শকাতর জীবন, যা একটি স্পর্শকাতর সত্বা থেকে জন্ম নিয়েছে। যেই ব্যক্তি এই স্পর্শকাতর জীবনের লালন-পালনের দায়িত্ব নিবে, তার উপর কিয়ামত পর্যন্ত **আল্লাহ তায়ালা**র সাহায্য পৌঁছতে থাকবে।"

(মুজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলা, বাবুন মা'জা ফিল আওলাদ, ৮/২৮৫, হাদীস- ১৩৪৮৪)

২. "কন্যা সন্তানদেরকে তোমরা কখনো খারাপ বলিও না, আমি নিজেও কন্যা সন্তানের জনক, কন্যা সন্তান অত্যন্ত ভালবাসা দেখায়, অতিশয় দুঃখ লাঘবে চেষ্টা করে এবং অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়।" (মুসনাদুল ফিরদাউস লিদ দায়লামী, ২/৪১৫, হাদীস- ৭৫৫৬)

৩. "যার ঘরে কন্যা সন্তান জন্ম নিবে, সে যদি তাকে কোন ধরনের কষ্ট না দেয়, মন্দ মনে না করে, পুত্রকে কন্যার উপর প্রাধান্য না দেয়, সেই ব্যক্তিকে **আল্লাহ তায়ালা** জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" (আল মুস্তাদরিক লিল হাকেম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলা, ৫/২৪৮, হাদীস- ৭৪২৮)

৪. "যেই ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান রয়েছে এবং সে তাদের প্রতি যত্নবান থাকে, তাদের ভালভাবে লালন-পালন করে, তাদের দেখভাল করে, তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।" আরয করা হলো: যদি দুইজন হয়? ইরশাদ করলেন: "দুইজন হলেও।" আরয করা হলো: যদি একজন হয়? ইরশাদ করলেন: "যদি একজন হয়ও।" (আল মু'জামুল আওসাত, ৪/ ৩৪৭, হাদীস- ৬১৯৯)

www.dawateislami.net

৫. "যেই ব্যক্তির উপর কন্যা সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব পড়ে, সে যদি তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে, তবে সেই কন্যারা তার পক্ষে জাহান্নামের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে যাবে।" (মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলা, বাবু ফদ্বলিল ইহসানি ইলাল বানাত, ১৪১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৬২৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কন্যা সন্তানদের প্রতি প্রিয় নবী ﷺ এর মায়া-মমতা

১. হযরত সায়্যিদাতুনা ফতিমা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا যখন তাঁর আব্বাজান **মদীনার তাজেদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আগমন করতেন, তখন **তিনি** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) দাঁড়িয়ে যেতেন। তাঁর প্রতি মনযোগী হতেন, তাঁর হাত নিজের হাতে নিতেন, এতে চুমো দিতেন, অতঃপর তাঁকে নিজের আসনে বসতে দিতেন। অনুরূপভাবে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন হযরত ফাতিমা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর নিকট গমন করতেন, তখন তিনি **তাঁকে** দেখে দাঁড়িয়ে যেতেন, **তাঁর** হাত নিজের হাতে নিয়ে নিতেন, হাতে চুমো দিতেন, অতঃপর **তাঁকে** নিজের আসনে বসতে দিতেন।

(আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু মা'জা ফিল কিয়াম, ৪/৪৫৪। হাদীস- ৫২১৭)

২. হযরত সায়্যিদাতুনা যায়নাব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا হলেন **রাসূলে আকরম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বড় শাহজাদী, নবুয়ত প্রকাশের দশ বৎসর পূর্বে তিনি মক্কা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا জন্ম গ্রহন করেন। বদর যুদ্ধের পর **হুযুর পুর নূর, শাফেয়ে ইয়াওমুন নুশুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে মক্কা থেকে মদীনা চলে আসার নির্দেশ দেন। তিনি যখন সফরের উদ্দেশ্যে উটে চড়ে মক্কা ত্যাগ করতে যাচ্ছিলেন, তখন কাফিররা তাঁর গতি রোধ করে। এক হতভাগ্য যালিম তীর মেরে তাঁকে উট থেকে মাটিতে ফেলে দিলো, ফলে তাঁর গর্ভপাত হয়ে যায়। এই ঘটনার কথা শুনে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মনে অত্যন্ত দুঃখ পেলেন, অতএব **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর ফযীলত সম্পর্কে বললেন: هِيَ اَفْضَلُ بَنَاتِيْ اُصِيْبَتْ فِيَّ অর্থাৎ সে আমার কন্যাদের মধ্যে এই দিক থেকে ফযিলতের অধিকারী যে, সে আমার প্রতি হিজরত করার জন্য অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করেছে। অষ্টম হিজরীতে যখন হযরত

www.dawateislami.net

সায়্যিদাতুনা যায়নাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا ইন্তেকাল করেন, **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم স্বয়ং জানাযার নামায পড়িয়ে নিজ হাতে তাঁকে কবরে রাখেন।

(শরহুল আল্লামাতুয যুরকানী, বাবুন ফি যিকরি আওলাদিহিল কিরাম, ৪/৩১৮)

৩. হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বলেন: নাজ্জাশী বাদশা **রাসূলে আকরম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপহার স্বরূপ কিছু গয়না-গাটি প্রেরণ করে, সেখানে কালো পাথর বিশিষ্ট একটি আংটিও ছিলো। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সেই আংটি নাড়ালেন কিংবা আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করলেন। অতঃপর নাতনী উমামাকে ডাকলেন, যিনি ছিলেন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শাহজাদী হযরত যায়নাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর কন্যা আর ইরশাদ করলেন: "হে ছোট নাতনী! এটি তুমি পরে নাও।" **(আবু দাউদ, কিতাবুল খাতাম, বাবু মা'জা ফি যাহাবি লিন নিসা, ৪/১২৫, হাদীস- ৪২৩৫)**

৪. হযরত সায়্যিদুনা আবু কাতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন: **আল্লাহ তায়ালার মাহবুব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদের নিকট তশরিফ আনলেন। **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তখন **তাঁর** নাতনী উমামা বিনতে আবুল আস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا কে নিজের কাঁধের উপর উঠানো অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন নামায পড়াতেন, তখন রুকূতে যাবার সময় তাঁকে নামিয়ে রাখতেন আর যখন দাঁড়াতেন, তখন তাঁকে আবার তুলে নিতেন। **(বুখারী, কিতাবুল আদব, বাবু রাহমাতিল ওয়ালাদ, ৪/১০০, হাদীস- ৫৯৯৬)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(৯) ঘরে নতুন সন্তানের জন্মকে অশুভ মনে করা

কেউ কেউ বসবাসের পুরনো ঘরে নতুন সন্তানের জন্মকে অশুভ বলে মনে করে। এ ধরনের একটি প্রশ্ন (ফার্সী ভাষায়) আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর খেদমতে করা হলো যে, ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে কিরাম এই প্রথাটির ব্যাপারে কী মতামত ব্যক্ত করেন যে, বাঙ্গালীদের[১] মাঝে প্রচলিত রয়েছে যে, নতুন সন্তানের জন্মের জন্য পূর্ব থেকে ঘরে একটি আলাদা করে নতুন কক্ষ তৈরি করা হয় আর যেই পুরনো

১. এখানে বাঙ্গালী দ্বারা ভারতের বাঙ্গালীদের বুঝানো হয়েছে।

www.dawateislami.net

ঘরটিতে তারা বসবাস করে, সেই ঘরে নতুন সন্তানের জন্মকে তারা অশুভ বলে মনে করে। তাদের এই প্রথা শরীয়তে জায়িয আছে কি না? এবং **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুগে এমন হতো কি না? ইমামে আহলে সুন্নাত, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উত্তর দিলেন: এ ধরনের কু-প্রথা সেই পবিত্র যুগে একেবারেই ছিলো না বরং **তাঁর** যুগের অনেককাল পর পর্যন্ত এমনকি আজও পর্যন্ত সাধারণ মুসলিম দেশগুলোতে এর নাম-গন্ধও পাওয়া যায় না। এটি হিন্দুয়ানী মুশরিকদের কু-প্রথার ন্যায় একটি কু-প্রথা বরং তা থেকেও নিকৃষ্ট, কারণ হিন্দুরাও এরূপ করে না। এই কাজটি যদি অশুভ প্রথা বা গোমরাহীর কারণে নাও হয়ে থাকে, তবু অপব্যয়ের জন্য দুষণীয়, অথচ **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: وَلَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ (৮ম পারা, সূরা আনআম, আয়াত ১৪১) (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** তোমরা অযথা ব্যয় করোনা, নিশ্চয় অপব্যয়কারীকে তাঁর পছন্দনীয় নয়।) কয়েকটি দিক থেকে এ ধরনের উদ্যোগ মঙ্গল ও হিতশূন্য আর এ ধরনের উদ্যোগ অপব্যয়ের আওতাভূক্ত, **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: اِنَّ الْمُبَذِّرِیْنَ كَانُوْۤا اِخْوَانَ الشَّیٰطِیْنِ ؕ (১৫তম পারা, বনী ইসরাঈল, আয়াত ২৭) (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।) এই ধরনের সন্দেহও শয়তানী কাজ, তাছাড়া এতে অশুভ ফাল তথা ইঙ্গিত জনিত অশুভ প্রথা ও গোমরাহীও অর্ন্তভুক্ত। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অশুভ ফাল তথা ইঙ্গিত বের করা এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা মুশরিকদেরই রীতি-নীতি ও তাদেরই পন্থা। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৬৬৪, ৬৬৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১০) চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ সম্পৃক্ত সন্দেহ

সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণকে কেন্দ্র করে মানুষের মাঝে বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যায়। কোথাও কোথাও তো (বিশেষ কাঁচের মাধ্যমে) সূর্য গ্রহণ দেখানোর জন্য পার্টির ব্যবস্থা করা হয়, আবার কখনো গ্রহণ সম্পর্কে বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা এবং সন্দেহ ইত্যাদিও পাওয়া যায়। যেমন;

❁ গ্রহন তখনই হয়, যখন সূর্যকে বালা-মুসিবত এসে গ্রাস করে কিংবা ভয়ানক জন্তু গিলে ফেলে। একটি ওয়েব সাইট থেকে নেওয়া তথ্য অনুযায়ী, যখনই চন্দ্র গ্রহণ

www.dawateislami.net

হতো, তখন পুরাতন চীনের লোকেরা একত্রিত হয়ে পূর্ণ শক্তিতে হৈ-চৈ শুরু করতো। তাদের ধারণা ছিলো যে, মস্ত এক অজগর এসে চাঁদকে গ্রাস করে নিচ্ছে। তারা মনে করতো, তাদের সেই হৈ-হট্টগোল চাঁদকে অজগর থেকে ছিনিয়ে নেবার একটি সার্থক ব্যবস্থা। চন্দ্র গ্রহণ তার নির্দিষ্ট সময় মত শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু তারা তাদের সাফল্য বলে মনে করে মিছিল বের করতো এবং পরবর্তীতে পূর্বের চেয়ে হৈ-হট্টগোল আরো বেশি করতো। ❁ গ্রহণের সময় গর্ভবতী মহিলাদেরকে কক্ষের ভেতরে বসে থাকার এবং সবজি ইত্যাদি কাটাকাটি না করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। তবেই পূর্ণাঙ্গ সন্তান জন্ম নিবে। ❁ গ্রহণ চলাকালে গর্ভবতী মহিলাদেরকে সুইয়ের কাজ কিংবা সেলাই ইত্যাদি করতেও নিষেধ করে। কারণ তাদের ধারণা যে, এতে সন্তানের দেহে বিরূপ কোন প্রভাব পড়তে পারে। পার্থিব শিক্ষায় শিক্ষিত পশ্চিমা দেশে বসবাসকারী এক মহিলা সূর্য গ্রহণের কিছু দিন পূর্বে ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলো। কেননা সে প্রথম বারের মত মা হতে চলেছে এবং তা থেকে কেবল কিছুদিন আগে সূর্য গ্রহণের কারণে সন্তানের উপর সম্ভাব্য প্রভাব পড়ার ভয় তার ভেতরে কাজ করছিলো। সে ডাক্তারের নিকট কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য ফোন করেছিলো যে, গ্রহণের বিরূপ প্রভাব থেকে বাঁচানোর জন্য পেটের সন্তানকে গ্রহণের পূর্বে ভূমিষ্ঠ করানোর কোন উপায় আছে কি না? ডাক্তার তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বুঝিয়েছিলেন, আপনার দুশ্চিন্তার কোনই কারণ নাই। গ্রহণের বিরূপ প্রতিক্রিয়াজনিত বাস্তবতা অযথা মনের সন্দেহ ছাড়া আর কিছুই নয়। ❁ মানুষের মনের একটি ভুল ধারণা এও যে, যখন সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ হয়, তখন গর্ভবতী গরু, মহিষ, ছাগলসহ সকল জীবজন্তুর গলার রশি খুলে দিতে হয়। যাতে করে এগুলোর উপর গ্রহণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে না পারে। ❁ কোন এলাকায় গ্রহণের সময় দুর্বল চিত্তের লোকজন নিজেদেরকে ঘরে বন্দী করে রাখে। এতে করে তারা যেনো তাদের ধারণা অনুযায়ী গ্রহণ চলাকালীণ ক্ষতিকর রশ্মি থেকে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারে। ❁ কোন কোন সমাজে গ্রহণের দিন বেশির ভাগ লোক খাবার তৈরি করা থেকে বিরত থাকে। কেননা তাদের ধারণা যে, গ্রহণের সময় বিপজ্জনক জীবাণু সৃষ্টি হয়। ❁ প্রাচ্যের কোন কোন দেশে জ্যোর্তিবিদ্যায় পারদর্শীরা সূর্য গ্রহণের আগামবার্তা দিয়ে থাকে। সেই আগাম বার্তায় কোন ধরনের ক্ষতি কিংবা ধ্বংসের কথাও উল্লেখ করে। যেমন; চুরি,

www.dawateislami.net

ডাকাতি, হত্যা, আত্মহত্যা এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় জনিত দুর্ঘটনা। যেমন; মহিলাদের অধিক হারে মৃত্যু, অরাজকতা, নৈরাজ্য, নীতিহীনতা জনিত ঘটনার আগামবার্তা বলে দেওয়া হয়। মোট কথা পশ্চিমা ও প্রাচ্যের উন্নত দেশগুলোতে বিভিন্ন জায়গায় সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের কারণে মানুষের উপর যে বিরূপ প্রভাব পড়ে তার একটা অজানা ভয় কাজ করে থাকে।

কারো জীবন কিংবা মরণের কারণে গ্রহণ হয় না

আরব সমাজেও সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণকে কেন্দ্র করে সাধারণের মনের ধারণা ছিলো যে, এটি কোন বড় ধরনের ঘটনা, যেমন; কারো মরণ কিংবা জন্মকে নিয়ে সংঘটিত হয়ে থাকে। পৃথিবীর মানচিত্রে যখন ইসলামের পরিবর্তনী দাওয়াত এসে পৌঁছায়, তখন **আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীব, হাবীবে লাবীব**বীব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেসব ভুল ধারণার নিরসন করেন। যেদিন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহজাদা হযরত ইব্রাহীম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ইন্তিকাল করেন, সেই দিন সূর্যে গ্রহণ হয়েছিলো। অনেকে মনে করেছিলো যে, হযরত ইব্রাহীম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর বেদনায় এই গ্রহণটি হয়েছিলো। অতএব **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সূর্য গ্রহণের নামায পড়ার পর লোকদের উদ্দেশ্যে খোৎবা দিলেন, **তিনি** ইরশাদ করলেন: সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হলো **আল্লাহ তায়ালা**রই নিদর্শন সমূহেরই দু'টি নিদর্শন, কারো জীবন কিংবা মরণের কারণে গ্রহণ হয়না। তাই তোমরা যখন গ্রহণ দেখতে পাবে, তখন **আল্লাহ তায়ালা**কে স্মরণ করবে, **তাঁর** মহত্ব বর্ণনা করবে, নামায পড়বে এবং দান-সদকা করবে।

(বুখারী, কিতাবুল কুসূফ, বাবুস সদকতি ফিল কুসূফ, ১/৩৫৭, ৩৬৩, হাদীস- ১০৪৪, ১০৬০)

মাদানী ফুল: সূর্য গ্রহণের নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং চন্দ্র গ্রহণের নামায মুস্তাহাব, সূর্য গ্রহণের নামায জামাআত সহকারে পড়া মুস্তাহাব, একাকীও পড়া যায়। জামাআতে পড়ার ক্ষেত্রে কেবল খোৎবা ব্যতীত বাকি সকল শর্ত জুমার শর্তরেই মতই। এমন ব্যক্তি এই নামাযটি কায়েম করতে পারেন, যিনি জুমা কায়েম করতে পারেন। এমন কেউ না থাকলে একা একা পড়বেন, ঘরেও পারেন, মসজিদেও পারেন।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৭৮৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আমরা কী করতে পারি?

যখন সূর্য কিংবা চন্দ্র গ্রহণ হবে, তখন মুসলমানদের উচিত সেই দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখা এবং কুসংস্কারের আবর্তে আবদ্ধ হয়ে থাকার স্থলে (ডাক্তাররা বলে থাকে, গ্রহণকালে সূর্যের দিকে সরাসরি দেখলে চোখের দৃষ্টিশক্তি চলে যেতে পারে) **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে হাজিরী দেওয়া এবং নিজের কৃত গুনাহের মার্জনা চেয়ে **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে কান্নাকাটি করা, সেই কিয়ামত দিবসের কথা স্মরণ করা যখন চন্দ্র-সূর্য আলোকবিহীন হয়ে যাবে, নক্ষত্ররাজি লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে, পর্বতরাজিকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হবে।

(১১) মহিলা, ঘর ও ঘোড়াকে অশুভ মনে করা

অনেকে মহিলা, ঘর ও ঘোড়াকে অশুভ মনে করে। প্রমাণ স্বরূপ এই হাদীস শরীফটি উপস্থাপন করে যে, **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অমঙ্গল মহিলার মাঝে, ঘরে এবং ঘোড়ায় রয়েছে। (বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, বাবু মা ইয়াত্তাকী মিন শুউমিল মারআতি, ৩/৪৩০, হাদীস- ৫০৯৩) তারা যদি হাদীস শরীফটির ব্যাখ্যা পাঠ করে এবং বুঝার চেষ্টা করে, তবে আশা করা যায় যে, তারা তাদের মতবাদ থেকে ফিরে আসবে। যেমন: প্রসিদ্ধ মুফাসিসর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীস পাকের টীকায় লিখেন: হাদীস শরীফটির অনেক অর্থ করা হয়েছে, এক অর্থ হলো: যদি কোন জিনিসে অমঙ্গল থাকতো, তবে এই তিনটি জিনিসেই থাকতো। দ্বিতীয় অর্থ হলো: মহিলাদের অমঙ্গল হলো, সন্তান জন্ম না দেওয়া এবং স্বামীর অবাধ্য হওয়া। ঘরের অমঙ্গল হলো: জায়গা ছোট হওয়া, সেখানে আযানের শব্দ না আসা এবং প্রতিবেশী খারাপ হওয়া। ঘোড়ার অমঙ্গল হলো: মালিককে বহন না করা, মালিকের অবাধ্য হওয়া। যাই হোক, এখানে 'شُؤم' দ্বারা অশুভ ফাল তথা অশুভ ইঙ্গিত উদ্দেশ্য নয় যে, সে কারণে রিযিক কমে আসবে, কিংবা কেউ মারা যাবে। কেননা ইসলামে অশুভ ফাল তথা ইঙ্গিত নেওয়া নিষেধ। অতএব হাদীস শরীফটি لَا طِيَرَةَ যুক্ত হাদীসের পরিপন্থী নয়। মনে রাখবেন! কোন কোন বান্দা এবং কোন কোন জিনিস অবশ্যই বরকতপূর্ণ হয়ে থাকে, তাদের কারণে ঘরের বরকত, ধন-সম্পদ এবং বয়স বৃদ্ধি হয়। যেমন; হযরত

সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বলেন: وَجَعَلَنِیْ مُبٰرَكًا (১৬তম পারা, মরিয়ম, আয়াত ৩১) (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন।) কিন্তু এর বিপরীত অর্থে অন্য কোন জিনিস অশুভ নয়। হ্যাঁ! কাফির, কুফর, আযাবের যুগ-এগুলো অবশ্য অশুভ। **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: فِیْ یَوْمِ نَحْسٍ (২৭তম পারা, আল কমর, আয়াত ১৯) (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এমন দিনে, যেই দিনের মঙ্গল (তাদের জন্য চিরন্তন রূপে) রয়েছে।)

(মিরাতুল মানাজীহ, ৫/৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর অবস্থান

আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه **ফতোয়ায়ে রযবীয়ায়** লিখেন: উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর নিকট যখন হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর এই হাদীস শরীফটি সম্পর্কে সংবাদ এসে গেলো যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অমঙ্গল মহিলার মাঝে, ঘরে এবং ঘোড়ায় রয়েছে। তখন তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং বললেন: সেই মহান **আল্লাহ**র শপথ, **যিনি হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছেন! **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই অর্থে উক্তিটি করেননি বরং ইরশাদ করেছেন: জাহেলীয়তের যুগের লোকেরা এই তিনটি জিনিস নিয়ে অশুভ ফাল তথা অশুভ ইঙ্গিত গ্রহন করতো এবং অশুভ বলে মনে করতো। (ইমাম তাহতাবী ও ইবনে জরীর কাতাদার মাধ্যমে আবু হিসান থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া হাকেম ও বায়হাকীও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

(শরহে মাআনিল আছার লিত তাহতাবী, কিতাবুল কারাহাতি, ৪/১৩৪) (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/২৪৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ফতোয়ায়ে রযবীয়ার একটি প্রশ্নোত্তর

আলা হযরত, ইমাম আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه কে প্রশ্ন করা হলো: ওলামায়ে দ্বীনেরা এই বিষয়ে কি বলেন: প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, ঘর, ঘোড়া এবং মহিলারা অশুভ হয় এর সত্যতা

www.dawateislami.net

কতটুকু? আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ উত্তর দিলেন: এসব হিন্দু সম্প্রদায়ের বাতিল ও ভিত্তিহীন মনোভাব, পবিত্র শরীয়তে এর কোন সত্যতা নাই। শরয়ীভাবে ঘরের অমঙ্গল হচ্ছে: ছোট হওয়া, প্রতিবেশী ভাল না হওয়া, অসভ্য হওয়া আর এই ধারণা করা যে, মহিলাদের ছোঁয়ায় এরূপ হলো, অমুকের ছোঁয়ায় এরূপ হলো, এসব ভ্রান্ত এবং কাফেরদের ধারণা। (ফতোয়ায়ে রযবীয়াহ, ১২/২২০)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১২) মৃতকে গোসল দেওয়ার পর কলসি ভেঙ্গে ফেলা

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِএর নিকট প্রশ্ন করা হলো: মৃতকে গোসল দেওয়ার পর কলসি, বদনা ইত্যাদি ভেঙ্গে ফেলা শরীয়তে জায়িয আছে কি না? আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ উত্তর দিলেন: এরূপ করা গুনাহ, বিনা কারণে সম্পদ বিনষ্ট করা, সেগুলো যদি নাপাক হয়ে যায়, তবু তো পাক করে নেওয়ার সুযোগ আছে। **হুযুর সাইয়্যিদে আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمۡ ثَلٰثًا অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা** তোমাদের তিনটি বিষয় অপছন্দ করেন। قِيۡلَ وَقَالَ وَكَثۡرَةَ السُّؤَالِ وَاِضَاعَةَ الۡمَالِ অযথা বকবক করা, অত্যাধিক জিজ্ঞাসাবাদ করা এবং সম্পদ বিনষ্ট করা। এটিকে বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্যরাও বর্ণনা করেছেন আর যদি এই ধারণা করা হয় যে, কলসি এবং বদনা দিয়ে মৃতকে গোসল দেওয়া হয়েছে, সেগুলো অশুভ হয়ে গেছে। এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণা ভারতের অমুসলিমদের সাথে বেশির ভাগ মিলে যায়। وَاللهُ تَعَالٰى اَعۡلَمُ

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৯/ ৯৮)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কে জানে, কোন অপয়ার মুখ দেখেছিলাম

কুসংস্কারে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা যখন কোনরূপ ক্ষতির শিকার হয়, কিংবা কোন কাজে বিফল হয়, তখন বলে: 'কে জানে আজ সকালে কোন অপয়ার মুখ দেখেছিলাম!' অথচ সবাই ভোরে ঘুম থেকে চোখ খুলতেই তার পরিবারেই কারো না কারো চেহারা দেখে। তবে কি তার ঘরের কেউ অপয়া হতে পারে? যার চেহারা দেখে ফেললে সারা

www.dawateislami.net

দিনটিই অমঙ্গল কাটাতে হয়? কাউকে অপয়া বলায় অনেক সময় লজ্জায়ও পড়তে হয়। শিক্ষণীয় একটি ঘটনা থেকে কথাটি বুঝার চেষ্টা করুন। এক বাদশা তার সাথীদের নিয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে বনের দিকে যাত্রা করলো। সকালের নিস্তব্ধ পরিবেশে ঘোড়ার পদধ্বনি পরিস্কার শোনা যাচ্ছিলো, সেই আওয়াজে অধিকাংশ পথিক রাস্তা থেকে সরে যাচ্ছিলো, কেননা বাদশা সালামত শিকারে যাবার সময় কাউকে দেখা পছন্দ করতো না। বাদশা ও তার সাথীদের বাহনগুলো সদর্পে শহর দিয়ে গমন করছিলো। যখনই বাদশা শহরের উপকণ্ঠে এসে পৌঁছালো, চোখ ফিরাতেই একটি কানা লোক দেখতে পেলো। সে রাস্তা থেকে সরে না গিয়ে বরং নির্ভয়ে সামনের দিকে চলে আসছিলো। তাকে সামনে দেখতে পেয়ে বাদশা রাগান্বিত হয়ে চিৎকার দিলো: 'ইস! বড় অপয়া! কী আপদরে বাবা! এই অপয়া কানাটি কি জানে না যে, বাদশার বাহন যাওয়ার সময় রাস্তা ছেড়ে দিতে হয়? এই এক চোখা কানা অপয়াটি তো আমাদের রাস্তা কেটে দিয়ে অমঙ্গল লাগিয়ে দিলো।' বাদশা তার অনুচরদের দিকে তাকালো এবং রাগান্বিত হয়ে চিৎকার করে বললো: 'আমার আদেশ, এই কানা লোকটিকে এই পিলারের সাথে বেঁধে ফেলা হোক। আমাদের ফিরে আসা পর্যন্ত সে এখানেই বাঁধা থাকবে। আসার পর তাকে সাজা দেওয়া হবে।' সিপাহীরা তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করলো। কানা লোকটিকে পিলারের সাথে বেঁধে ফেলা হলো। বাদশা ও তার সাথীরা ধুলো উড়াতে উড়াতে বনের দিকে চলে গেলো। বাদশার দুশ্চিন্তার বিপরীতে অন্যান্য দিনের তুলনায় আজকের দিনের শিকারে বড়ই সফল হয়েছে। আজ বাদশা তারই পছন্দের জীব-জন্তু ও পাখিগুলো শিকার করতে পেরেছে, বাদশা অত্যন্ত খুশি ছিলো, কারণ আজ তার একটি শিকারও ফসকে যায়নি বরং যেটিতেই চোখ পড়েছে, শিকার করতে পেরেছে। উজির শিকার করা জীব-জন্তু ও পাখিগুলো গুণে বললো: বাহ! আজকের শিকার তো খুবই চমৎকার! যেমন দৃষ্টি! তেমন লক্ষ্যভেদ!! এভাবে সবাই বাদশার প্রশংসা করতে লাগলো। সন্ধ্যার সময় বাদশা শহরের উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হলো। কানা লোকটিকে রশিতে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেলো। বাদশার বাহনের পাশাপাশি শিকার করা জন্তু ও পাখি ভর্তি ঝাঁকিও নিয়ে আসা হচ্ছিলো। যা দেখে বাদশা ও তার সাথীরা আনন্দ ধরে রাখতে পারছিলো না। শিকার ভর্তি ঝাঁকি দেখে কানা লোকটি সজোরে চিৎকার করে বাদশাকে জিজ্ঞাসা করলো:

বাদশা সালামত! এবার বলুন, অপয়া কে? আপনি না আমি? এ কথা শুনা মাত্র বাদশার জনৈক সাথী তার মাথার পাশে তরবারি হাতে নিয়ে উদ্যত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। কিন্তু বাদশা তাকে হাতের ইশারায় বাধা দিলো। লোকটি নির্ভয়ে আবারো বললো: বলুন বাদশা সালামত! আপনি আর আমি এই দুইজনের মাঝে অপয়া কে? আপনাকে দেখার কারণে রশিতে বন্দী হয়ে প্রখর রোদের তাপে সারা দিন জ্বলে পুড়ে গেছি। অথচ আমাকে দেখার ফলে আজ আপনার হাতে ঢের শিকার এসে গেছে। এ কথা শুনে বাদশা লজ্জিত হলো। সাথে সাথে তাকে মুক্ত করে দিলো। বাদশা তাকে অনেক পুরস্কারও দিলো।

কারো নজর লাগতে পারে কি?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মানুষের দেহ কিংবা অন্যান্য যে কোন বস্তুতে নজর লাগা, তা থেকে বাঁচার জন্য তদবির করা এবং এর চিকিৎসা করা শরীয়তে প্রমাণিত। কিন্তু মনে রাখবেন! কারো নজর লাগা এক জিনিস, আর কাউকে অপয়া মনে করা অন্য জিনিস। হযরত সায়্যিদুনা ইয়াকূব عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর দশটি পুত্র সন্তান ছিলেন খুবই সুন্দর এবং খুবই নামজাদা। মিসরের ছিলো চারটি তোরণদ্বার। দশ পুত্র সন্তান যখন মিসর আগমন করতে লাগলেন, তখন তাঁর عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام মনে সন্দেহ সৃষ্টি হলো যে, যদি দশজন পুত্র সন্তান একই তোরণদ্বার দিয়ে প্রবেশ করেন, তাহলে মানুষের নজর পড়ে যাবে। তাই তিনি বলেছিলেন:

يٰبَنِیَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّ ادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ

(১৩তম পারা, ইউসুফ, আয়াত ৬৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমার পুত্রগণ! তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে।

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এই আয়াতটির টীকায় লিখেন: এতে করে বুঝা যায় যে, নজর সত্য এবং এতে প্রভাবও রয়েছে। এও জানা যায় যে, বদ নজর থেকে বাঁচার জন্য তদবির করা পয়গাম্বরগণের সুন্নাত। (নূরুল ইরফান, ৩৬৭ পৃষ্ঠা) সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ আয়াতটির টীকায় লিখেন: যাতে করে বদ নজর থেকে

www.dawateislami.net

বাঁচা যায়। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে, নজর সত্য। প্রথমে হযরত সায়্যিদুনা ইয়াকূব عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এটি বলেননি, এই জন্য যে, তখন কেউ এ কথা জানতো না যে, এরা সবাই ভাই এবং একই পিতার সন্তান, কিন্তু পরবর্তীতে যেহেতু সবাই জানতে পেরেছিলো, তাই নজর পড়ার আশঙ্কা ছিলো। অতএব তিনি ভিন্ন ভিন্ন তোরণদ্বার দিয়ে প্রবেশ করার নির্দেশ দিলেন। এতে করে বুঝা গেলো যে, বিপদ-আপদ ও বালা-মুসিবত থেকে বাঁচার জন্য তদবির করা এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা নবীদেরই পদ্ধতি। পাশাপাশি তিনি সবকিছু **আল্লাহ তায়ালা**র উপর ন্যস্ত করে দেন। এ জন্য যে, সাবধানতা অবলম্বন সত্ত্বেও ভরসা কেবল **আল্লাহ তায়ালা**রই উপর, নিজের তদবিরের উপর ভরসা নয়। (খাযায়িনুল ইরফান, ৬৫৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ এর উপর নজর লাগানোর অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়

২৯তম পারার সূরা কলমের ৫১ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَاِنْ یَّكَادُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَیُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَیَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ﴿۵۱﴾

(২৯তম পারা, সূরা কলম, আয়াত ৫১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং কাফিরদেরকে তো অবশ্য এমনই মনে হচ্ছে যেন তাদের কু-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আপনার পতন ঘটাবে যখন তারা কোরআন শ্রবণ করে; এবং বলে, 'এটা অবশ্য বোধশক্তি থেকে অনেক দূরে'।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ আয়াতটির টীকায় লিখেন: কথিত আছে যে, আরব দেশে কিছু কিছু লোক নজর লাগানোতে ভূবন বিখ্যাত ছিলো। তাদের অবস্থা এমন ছিলো যে, তারা চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে নজর লাগাতো। সব বস্তুকে তারা ক্ষতিগ্রস্ত করার দৃষ্টিতে দেখতো, দেখার সাথে সাথেই তা ধ্বংস হয়ে যেতো, এমন অনেক ঘটনা তাদের পরীক্ষিত ছিলো।

www.dawateislami.net

কাফিররা তাদের কাছে গিয়ে বলেছিলো যে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর নজর লাগাও। তখন তারা **তাঁকে** (**হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে) অত্যন্ত তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে দেখলো আর বললো: আমরা এই জীবনে এমন মানুষও দেখিনি, আর এমন সব দলিলও দেখিনি। মূলতঃ কোন বস্তুর দিকে দেখে এভাবে আশ্চর্যবোধ প্রকাশ করার মাধ্যমেই তারা নজর লাগাতো এবং ক্ষতিগ্রস্ত করতো। কিন্তু তাদের এসব অপচেষ্টাও তাদের অন্যসব অপকৌশলের ন্যায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো, যা তারা রাতদিন করে যেতো। এদিকে **আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী**কে তাদের এই অপকর্ম ও অনিষ্টতা থেকে বাচিঁয়ে রাখলেন এবং এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলো। হযরত সায়্যিদুনা হাসান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: কারো উপর নজর লাগলে, এই আয়াতটি পাঠ করে তার উপর দম করবেন। (খাযায়িনুল ইরফান, ১০৪৮ পৃষ্ঠা) প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আরব দেশে এমন কতগুলো মানুষ ছিলো, যারা বদ নজর লাগানোর ব্যাপারে নামকরা ছিলো, এদের কেউ যদি ক্ষুধার্ত অবস্থায় কারো প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে বলতো: 'আমরা তো আজও পর্যন্ত এমন সুন্দর কিছু দেখিনি, কতই না ভাল!' তখন সেই মানুষ বা জন্তু সাথে সাথে মারা যেতো। মক্কার কাফিররা অনেক ধন-সম্পদের লোভ দেখিয়ে তাদের এনেছিলো। তাদের নিয়ম অনুযায়ী এরা সবাই তিন দিন ধরে কিছু পানাহার করেনি। তারপর তারা সবাই **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মুখে এসে উপস্থিত হলো। তখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করছিলেন। তারা তাদের নিয়ম অনুযায়ী তাদের বাক্যাগুলো বলে যেতে লাগলো। কিন্তু **আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তাদের অনিষ্টতা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। এই ঘটনায় আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিলো। প্রতীয়মান হলো যে, বদ নিয়্যত নিয়ে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা মোবারক দেখা কুফর। ঈমানের চোখে নূরানী চেহারা দর্শন করাতে সাহাবী হয়ে যায়। একই অবস্থা পবিত্র কোরআন শরীফেরও, বদ নিয়্যত নিয়ে কোরআন পাঠ করা কুফর, নেক নিয়্যতে তিলাওয়াত করলে ইবাদত, এ দ্বারা দুইটি মাসআলা জানা গেলো। প্রথমটি হলো: নজর সত্য। দ্বিতীয়টি হলো: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ তায়ালা**র এমন মাহবুব যে, **তিনি তাঁকে** বদ নজর থেকে রক্ষা করেন। কেননা কাফিররা ওসব লোকদেরকে **তাঁর** উপর বদ

নজর দেয়ার জন্য আবেদন করেছিলো, যাদের বদ নজর মানুষদের মেরে ফেলতো। **আল্লাহ তায়ালা আপন হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তাদের নজরের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ রেখেছেন। এই আয়াতটি বদ নজর থেকে বাঁচার জন্য বিশেষ উপকারী।

(নূরুল ইরফান, ৯৭১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নজর সত্য

মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নজর সত্য, কোন বস্তু যদি তকদীরকে অতিক্রম করতে পারতো, তাহলে তার উপর নজর বেড়ে যেতো আর যখন তোমাদের ধৌত করা হবে, তখন ধুয়ে দাও।

(মুসলিম, কিতাবুস সালাম, বাবুত তিব্ব ওয়াল মরদ্ব ওয়ার রাকি, ১২০২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২১৮৮)

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীস শরীফটির ব্যাখ্যায় যা বলেছেন, তা থেকে প্রাপ্ত মাদানী ফুল আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হচ্ছে :

❁ বদ নজরের প্রভাব সত্য, এর দ্বারা নজরকৃত বস্তুর ক্ষতি সাধিত হয়। ❁ বদ নজরের প্রভাব এতই কঠিন যে, কোন শক্তি যদি তকদীরের সাথে মোকাবেলা করতে পারতো, তাহলে এই বদ নজরই করে নিতো। যেমন: তকদীরে আরাম লেখা থাকলে, তা কষ্ট পৌঁছিয়ে দিতো। কিন্তু যেহেতু কোন কিছুই তকদীরের মোকাবেলা করতে পারে না, তাই এই বদ নজরও তকদীর পাল্টাতে পারে না। ❁ কোন নজরবিদ্ধ (যার উপর বদ নজর লেগেছে) ব্যক্তির উপর যদি তোমাদের কারো সন্দেহ হয় যে, তোমার নজরেই সে বিদ্ধ হয়েছে আর সে যদি তোমার হাত-পা ধৌত করে সেই পানি তার গায়ে ছিঁটাতে চায়, তাহলে তুমি সেই কাজকে মন্দ মনে করবে না। তৎক্ষণাৎ তোমার অঙ্গ ধৌত করে তাকে দিয়ে দাও, নজর পড়ে যাওয়াতে দোষের কিছু নাই, স্বয়ং মায়ের নজরও তো লেগে যায়। ❁ হাদীস শরীফ দ্বারা বুঝা গেলো যে, সাধারণ লোকদের মাঝে প্রচলিত তন্ত্র-মন্ত্র ইত্যাদি যদি শরীয়তের পরিপন্থী না হয়ে থাকে, তাহলে সেগুলো বন্ধ করার কোন প্রয়োজন নাই। দেখুন, নজরদাতার হাত-পা ধৌত করে নজরবিদ্ধ ব্যক্তির গায়ে পানি ছিঁটা দেওয়া আরব দেশে প্রচলন ছিলো। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই রীতিটি বন্ধ

www.dawateislami.net

করে দেননি। ❁ আমাদের এখানে সামান্য আটার ভূষি আর তিনটি লাল মরিচ নজরবিদ্ধ ব্যক্তির উপর আপাদমস্তক সাত চক্কর ঘুরিয়ে নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। দৃষ্টি পড়ে থাকলে মরিচের ঝাঁঝ উঠে না, **আল্লাহ তায়ালা**ও শেফা দিয়ে থাকেন। ❁ যে কোন ঔষধের বেলায় যেমন প্রমাণের প্রয়োজন নাই, পরীক্ষা-নীরিক্ষাই যথেষ্ট, তেমনি দোয়া ও এমন ঝাড়ফুকেও প্রমাণের দরকার নাই, কেবল শরীয়তের পরিপন্থী না হলেই জায়িয, তবে হাদীস শরীফ থেকে প্রাপ্ত দোয়াগুলো উত্তম। ❁ হযরত ওসমান গনী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ একদা এক সুন্দর সুদর্শন ছেলে দেখলেন। দেখে বললেন: এর থুথনির নিচে একটু কালি লাগিয়ে দাও, যেনো নজর না লাগে। ❁ হযরত হিশাম বিন উরওয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কখনো কোন সুন্দর জিনিস দেখলে বলতেন: مَاشَآءَاللّٰہُ لَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ। ❁ ওলামায়ে কিরামগণ বলে থাকেন: কোন কোন নজর বিষাক্ত হয়ে থাকে, যা প্রভাব করে। (মিরকাত)

(মিরাতুল মানাজীহ, ৬/ ২২৩)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ক্ষেত-খামারকে নজর থেকে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ লিখেন: যে কোন ক্ষেত-খামারকে, যেমন; তরমুজ ও বাঙ্গী বা বাঙ্গীর বাগান ইত্যাদিকে বদ নজর থেকে বাঁচানোর জন্য হাঁড়ি ইত্যাদি ঝুলিয়ে দেওয়াতে কোন অপরাধ নাই। কেননা ধন-সম্পদ, মানুষ ও জন্তু সবকিছুতেই বদ নজর লেগে যেতে পারে এবং তার প্রভাব বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে থাকে। কেউ যখন ক্ষেত-খামারের দিকে নজর দেবে, তখন সর্বপ্রথম তার দৃষ্টি গিয়ে পড়বে ঝুলন্ত হাঁড়ির উপর। কারণ তা ক্ষেতের চেয়ে উঁচুতে থাকে, তার পরেই তার নজর পড়বে ক্ষেতে। এভাবে তার দৃষ্টির বিষাক্ততা কেটে যাবে এবং ক্ষেতের জন্য ক্ষতিকর হবে না। হাদীস শরীফে রয়েছে: জনৈক সাহাবা **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে এসে আরয করলেন: আমরা হলাম কৃষক মানুষ, আমরা আমাদের ক্ষেত-খামারে বদ নজরের ভয় করি। তখন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে ক্ষেতে হাঁড়ি ঝুলিয়ে দেবার আদেশ দিলেন।

(সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ৬/২২৮, হাদীস- ১১৭৫৩ ও রদ্দুল মুহতার, ৯/৬০১)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বদ নজর উটকে পাতিলে চড়িয়ে দেয়

হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلْعَیْنُ تُدْخِلُ الرَّجُلَ الْقَبْرَ وَ تُدْخِلُ الْجَمَلَ الْقِدْرَ নিশ্চয় নজর মানুষকে কবরে এবং উটকে পাতিলে চড়িয়ে দেয়।

(জমউল জাওয়ামেয়ে, ৫/২০৪, হাদীস- ১৪৫৫৮)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

দ্রুত নজর লেগে যায়

হযরত সায়্যিদাতুনা আসমা বিনতে উমাইস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! জাফরের সন্তানদের উপর দ্রুত নজর লেগে যায়। আমি কি তাদের ঝাঁড়-ফুক করতে পারি? **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ! পারো, কেননা কোন জিনিস যদি তকদীর ডিঙ্গিয়ে যেতে পারতো, তবে বদ নজরই তা পারতো।

(তিরমিযী, কিতাবুত তিব্ব, বাবু মা'জা ফিল রাকিয়াতি মিনাল আইন, ৪/১৩, হাদীস- ২০৬৬)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ উক্ত হাদীস শরীফটির আলোকে ব্যাখ্যা করেন:

❁ কেননা এই সন্তানেরা জাহেরী ও বাতেনী উভয় ভাবে সৌন্দর্য্যের অধিকারী। তাই সবাই তাদেরকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখতো আর এই সন্তানেরা নজরের কারণে রোগাক্রান্ত হয়ে যেতো। নজরের প্রভাব বিষের চেয়েও তীক্ষ্ণ ও তীব্র হয়ে থাকে। তাই 'দ্রুত' বলা একেবারেই সঠিক। ❁ সম্ভবতঃ তিনি (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদাতুনা আমা বিনতে উমাইস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا) **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট হতেই নজরের দম শিখেছিলেন, হয়তো তারই অনুমতি চেয়েছিলেন, যা তাঁকে দান করা হয়েছিলো। ❁ বদ নজর খুবই প্রভাব ফেলতে পারে, কোন কিছু দিয়ে যদি কারো তকদীর পাল্টানো যেতো, তবে বদ নজর দিয়েই পাল্টানো যেতো। ❁ মনে রাখবেন! রাগান্বিত দৃষ্টি নজরবিদ্ধদের মাঝে ভয় ও আতঙ্ক ঢুকিয়ে দিতে পারে আর ভালবাসার দৃষ্টি আনন্দ। অনুরূপ বিস্ময়ের দৃষ্টি রোগ সৃষ্টি করে দিতে পারে। ❁ **মহান প্রতিপালক** যেই বস্তুতেই ইচ্ছা করেন, সেই

www.dawateislami.net

বস্তুতেই বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে দিতে পারেন। **তিনি** সর্বক্ষমতার অধিকারী। ❁ বদ নজর যেভাবে বদ প্রভাব সৃষ্টি করে, অনুরূপভাবে সালিহীন ও মকবুল বান্দাদের দয়ার নজর নজরবিদ্ধদের মাঝে পরিবর্তন এনে দিতে পারে। বদ নজর রোগ ইত্যাদি সৃষ্টি করে দেয়। পক্ষান্তরে নেক নজর রোগ বালাই দূর করে দেয়। শয়তান **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে আরয করেছিলো: اَنْظِرْنِیْ আমাকে অবকাশ দিন। সে যদি বলতো: اُنْظُرْاِلَیَّ আমার উপর কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, তবে সে পার পেয়ে যেতো। (মিরকাত) ❁ (একটি ঘটনা) জনৈক ব্যক্তি বললো: আমি অনেককে দেখেছি, কারোই কিছু নাই। অপরজন বললো: কিন্তু তোমাকে কেউ দেখেনি। কোন নজর ওয়ালা লোক যদি তোমাকে দেখতো, তবে তোমার এই অবস্থা থাকতো না। মোটকথা, নজর বড় জিনিস, এমন নজরও রয়েছে যে, পরিবার পর্যন্ত ধ্বংস করে দেয়, পক্ষান্তরে এমন নজরও রয়েছে, যা ধ্বংসপ্রাপ্তকে সজীব করে তোলে।

নজর কি জওলানিয়াঁ না পূছো নযর হাকীকত মেঁ ওহ নযর হে
উঠে তো বিজলী পানাহ্ মাঁঙ্গে গিরে তো খানা খারাব কর দেয়

(মিরাতুল মানাজীহ, ৬/২৪১)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

চুল মোবারকের বরকতে নজরবিদ্ধরা আরোগ্য লাভ করতো

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আবদুল্লাহ বিন মাওহাব رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বর্ণনা করেন: আমার পরিবার হতে আমাকে পেয়ালা দিয়ে উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালেমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর নিকট পাঠালেন। যখন কোন মানুষ বদ নজরবিদ্ধ হয়ে যেতো, তখন তাকে তাঁর নিকট পাঠানো হতো। হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালেমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মোবরক চুল একটি রূপার পাত্রে রেখেছিলেন, আমি পাত্রের ভেতরে উঁকি মেরে কয়েকটি লাল চুল দেখলাম।

(বুখারী, কিতাবুল লিবাস, বাবু মা ইউযকারু ফিশ শাইব, ৪/৭৬, হাদীস- ৫৮৯৬)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ হাদীসটির আলোকে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা থেকে প্রাপ্ত মাদানী ফুল উপস্থাপন করা হচ্ছে :

www.dawateislami.net

❁ অর্থাৎ মদীনাবাসীরা যখন কোন রোগ বালাইয়ের শিকার হতো, বদ নজর লাগতো কিংবা কোন ধরনের দুঃখ-কষ্টে পড়তো, তখন তারা যে পাত্রে কাপড় ধোয়া হয় এমন কোন পাত্রে করে পানি পাঠিয়ে দিতো। ❁ সম্ভবতঃ তিনি (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا) সেই চুল মোবারক সেই পাত্র সহ পানিতে গুলাতেন, মানুষেরা সেই পানি পান করে আরোগ্য লাভ করতো। ❁ চুল মোবারক লাল খেযাবের কারণে ছিলো না বরং সেই চুলগুলো রাখা হয়েছিল সুগন্ধির সাথে, এই রঙ সেই সুগন্ধির। ❁ হাদীস শরীফটি দ্বারা কতিপয় উপকার অর্জিত হয়। যেমন; (১) সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان বরকতের জন্য **হুযুর পূরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চুল মোবারক নিজেদের ঘরে যত্ন করে রাখতেন। (২) তাঁরা সেই চুল মোবারকের অত্যন্ত আদব ও সম্মান করতেন। যেমন; সেই চুল মোবারকের জন্য বিশেষ পাত্র তৈরি করতেন, তাতে সুগন্ধির ব্যবস্থা করতেন, কেননা লাল রঙ ছিলো সুগন্ধির; খেযাবের নয়। (৩) **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চুল মোবারককে সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আপদ-বালা বিদূরণকারী ও আরোগ্যদানকারী বলে বিশ্বাস করতেন, তাঁরা সেগুলোকে পানিতে ডুবিয়ে নিয়ে সেই পানি আরোগ্যের জন্য পান করতেন। এমন হবেই না বা কেন, হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর জামা যদি বালা-মুসিবত দূর করতে পারে, যেমন; পবিত্র কোরআন মজিদে ইরশাদ হচ্ছে: [১] اِذْهَبُوْا بِقَمِیْصِیْ সেক্ষেত্রে আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চুল মোবারক তো অবশ্যই বালা-মুসিবত দূরকারী হবেই। (৪) সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চুল মোবারক যিয়ারত করতে যেতেন, যেমনটি বর্ণনায় পাওয়া যায়। (মিরাতুল মানাজীহ, ৬/২৪৮)

হাম সিয়াকারোঁ পে ইয়া রব তাপিশে মাহশর মে
সায়া আফগান হোঁ তেরে পেয়ারে কে পেয়ারে গেসো (হাদায়িকে বখশীশ, ১১৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

---

১. ১৩তম পারার সূরা ইউসুফের ৯৩ নং আয়াতে রয়েছে: اِذْهَبُوْا بِقَمِیْصِیْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰی وَجْهِ اَبِیْ یَاْتِ بَصِیْرًا ۚ কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমার এই জামা নিয়ে যাও। এটা আমার পিতার মুখমণ্ডল এর উপর রেখে দিও, তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন ।

www.dawateislami.net

দুধেও নজর লাগতে পারে

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুমাইদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ 'নকী'' নামক স্থান হতে এক পাত্র দুধ **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে নিয়ে এলেন। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি এতে ঢাকনা দাওনি কেনো? একটি কাঠিও তো দাঁড় করিয়ে দিতে পারতে। (বুখারী, কিতাবুল আশরিবাতি, বাবু শুরবিল লবন, ৩/৫৮৬, হাদীস- ৫৬০৫)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ হাদীস শরীফটির ব্যাখ্যায় লিখেন: তিনি খোলা পাত্রে করে দুধ এনেছিলেন। তাই **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই কথাটি ইরশাদ করেছিলেন অর্থাৎ দুধে ঢাকনা দিয়ে আনা উচিত ছিলা। ঢাকনা না থাকলে, অন্ততঃ একটি কাঠি হলেও দুধের উপর দাঁড় করিয়ে নিতে। আমাদের এখানে লোকজনের মাঝে এই কথাটি প্রসিদ্ধ যে, দুধ ও দধিতে দ্রুত বদ নজর লেগে যায়। এগুলোর উপর কাঠি হলেও দাঁড় করিয়ে নিতে হয়, এর মূলে এই হাদীস শরীফটি হতে পারে। মনে রাখবেন! দোকান ইত্যাদিতে দুধ দধি খোলামেলা অবস্থায় রাখা হয়ে থাকে, তা এই নির্দেশের আওতামুক্ত, কোথাও নিয়ে যেতে হলে তাতেই ঢাকনা দিতে হয়। (মিরাতুল মানাজীহ, ৬/৮৮)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি হজ্বের মওসুমে সমস্ত উম্মতদের দেখেছি, আমি আমার উম্মতদের দেখতে পেলাম, তারা সবাই ময়দান আর পাহাড়গুলোকে ঘিরে রেখেছে, তাদের সংখ্যাধিক্য ও অবস্থা দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি কি এতে খুশি রয়েছেন? আমি বললাম: আমি খুশি আছি। বলা হলো: এরা ছাড়াও আরও সত্তর হাজার রয়েছে, যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা

www.dawateislami.net

হলো: যারা ঝাঁড়-ফুক করায় না[১], পোড়া দাগ লাগায় না, অশুভ ফাল তথা ইঙ্গিত গ্রহন করে না এবং আপন **প্রতিপালকের** প্রতি ভরসা করে থাকে। হযরত সায়্যিদুনা উকাশা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ দাঁড়িয়ে গেলেন, আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনি **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে দোয়া করুন, **তিনি** যেন আমাকেও তাদের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত করে নেন। অতএব, **নবীয়ে রহমত, শাফেয়ে উম্মত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দোয়া করলেন: **হে আল্লাহ!** একেও তুমি তাদের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত করে নাও। অন্য এক সাহাবী দাঁড়িয়ে আবেদন করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার জন্যও দোয়া করুন, **আল্লাহ তায়ালা** যেনো আমাকেও তাদের মধ্যে গণ্য করে নেন। তখন **হুযুর পূরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: উকাশা তোমার উপর প্রাধান্য লাভ করেছে।

(আল ইহসান বিতারতীবি সহীহ ইবনি হাব্বান, কিতাবুর রাকা ওয়াত তামায়িম, ৭/৬২৮, হাদীস- ৬০৫২)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

কুসংস্কার থেকে কীভাবে বেঁচে থাকা যায়

কুসংস্কার মারাত্মক ধ্বংসাত্মক এক অদৃশ্য রোগ। তাই এর চিকিৎসা করা খুবই প্রয়োজন। আপনার যদি কখনো কুসংস্কার জনিত কারণে গুনাহ হয়ে থাকে, তবে সর্বপ্রথম তা থেকে তাওবা করে নিন। অতঃপর নিচের নিয়ম অনুযায়ী আমল করে যান। এই রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া একেবারেই সহজ হয়ে যাবে اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ।

---

১. এই হাদীস শরীফটি এরূপ ঝাড়-ফুঁকের বিরোধী যা লোকেরা জাহেলিয়তের যুগে করাতো (যাতে শিরিকযুক্ত বাক্য থাকতো) কিন্তু যে ঝাড়-ফুঁক কিতাবুল্লাহর বাক্য সমৃদ্ধ হয়, তবে এরূপ ঝাড়-ফুঁক জায়িয, কেননা প্রিয় নভী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও এরূপ ঝাড়-ফুঁক করেছেন এবং এরীপ ঝাড়-ফুঁক করাতে আদেশ দিয়েছেন আর এরূপ ঝাড়-ফুঁক তাওয়াক্কুলের বিরোধী নয়। (ওমদাতুল কারী, ১৪/৬৯০) হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত যে, হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বদ নজর, দংশন এবং খোস পাঁচড়া হওয়াবস্থায় দম করানোর অনুমতি প্রদান করেছেন। (মুসলিম, ১২০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস-২১৯৬) হযরত আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ 'আশিয়াতুল লুমআত' (ফার্সী) ৩য় খন্ডের ৬৪৫ নং পৃষ্ঠায় এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: মনে রাখবেন য, সকল রোগ এবং কষ্টে দম করানো জায়িয, শুধুমাত্র এই তিনটিতেই সিমাবদ্ধ নয়, বিশেষকরে এই তিনটি উল্লেখ করার কারণ হলো যে, অন্যান্য রোগের চেয়ে এই তিনিটিতে দম করানো বেশী উপকারী। (আশিয়াতুল লুমআত, ৩/৬৪৫) আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ 'ফতোয়ায়ে আফ্রিকা' এর ১৬৮ নং পৃষ্ঠায় বলেন: জায়িয তাবীয হলো যা কোরআনে করীম বা আল্লাহ তায়ালার নাম বা অন্যান্য যিকির ও দোয়া সমৃদ্ধ হবে, তাতে কোন সমস্যা নাই বরং মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَّنْفَعَ اَخَاهُ فَلْيَنْفَعْه অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজের মুসলমান ভাইকে উপকৃত করার সামর্থ রাখো উপকৃত করো।" (মুসলিম, ১২০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস-২১৯৯)

www.dawateislami.net

(১) ইসলামী আকায়িদ শিখুন

ইলমের কারণে ভয়ভীতি দূর হয়ে যায়, ইসলামী আকীদার প্রয়োজনীয় জ্ঞান রাখা প্রত্যেক মুসলামনের উপর ফরয, যদি এই অর্থে তকদীরের উপর ঈমান রাখা হয় যে, যেকোন ভাল-মন্দ **আল্লাহ তায়ালা তাঁর** চিরন্তন ইলম অনুযায়ী নির্ধারণ করে রেখেছেন, যা যেভাবে হবার এবং যা যেভাবে করার, সবকিছু নিজের ইলম দ্বারা জেনেছেন এবং সেভাবে লিখে দিয়েছেন।[১] (বাহারে শরীয়ত, ১/১১) তবে অশুভ প্রথা জনিত কিছুই মনের মধ্যে স্থান দিতে পারবে না, কেননা যখনই মানুষের কোন ক্ষতি সাধিত হবে, তখনই যেন সে মনে মনে এই কথা ভাবে যে, এটি আমার তকদীরে লেখা ছিলো। কোন কিছুর অমঙ্গলের কারণে এমনটি হয়নি। ২৭তম পারার সূরা আল হাদীদের ২২ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

مَاۤ اَصَابَ مِنۡ مُّصِیۡبَةٍ فِی الۡاَرۡضِ وَلَا فِیۡۤ اَنۡفُسِكُمۡ اِلَّا فِیۡ كِتٰبٍ مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ نَّبۡرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَی اللّٰهِ یَسِیۡرٌ ۖ﴿۲۲﴾

(২৭তম পারা, সূরা আল হাদীদ, আয়াত ২২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ পৃথিবীতে কোন মুসীবত পৌছে না এবং না তোমাদের নিজেদের প্রাণগুলোতে, কিন্তু তা একটা কিতাবের মধ্যে রয়েছে, এরই পূর্বে যে, সেটাকে আমি সৃষ্টি করি। নিশ্চয় এটা **আল্লাহ**র জন্য সহজ।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আল্লাহ তায়ালা যা চায়, তা'ই হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা এই মনোভাব গড়ে তুলুন যে, **আল্লাহ তায়ালা** যা চায়, তা'ই হয়। কালো বিড়াল আপনার সামনে দিয়ে গেলে, ঘরের ছাদে পেঁচা ডাকলে আমাদের কোন ক্ষতি হয় না। এমন অনেক লোকই তো রয়েছে, যাদের সামনে দিয়ে কালো বিড়াল রাস্তা কাটে না, কিন্তু তাদের কোন না কোন ক্ষতিতে পড়তে হয়, তাই কালো বিড়ালে কোন অমঙ্গল নাই। সূরা তাওবায় **আল্লাহ তায়ালা** মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন:

১. আকীদা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য বাহারে শরীয়ত প্রথম খন্ডের (মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত) প্রথম অধ্যায় অধ্যয়ন করুন।

www.dawateislami.net

لَنْ يُّصِيْبَنَاۤ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۵۱﴾

(১০ম পারা, সূরা তাওবা, আয়াত ৫১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমাদের নিকট কখনো পৌঁছাবে না, কিন্তু তা'ই যা **আল্লাহ** আমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি আমাদের মুনিব এবং **আল্লাহ**র উপরই মুসলমানদের নির্ভর করা উচিত।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **তাফসীরে কবীরে** লিখেন: আয়াতটির অর্থ এই যে, তকদীরে এবং লাওহে মাহফুযে **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট যা লিখা রয়েছে তা ছাড়া অন্য কোন ভাল, মন্দ, ভয়, আশা, বিপর্যয় ও ভাগ্য ইত্যাদি আমাদের নিকট আসবে না। (আত তাফসীরুল কবীর, ৬/৬৬)

রিযিক আর বিপদাপদ সব লিখে দেওয়া হয়েছে

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ তায়ালা** প্রত্যেক প্রাণী সৃষ্টি করেছেন এবং তার জীবন, রিযিক ও বিপদাপদ ইত্যাদি লিখে দিয়েছেন।

(তিরমিযী, কিতাবুল কদর, ৪/৫৭, হাদীস- ২১৫০)

তাই একজন মুসলমান হিসাবে এই বিষয়ের উপর আমাদের পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস থাকা উচিত যে, দুঃখ-কষ্ট ও আনন্দ-বেদনা সব **আল্লাহ তায়ালা**র পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে আর যেসব বিপর্যয়, বিপদ, অভাব-অনটন ও রোগ বালাই আমাদের তকদীরে লিপিবদ্ধ হয়নি, তা আমাদের নিকট আসতে পারে না।

ক্ষতি করতে পারে না

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন: মনে রেখো, সমগ্র জাতি যদি একমত হয়ে তোমার কোন উপকার করতে চায়, তারা তা পারবে না। তা'ই হবে, যা **আল্লাহ তায়ালা** তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। পক্ষান্তরে তারা সবাই যদি একই বিষয়ে একমত হয় যে, তোমার কোন ক্ষতি সাধন করবে, তবু তারা কখনো তোমার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। তা'ই হবে, যা **আল্লাহ তায়ালা** তোমার জন্য লিখে রেখেছেন।

(তিরমিযী, কিতাবু ছিফতিল কিয়ামাহ, ৫/২৩১, হাদীস- ২৫২৪)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হাদীস শরীফটির আলোকে যা ব্যাখ্যা করেছেন, তা থেকে প্রাপ্ত মাদানী ফুল উপস্থাপন করা হলো।

❁ অর্থাৎ দুনিয়ার সমস্ত লোক মিলেও তোমার কোন উপকার সাধন করতে পারে না। কিন্তু যদি কোন উপকার সাধিত হয় তা তোমার তকদীরের লেখা অনুযায়ীই হবে। এতে করে বুঝা যায় যে, **আল্লাহ তায়ালা**র লিপিবদ্ধ করা উপকার সাধন দুনিয়া করতে পারে, ডাক্তারের ঔষধ আরোগ্য দিতে পারে, সাপের বিষ প্রাণে মারতে পারে, কিন্তু তা'ও তার জন্য **আল্লাহ তায়ালা**র পক্ষ থেকেই লিপিবদ্ধ ছিলো। হযরত সায়্যিদুন ইউসুফ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর জামা হযরত ইয়াকূব عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর দৃষ্টিশক্তির জন্য ঔষধ ছিলো। হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام মৃতকে জীবিত করতেন এবং রোগীকে আরোগ্য দান করতেন। কিন্তু তা **আল্লাহ তায়ালা**রই অভিপ্রায় অনুযায়ী। ❁ লিখা দ্বারা লওহে মাহফুযের লেখা বুঝানো হয়। যদিও সেই লেখা স্বয়ং কলম লিখেছিলো, কিন্তু **আল্লাহ তায়ালা**র আদেশেই লিখেছিলো, তাই বলা হয়েছে, **আল্লাহ তায়ালা** লিখেছেন। স্পষ্ট বুঝা গেলো যে, সারা দুনিয়ার সবাই মিলে যদি তোমার কোন ক্ষতি সাধন করে, তবে তা'ও তোমার নামে নির্ধারিত প্রোগ্রামের আওতায়ই হবে। লওহে মাহফুযে এভাবেই তা লিখিত হয়েছিলো। ❁ মনে রাখবেন! তদবিরও তকদীরেই এসে গেছে, তাই তদবির করা থেকে বিরত থাকবেন না, কিন্তু এর উপরও ভরসা করবেন না। দৃষ্টি রাখবেন **আল্লাহ তায়ালা**র কুদরত ও দয়ার উপর। **(মিরাতুল মানাজীহ, ৭/১১৭)**

(২) তাওয়াক্কুলই হলো উত্তম চিকিৎসা

আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভরসা করাকে এবং সকল কাজ ও বিষয় **তাঁর** উপর সমর্পন করাকে তাওয়াক্কুল বলে। তাই যখনই কোন অশুভ ইঙ্গিত মনের ভেতর সন্দেহ সৃষ্টি করে, তখনই **রব তায়ালা**র উপর ভরসা করুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অশুভ ইঙ্গিত অন্তর থেকে দূরীভূত হয়ে যাবে। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অশুভ ইঙ্গিত (কুসংস্কার) গ্রহণ করা শিরক, অশুভ ইঙ্গিত (কুসংস্কার) গ্রহণ করা শিরক, এ কথা **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তিনবার ইরশাদ করেন। (অতঃপর ইরশাদ করেন) সকলের মনে এই ধারণাও আসে, কিন্তু **আল্লাহ তায়ালা**র প্রতি ভরসা তা দূর করে দেয়। **(আবু দাউদ, কিতাবুত তিব্ব, বাবুন ফিত তীরাতি, ৪/২৩, হাদীস- ৩৯১০)**

www.dawateislami.net

হাফেজ আবুল কাসেম ইস্পাহানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হাদীস শরীফটির মর্মার্থ হলো: আমার উম্মতের প্রত্যেকেরই মনে এর কিছু না কিছু ধারণা সৃষ্টি হয়, কিন্তু **আল্লাহ তায়ালা** সেসব মানুষের মন থেকে সেই ধারণা দূর করে দেন, যারা **আল্লাহ তায়ালার** প্রতি ভরসা করে এবং সেই কুসংস্কারের উপর অটল থাকে না।

(আয যাওয়াজির আনিকতিরাফিল কাবায়ির, বাবুস সফর, ১/৩২৫)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী আল্লামা ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ আজলুনী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আল্লামা মুনাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বরাত দিয়ে লিখেন: যেই ব্যক্তি এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, **আল্লাহ তায়ালার** হুকুম ছাড়া কোন বস্তু অপর কোন বস্তুর প্রতি প্রভাব রাখতে পারে না, সেই ব্যক্তির প্রতি কুসংস্কারের কোন প্রভাব পড়ে না। **(কাশফুল খিফা, ১/১১)**

(৩) কাজ বন্ধ করবে না

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার উম্মতদের মধ্যে তিনটি বস্তু আবশ্যিকভাবে বিদ্যমান থাকবে; অশুভ ইঙ্গিত গ্রহণ করা, হিংসা এবং কুধারণা। জনৈক সাহাবী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ জিজ্ঞাসা করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যে ব্যক্তির মাঝে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য বিরাজ করবে, সে তা কীভাবে দূর করবে? ইরশাদ করলেন: তোমরা যখন হিংসা করবে, তখন **আল্লাহ তায়ালার** নিকট গুনাহ ক্ষমা প্রার্থনা করবে, যখন তোমরা কুধারণা পোষণ করবে, তখন তাতে স্থির হয়ে থাকবে না এবং যখন তোমরা অমঙ্গল মনে করবে, তখন সেই কাজটি করে নেবে। **(আল মু'জামুল কবীর, ৩/২২৮, হাদীস- ৩২২৭)**

কুসংস্কার একটি অদৃশ্য রোগ

আল্লামা মুহাম্মদ আবদুর রউফ মুনাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **ফয়যুল কদীরে** লিখেন: হাদীস শরীফটিতে এই কথার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য অদৃশ্য রোগের মধ্যে গণ্য, যেগুলোর চিকিৎসা করা অত্যাবশ্যক। হাদীস শরীফে সে কথাই বলা হয়েছে। **(ফয়যুল কদীর, ৩/৪০১, হাদীস- ৩৪৬৫)**

কুসংস্কার যেনো তোমাকে ফিরিয়ে না আনে

হযরত সায়্যিদুনা উরওয়া বিন আমের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মুখে কুসংস্কার সম্পর্কে আলোচনা হলো। তখন **হুযূরে**

www.dawateislami.net

আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ফাল তথা ইঙ্গিত ভাল বিষয় আর অশুভ ইঙ্গিত যেনো কোন মুসলমানকে তার কাজ থেকে ফিরিয়ে না আনে।

(আবু দাউদ, কিতাবুত তিব্ব, বাবুন ফিততীরাতি, ৪/২৫, হাদীস- ৩৯১৯)

সদরুশ শরীয়ত, বদরুত তরিকত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: অর্থাৎ কোথাও যাচ্ছিলো, এমন সময় অশুভ ইঙ্গিত এলো, তবু পেছনে ফিরে আসবেন না, নিজের কাজে চলে যাবে।

(বাহারে শরীয়ত, ৩/৫০৪)

সফর থেকে বিরত হলেন না

বর্ণিত আছে যে, আমীরুল মুমিনীন শেরে খোদা মুশকিল কোশা মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم যখন খারেজীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সফরের ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন জনৈক জ্যোতিষী তাঁকে বাধা দিলেন। বললেন: 'হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি সফর করবেন না।' তিনি كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কারণ জিজ্ঞাসা করলে জ্যোতিষী বললেন: এখন চন্দ্র বৃশ্চিকে অবস্থান করছে। এই সময়ে যদি আপনি সফরের উদ্দেশ্যে বের হন, তাহলে আপনার পরাজয় হবে। এ কথা শুনে হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم উত্তর দিলেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এবং ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ জ্যোতিষীদের বিশ্বাস করতেন না। আমি **আল্লাহ তায়ালা**র উপর ভরসা করে এবং তোমার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য সফরে অবশ্যই বেরিয়ে পড়বো। অতঃপর তিনি كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم সেই জিহাদের সফরে চলে গেলেন। **আল্লাহ তায়ালা** তাঁকে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী হায়াতের পরবর্তীতে সর্বাধিক বরকত সেই সফরেই দান করেছিলেন। এমনকি সকল শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করেছিলেন এবং হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বিজয়ের গৌরব নিয়ে ফিরে আসেন।

(গাদাউল আলবাব ফি শরহি মানজূমাতিল আদাব, ১/১৯১)

আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কুসংস্কারের উপর আমল করবেন না

আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: শরীয়তের হুকুম রয়েছে: اِذَا تَطَيَّرْتُمْ فَامْضُوْا অর্থাৎ যখন কোন কু-প্রথা মনে আসেব, তখন তার উপর আমল করবে না।

(ফতহুল বারী, কিতাবুত তিব্ব, বাবুত তীরাতি, ১১/১৮১ ও ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/৬৪১)

কাজ না করারও অধিকার রয়েছে

কোন বস্তু অশুভ হওয়া যদি প্রসিদ্ধ হয়ে থাকে, তবে সেই কাজ না করারও অধিকান রয়েছে কিন্তু কখনো কুসংস্কারের উপর ভরসা করা যাবে না। আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: যাকে সাধারণ মানুষ অশুভ বলে মনে করছে, তা থেকে বেঁচে থাকা সমীচীন, কেননা তকদীর অনুযায়ী তার উপর যদি কোন বালা-মুসিবত অবতীর্ণ হয়ে যায়, তবে তার বাতিল আকীদা আরো দৃঢ় হয়ে যাবে যে, দেখো! এই কাজটি করাতে আমার এই বিপদটি হলো। তাছাড়া শয়তানও তার মনে কুমন্ত্রণা প্রবেশ করিয়ে দিতে পারে। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/২৬৭)**

গুনাহের কারণেও বিপদ আসে

বিপদ আসলে অন্তরকে **আল্লাহ তায়ালা**কে ভয় করা, ধৈর্য্যের উপর স্থির থাকা এবং ভূল পথে পা বাড়ানো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাওবা ও ইস্তিগফার করে এই মনোভাব তৈরি করে নিন যে, আমাদের উপর যেই বিপদ অবতীর্ণ হয়েছে, এর পেছনে আমাদের নিজেদের কৃতকর্মই দায়ী, কোন অশুভ প্রভাবের কারণে এরূপ হয়নি। ২৫তম পারার সূরা শূরার ৩০ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَاۤ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ﴿۳۰﴾

(২৫তম পারা, সূরা শূরা, আয়াত ৩০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তোমাদেরকে যে মুসীবত স্পর্শ করেছে তা **তাঁরই** কারণে, যা তোমাদের হাতগুলো উপার্জন করেছে এবং বহু কিছুতো **তিনি** ক্ষমা করে দেন।

www.dawateislami.net

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উক্ত আয়াতের টীকায় লিখেন: এই উক্তি মুমিন শরীয়তের অনুসারীদের উদ্দেশ্য করে করা হয়েছে, যাদের গুনাহ সংঘটিত হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে যেসব মুসিবত ও দুঃখ-কষ্ট মুমিনদের উপর এসে থাকে, সেসবের বেশির ভাগের কারণ তাদের গুনাহই হয়ে থাকে। সেসব দুঃখ-কষ্ট **আল্লাহ তায়ালা** তাদের গুনাহসমূহের কাফফারা স্বরূপ করে দেন। কখনো আবার মুমিনদের দুঃখ-কষ্ট তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যও হয়ে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তাৎক্ষণিক শাস্তি

কখনো কখনো এমনও হয় যে, আমাদের উপর আসা বিপদ আমাদের গুনাহসমূহের শাস্তি স্বরূপ হয়ে থাকে। যেমন; **তাজেদারে রিসালাত, শাহেনশাহে নবুওয়ত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِذَا اَرَادَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَجَّلَ لَهٗ عُقُوْبَةَ ذَنْبِهٖ অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা** যখন কোন বান্দার মঙ্গল চান, তখন তার গুনাহসমূহের শাস্তি তাৎক্ষণিকভাবে দুনিয়াতেই দিয়ে দেন। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৫/৬৩০, হাদীস- ১৬৮০৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪) বিভিন্ন ওযিফার উপর আমল করতে থাকুন

আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেছেন: কখনো এ ধরনের (অশুভ ইঙ্গিত ইত্যাদির) আশঙ্কা বা কুমন্ত্রণার সৃষ্টি হলে তাদের জন্য পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফ থেকে কতিপয় অত্যন্ত উপকারী সংক্ষিপ্ত দোয়া লিপিবদ্ধ করছি, এগুলো এক একবার কিংবা কয়েকবার করে আপনি এবং আপনার পরিবার পাঠ করে নিবে। যদি মন পোক্ত হয়ে যায় এবং কুসংস্কারের সন্দেহ চলে যায় তবে ভাল, অন্যথায় যখনই কুমন্ত্রণার সৃষ্টি হবে, একবার করে পাঠ করে নেবেন আর বিশ্বাস রাখবেন, **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওয়াদা সত্য এবং অভিশপ্ত শয়তানের ভয় দেখানো মিথ্যা।

কয়েকবারের মধ্যেই **আল্লাহ তায়ালা** যদি চান তো সেই ধরনের সন্দেহ একেবারেই উধাও হয়ে যাবে এবং মূলতঃ কখানো কোন ভাবেই এ দ্বারা কোন ক্ষতি সাধিত হবে না। দোয়াগুলো নিম্নরূপ:

১. لَنْ يُّصِيْبَنَاۤ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۵۱﴾ (আমাদের নিকট কখনো পৌঁছাবে না, কিন্তু তা'ই যা **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন। **তিনি** আমাদের মুনিব এবং **আল্লাহ**র উপরই মুসলমানদের নির্ভর করা উচিত।) **(১০ম পারা, সূরা তাওবা, আয়াত ৫১)**

২. حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿۱۷۳﴾ (**আল্লাহ** আমাদের জন্য যথেষ্ট আর কতই না উত্তম বিধায়ক!)

(৪র্থ পারা, আলে ইমরান, আয়াত ১৭৩)

৩. اَللّٰهُمَّ لَا يَأْتِيْ بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا يَذْهَبُ بِالسَّيِّئَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ (ইয়া **আল্লাহ**! তুমি বিনা এমন সুন্দর বিষয় কেউ আনে না এবং তুমি ছাড়া মন্দ বিষয়গুলো কেউ দূর করে না আর কোন জোরদার শক্তি নাই, কিন্তু তোমার পক্ষ থেকে।)

(মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, কিতাবুদ দোয়া, বাবু মা ইয়াকূলুর রাজুলু ইযা তাতাইয়্যারাহ, ৭/৮৭, হাদীস- ২০১)

৪. اَللّٰهُمَّ لَا طَيْرَ اِلَّا طَيْرُكَ وَلَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ (হে **আল্লাহ**! তোমার ফাল তথা ইঙ্গিতই ইঙ্গিত আর তোমার মঙ্গলই মঙ্গল, তুমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই।)

(মুসান্নাফে আবি শায়বা, কিতাবুদ দোয়া, ৭/ ১৪২, হাদীস- ১ ও ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/৬৪৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! নেকীর দাওয়াতের মাদানী কাজ অব্যাহত রাখার জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমা, মাদানী কাফেলা, মাদানী দাওরা, মাদানী তারবিয়াতী কোর্স, ফরয উলুম কোর্স, মাদানী চ্যানেল এবং ফয়যানে সুন্নাতের দরস ইত্যাদির মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। **দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের** সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, এর বরকতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ চারিত্রিক উন্নত গুণাবলী অবিশ্বাস্য ভাবে আপনার কৃতকর্মের অংশ হিসাবে রূপ নিতে থাকবে। সকল ইসলামী ভাইদের উচিৎ তারা যেন নিজ নিজ শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করেন এবং সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী

কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করেন। মাদানী কাফেলায় সফর করার বরকতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনাদের অতীত জীবন-রীতির প্রতি ভাবার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং ভবিষ্যত ভাল করার জন্য আপনার অন্তর অস্থির হয়ে যাবে। ফলে গুনাহের কারণে আপনার মধ্যে লজ্জাবোধ সৃষ্টি হবে এবং তাওবা করার সৌভাগ্য অর্জিত হবে। মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করার ফলে অশ্লীল কথাবার্তা ও অযথা বকবক করার স্থলে আপনার মুখে দরূদ শরীফ এবং আপনার ঠোঁট কোরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার ও নাতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। রাগের স্থলে কোমলতা, ধৈর্যহীনতার স্থলে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, অহংকারের স্থলে বিনয় এবং মুসলমানদের প্রতি সম্মানবোধ সৃষ্টি হবে, পার্থিব লোভ-লালসা দীরীভূত হয়ে যাবে, নেকীর প্রতি আগ্রহ ও লোভ সৃষ্টি হবে। মোটকথা বারবার **আল্লাহ তায়ালার** পথে সফরকারীদের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সৃষ্টি হবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ! আপনাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্য আশিকানে রাসূলের সঙ্গে থাকার বরকত সম্বলিত একটি মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি।

নেশা করার বদ-অভ্যাস দূরীভূত হয়ে গেছে

আত্তারাবাদের (জেকব আবাদ, বাবুল ইসলাম, সিন্ধু প্রদেশ) টুল এলাকার এক ইসলামী ভাই নিজের কথা এভাবে ব্যক্ত করেন: প্রথম প্রথম আমি ভ্রান্ত আকিদায় বিশ্বাসী ছিলাম, আমি ছিলাম চারিত্রিক দোষে দুষ্ট, প্রতি রাতে ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত ভাং, গাঁজা, মদ, আফিম ইত্যাদি নেশা গ্রহণ করতাম, অতঃপর নেশাগ্রস্ত হয়ে ঘরে ফিরে বেহুশ হয়ে বিছানায় পরে থাকতাম, আমার অবস্থা দেখে আমার মা কান্না করতেন, আমাকে অনেক বুঝাতেন, কিন্তু তাতে আমি মোটেও কান দিতাম না, অতঃপর সম্ভবত ২০১০ ইংরেজী সনে আমাদের এলাকায় বন্যা হয়, তখন আমি নিরাপদ একটি ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলাম, সেখানে গিয়ে আমি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লাম, এমনকি আমি রক্ত বমি করতে লাগলাম, সৌভাগ্য ক্রমে সেই সময়ে একজন **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়, তিনি আমাকে ইনফিরাদী কৌশিশ করলেন, আমি আমার জীবনের প্রথম বার মাদানী কাফেলার সাথে সফর করলাম। ভ্রান্ত আকিদা ও নেশার বদ অভ্যাস থেকে তাওবা করার সৌভাগ্য হয়, এরপর থেকে আমার সৌভাগ্যের দরজা খুলে গেলো। মাদানী কাজ করতে করতে ইলমে-দ্বীন অর্জনের এমন আগ্রহ আমার মধ্যে সৃষ্টি

www.dawateislami.net

হয়ে গেলো যে, আমি লাড়কানা ফারুক নগরে জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি হয়ে গেলাম। কিছুদিন পর আমি বাবুল মদীনা করাচীতে বদলী হয়ে আসি। বর্তমানে আমি জামেয়াতুল মদীনা ফয়যানে মুশতাক বাবুল মাদীনা করাচীতে দরজায়ে সানিয়ার একজন শিক্ষার্থী হিসাবে লেখাপড়া করছি।

আচ্ছি নিয়্যত কা ফল পাওগে বে বদল সব করো নিয়্যতেঁ কাফেলে মে চলো
দূর বিমারিয়াঁ অউর নাদানিয়াঁ হোঁ টলেঁ মুশকিলেঁ কাফেলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নেক ফাল বা শুভ ইঙ্গিত গ্রহণ করা

নেক ফাল বা শুভ প্রথা গ্রহণ করা অর্থাৎ কোন বস্তুকে নিজের জন্য উত্তম ও বরকতের কারণ বলে মনে করা কুসংস্কারের বিপরীত বরং মুস্তাহাব। যেমন; বুযুর্গানে দ্বীনদের সাথে দেখা হওয়া, বুধবার নতুন সবক শুরু করা, সোমবার ও বৃহস্পতিবার সফরে যাত্রা করা। **আমাদের মক্কী মাদানী আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নেক ফাল তথা শুভ ইঙ্গিত গ্রহন করা ভালবাসতেন। যেমন; **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অশুভ বলতে কোন প্রথাই নাই, প্রথা বলতেই ভাল। সবাই জিজ্ঞাসা করলেন: প্রথা কী জিনিস? ইরশাদ করলেন: ভাল শব্দ, যা কারো থেকে শোনা হয়।

(বুখারী, কিতাবুত তিব্ব, বাবুত তীরাতি, ৪/৩৬, হাদীস- ৫৭৫৪)

সদরুশ শরীয়ত, বদরুত তরিকত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলো লিখেন: অর্থাৎ কোথাও যাওয়ার সময় কা কোন কাজের ইচ্ছা পোষণ করার সময় কারো মুখ থেকে যদি ভাল কথা বের হয়ে যায়, তা শুভ ফাল তথা শুভ ইঙ্গিত। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/৫০৩)**

ভাল মনে হতো

হযরত সায়্যিদুনা আনস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন কাজে বের হওয়ার সময় 'يَا رَاشِد' (হে হেদায়তপ্রাপ্ত) এবং 'يَا نَجِيْح' (হে সফল) ডাকগুলো শুনতে পছন্দ করতেন।

(তিরমিযী, কিতাবুস সি'র, বাবু মা'জা ফিত তীরাতি, ৩/২২৮, হাদীস- ১৬২২)

www.dawateislami.net

সদরুশ শরীয়ত, বদরুত তরিকত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হাদীস শরীফটির ব্যাখ্যায় লিখেন: অর্থাৎ সেই সময়ে কোন ব্যক্তি যদি কাউকে এসব নামে ডাকতো, তবে তা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভাল মনে হতো, কেননা এগুলো হচ্ছে সফল আর সার্থক হওয়ার নেক ফাল তথা শুভ ইঙ্গিত। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৫০৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

এবার তোমাদের কাজ সহজ হয়ে গেলো

হুদাইবিয়ার সন্ধির[১] সময় মুশরিকরা যখন মুসলমানদের সাথে সন্ধি করার জন্য সোহাইল বিন আমরকে (যিনি তখনো ঈমান আনেননি) পাঠিয়েছিলো, তখন তাকে দেখে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (শুভ ইঙ্গিত গ্রহন করে) সাহাবায়ে কিরামদের ইরশাদ করেছেন: قَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ اَمْرِكُمْ এবার তোমাদের কাজ সহজ হয়ে গেলো।

(বুখারী, কিতাবুশ শুরূত, বাবুশ শুরূত ফিল জিহাদ, ২/২২৬, হাদীস- ২৭৩১, ২৭৩২)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা শিহাবুদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ কাসতুলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ স্বীয় কিতাব **ইরশাদুস সারীতে** লিখেন: অর্থাৎ তা ছিলো ভাল প্রথা আর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ভাল প্রথা পছন্দও করতেন। (ইরশাদুস সারী, কিতাবুশ শুরূত, বাবুশ শুরূত ফিল জিহাদ, ৬/২২৯) আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণীটির ব্যাখ্যায় লিখেন: এই মহান বাণীটি ভাল নাম থেকে শুভ ইঙ্গিত গ্রহণ করা মুস্তাহাব হওয়ার দলিল। (কাশফুল মুশকিল আন হাদীসিস সহীহাইন, ১/১০৭০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শুভ ইঙ্গিত গ্রহণ করলেন

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কু-প্রথা কখনো গ্রহণ করতেন না। সর্বদা **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নেক প্রথা গ্রহণ করতেন। হযরত সায়্যিদুনা বোরায়দা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বনু সাহাম গোত্রের ৭০ জন আরোহীদের সাথে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে

১. হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পর্কে বিস্তারিত অবস্থাদি জানতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত সীরাতে মুস্তফা কিতাবের ৩৪৬ থেকে ৩৬৪ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।

www.dawateislami.net

উপস্থিত হলে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কে? তিনি বললেন: বোরায়দা। তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর দিকে মুখ করে ইরশাদ করলেন: بَرَدَ اَمْرُنَا وَصَلَحَ আমাদের বিষয় শীতল এবং সঠিক হয়ে গেলো। অতঃপর ইরশাদ করলেন: আপনি কোন দলের লোক? আমি জবাব দিলাম: 'আসলাম' দলের। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর দিকে ফিরে ইরশাদ করলেন: سَلِمْنَا আমরা শান্তিতে থাকবো। অতঃপর ইরশাদ করলেন: কোন গোত্রের? আমি বললাম: বনু সাহাম গোত্রের। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: خَرَجَ سَهْمُنَا আমাদের অংশ বেরিয়ে এলো।

(আল ইস্তীআব ফি মারিফাতিল আসহাব, ১/ ২৬৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ভাল নামের লোকটি দ্বারা কাজ করালেন

সাইয়্যিদে আলম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একদিন একটি উট আনালেন অতঃপর ইরশাদ করলেন: এর দুধ দোয়াবে কে? জনৈক ব্যক্তি বললো: আমি। জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার নাম কী? সে বললো: 'مُرَّةٌ' (অর্থাৎ তিক্ত)। ইরশাদ করলেন: তুমি বসো। অপর একজন দাঁড়ালো। নাম জিজ্ঞাসা করলে তার নাম বললো: 'جَمْرَةٌ' (অর্থাৎ জলন্ত কয়লা)। তাকেও বসার ইঙ্গিত করলেন। এবার হযরত ইয়াঈশ গিফারী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ দাঁড়ালেন এবং জিজ্ঞাসা করাতে নিজের নাম 'يَعِيْش' (অর্থাৎ জীবন অতিবাহিতকারী) বলে জানালে তখন ইরশাদ করলেন: তুমিই উটের দুধ দোহন করো।

(আল মু'জামুল কবীর, ২২/২৭৭, হাদীস- ৭১০)

পশু-পাখি থেকে শুভ ফাল তথা শুভ ইঙ্গিত নেওয়া যায় না

শুভ ফাল তথা শুভ ইঙ্গিত কেবল ভাল কোন কথা, নেককার ব্যক্তির যিয়ারত কিংবা বরকতময় দিন, যেমন; ঈদের দিন, সোমবার দিন ইত্যাদি থেকে গ্রহণ করা যায়। পশু-পাখি থেকে একদিকে যেমন অশুভ ফাল তথা অশুভ ইঙ্গিত গ্রহণ করা নিষেধ,

www.dawateislami.net

অনুরূপভাবে শুভ ফাল তথা শুভ ইঙ্গিত গ্রহণ করারও অনুমতি নাই। **তাফসীরে কবীরে** উল্লেখ রয়েছে: আরবদের নিকট ফাল ও অশুভ প্রথা একই ছিলো। **সাইয়্যিদে আলম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফালকে প্রতিষ্ঠিত রাখলেন এবং অশুভ প্রথাকে রহিত ঘোষিত দিলেন। ইমাম মুহাম্মদ রাযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ফাল ও কুসংস্কারের পার্থক্যটি বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। এ ব্যাপারে উত্তম এই যে, মানবজাতির রূহ পশু-পাখির রূহের চেয়ে অধিক শক্তিশালী এবং প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তাই মানবজাতির মুখ থেকে বের হয়ে আসা শব্দ দ্বারা ফাল তথা ইঙ্গিত গ্রহণ করা সম্ভব। কিন্তু পাখিদের উড়া থেকে কিংবা পশুদের কোন নড়াচড়া থেকে শুভ অশুভ ফাল তথা ইঙ্গিত গ্রহণ করা সম্ভব নয়, কেননা তাদের রূহগুলো দুর্বল হয়ে থাকে। **(তাফসীরে কবীর, ৫/৩৪৪)**

এতে ভাল-মন্দের কী আছে?

হযরত সায়্যিদুনা ইকরামা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: আমরা একদিন হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় আমাদের পাশ দিয়ে একটি পাখি ডাকতে ডাকতে উড়ে গেলো। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের কেউ বলে উঠলেন, ভালই হবে। তখন ইকরামা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ সাথে সাথে এর সংশোধনের জন্য বললেন: ভালও হবে না, মন্দও হবে না। (অর্থাৎ কোন পাখি ডাক দিয়ে উড়ছে বলে তাতে ভাল-মন্দের কী থাকতে পারে?) **(ফয়যুল কদীর, ৫/২৯৪, হাদীস- ৭১০১)**

অপছন্দের ভাব দেখালেন

ইমাম তাঊস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কারো সাথে সফরে ছিলেন। যখন কাকের ডাক শুনলেন, লোকটি তখন বললেন: ভাল হবে। এ কথা শুনে তিনি অপছন্দের ভাব দেখিয়ে বললেন: اَیُّ خَیْرٍ عِنْدَ هٰذَا اَوْ شَرٍّ لَا تَصْحَبْنِی অর্থাৎ তাতে ভাল আর মন্দের কী রয়েছে? তুমি আমার সাথে আসিও না। **(মুসান্নাফে আবদির রাজ্জাক, কিতাবুল জামে ১০/২৪, হাদীস- ১৯৬৭২)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

তাঁর আগমন শুভ ছিলো

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর দ্বিতীয়বার মদীনা সফরের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: এখন কামরানে (একটি জায়গার নাম) নয় দিন হয়ে গেলো, কাল জাহাজে যেতে হবে, অকস্মাৎ রাতে আমার সব সঙ্গীদের পেটের পীড়া এবং ডায়রিয়া শুরু হয়ে গেলো, আমার পেটে অবশ্য পীড়া না থাকলেও প্রকৃতির ডাকে পাঁচবার সাড়া দিতে হয়েছিলো, বেলা হয়ে গেলো, ডাক্তার আসার সময় হলো, বাইরে তুর্কী পুরুষরা ভেতরে তুর্কী মহিলারা দৈনিক এসে দেখে যেতেন। আমার ভাই নন্না মিয়ার (অর্থাৎ আল্লামা মুহাম্মদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) সন্দেহ হলো এবং সংকল্প করে নিলেন যে, নিজেদের অবস্থার কথা ডাক্তারদের বলে দেবে। আমার নিকট পরামর্শ নিলেন। আমি বললাম: রোগের প্রাদুর্ভাব বুঝেও গোপন রাখা হলে, যেহেতু হজ্বের সময় ঘনিয়ে এসে গেছে, مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ সময় মত পৌঁছাতে না পারলে তখন তো ক্ষতি পোহাতে হবে। তিনি বললেন: এখন পুরুষ ও মহিলা ডাক্তাররা আসবেন, তারা যদি জানতে পারেন, তাহলে আমাদের কথা না বলা গোপন থাকবে না। আমি বললাম: একটু দাঁড়াও, আমি আমার ডাক্তারকে বলছি। আমি ঘর থেকে বের হয়ে বনে চলে এলাম এবং হাদীসের দোয়াগুলো পাঠ করলাম। আর সায়্যিদুনা গউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলাম। এমন সময় হঠাৎ হযরত সায়্যিদুনা শাহ গোলাম জীলানী ছাহেব সাজ্জাদানশীন বাঁসা শরীফ যিনি হুযুর সায়্যিদুনা গউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর আওলাদ এবং মুম্বাইয়ে যাঁর সাথে আমাদের সহচর্য লাভ হয়েছিলো, সামনে উপস্থিত। তাঁর তশরিফ আনয়ন শুভ ফাল তথা শুভ ইঙ্গিত ছিলো, আমি তাঁকেও দোয়া করতে বললাম, তিনিও দোয়া করলেন, ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিলাম মাত্র দশ মিনিট হবে হয়তো। এবার ঘরে গিয়ে দেখি اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সবাইকে এমন সুস্থ মনে হচ্ছিল যে, যেনো তাদের কোন রোগই ছিলো না। অসহ্য ব্যথা ছিল তাদের, এখন সেই ব্যথার নিশানাও নাই, দুর্বলতাও নাই, সবাই আড়াই কি তিন মাইল পায়ে হেঁটে সমুদ্রে তীরে এসে পৌঁছাই। **(মালফূযাতে আ'লা হযরত, ১৮৬ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

অশুভ ফাল এবং শুভ ফালে পার্থক্য

এই দুইটিতে মৌলিক পার্থক্য হলো, অশুভ ফাল তথা ইঙ্গিত গ্রহণ করা শরীয়ত অনুযায়ী নিষেধ এবং শুভ ফাল তথা ইঙ্গিত গ্রহণ করা মুস্তাহাব। তাছাড়াও

১. শুভ ফাল তথা শুভ ইঙ্গিত গ্রহণ করা আমাদের **মক্কী মাদানী আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পদ্ধতি। পক্ষান্তরে অশুভ ফাল তথা অশুভ ইঙ্গিত দুরাচার কাফিরদেরই রীতি।

২. শুভ ফাল তথা শুভ ইঙ্গিত নেওয়াতে **আল্লাহ তায়ালা**র পক্ষ থেকে কল্যাণ ও মঙ্গলের আশা করা যায়। পক্ষান্তরে অশুভ ইঙ্গিত গ্রহণের ফলে হাতাশা সৃষ্টি হয়।

৩. শুভ ফাল তথা শুভ ইঙ্গিত দ্বারা মনে প্রশান্তি ও আনন্দ আসে। যা সকল কাজে স্পৃহা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে তথা অশুভ ইঙ্গিত গ্রহণের ফলে বিনা কারণেই ভয় ও দুদোল্যমানতা সৃষ্টি হয়।

৪. শুভ ফাল তথা শুভ ইঙ্গিত মানুষকে সফলতা, কর্মোদ্দীপনা এবং উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। পক্ষান্তরে তথা অশুভ ইঙ্গিত গ্রহণের ফলে হতাশা, আলস্য ও নিরুৎসাহ ভাব সৃষ্টি হয়, যা অবনতির দিকে ধাবিত করে। **'মিরাতুল মানজীহ'** কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, নেক ফাল তথা শুভ ইঙ্গিত গ্রহণ করা সুন্নাত। এর দ্বারা **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে আশাবাদী হওয়া যায়। পক্ষান্তরে অশুভ ফাল তথা অশুভ ইঙ্গিত গ্রহণ করা নিষেধ, এর দ্বারা **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে হতাশ হতে হয়। আশাবাদ ভাল বিষয়, হতাশ খারাপ। সর্বদা **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে আশাবাদী থাকবেন।

(মিরাতুল মানাজীহ, ৬/২৫৫)

কিতাবটির মূল কথা

- কোন ব্যক্তি, স্থান, বস্তু বা সময়কে অলক্ষুনে মনে করা ইসলামে কোন ভিত্তি নেই, এটি শুধু সন্দেহবাতিকতা মাত্র।
- প্রথা এর অর্থ হচ্ছে ফাল তথা ইঙ্গিত গ্রহন করা অর্থাৎ কোন বস্তু, ব্যক্তি, কর্ম, আওয়াজ বা সময়কে নিজের জন্য ভাল বা মন্দ মনে করা। যদি ভাল মনে করে তবে তা শুভ প্রথা আর যদি মন্দ মনে করে তবে তা অশুভ প্রথা।
- শুভ ইঙ্গিত গ্রহন করা মুস্তাহাব, মন্দ ফাল বা অশুভ ইঙ্গিত গ্রহন করা শয়তানী কাজ।
- অশুভ প্রথায় তখনই গুনাহ হবে যখন এর চাহিদা অনুসারে আমল করে নেয়া হয় এবং যদি এই মনোভাবকে কোন গুরুত্ব দেয়া না হয়, তবে কোন দোষ নেই।

www.dawateislami.net

- অশুভ ইঙ্গিত গ্রহন করাটা হচ্ছে আর্ন্তজাতিক রোগ, বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বিভিন্ন লোক বিভিন্ন বস্তু থেকে অশুভ ইঙ্গিত গ্রহন করে থাকে।
- অশুভ প্রথা মানুষের জন্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী উভয় পর্যায়ে খুবই বিপদজনক।
- অশুভ প্রথা দ্বারা ঈমানও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- অশুভ প্রথা গ্রহন করাতে মুসলমানের শোভা বর্ধন করে না বরং এটি অমুসলিমদের পুরোনো রীতি।
- বর্তমান যুগেও অনেক ভূল ভ্রান্তিমূলক বিশ্বাস, সন্দেহবাতিকতা এবং নাজায়িয রীতিনীতি প্রবলভাবে প্রচলিত হচ্ছে, যার সম্পর্ক অশুভ প্রথারও রয়েছে যেমন; সফর মাসকে অলক্ষুনে মনে করা, হাঁচিকে অলক্ষুনে মনে করা, নক্ষত্রের প্রভাবের প্রতি বিশ্বাস রাখা, একের পর এক কন্যা সন্তান জন্ম নেয়াকে অলক্ষুনে মনে করা, বাড়িতে পেঁপে গাছ লাগানোকে অলক্ষুনে মনে করা, সফর ও (শাওয়াল) মাস বা বিশেষ তারিখে বিবাহ করাকে অলক্ষুনে মনে করা, মহিলা, কলসি ও ঘোড়াকে অলক্ষুনে মনে করা ইত্যাদি।
- ইস্তিখারা করা জায়িয।
- নজর লাগা একটি বাস্তব বিষয়, একে অস্বীকার করা যাবে না।
- ইসলামী আক্বীদার জ্ঞান অর্জনের জন্য, **আল্লাহ তায়ালার** প্রতি সত্যিকার ভরসা করে অশুভ প্রথার চাহিদা অনুযায়ী আমল না করে এবং বিভিন্ন ওযিফার মাধ্যমে অশুভ প্রথার প্রতিকার করা সম্ভব।

বিস্তারিত জানার জন্য কিতাবটি আদ্যাপান্ত পাঠ করুন

ধর্মনিষ্ট কে?

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা মাওলা মুশকিল কোশা, আলী মুরতাদা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: "কেউ যদি দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ অর্জন করে নেয় আর তার ইচ্ছা যদি **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি অর্জন হয়, তবে সেই ব্যক্তি ধর্মনিষ্ট। পক্ষান্তরে সেই ব্যক্তি যদি সমস্ত সম্পদ ত্যাগ করে, অথচ **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য না হয়, তবে সে ব্যক্তি ধর্মনিষ্ট নয়। **(ইহিয়াউ উলূমিদ্দীন, কিতাবু যাম্মিল বুখল ওয়া যাম্মি হুব্বিল মাল, ৩/৩২৫)**

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র

কিতাবের নাম	রচয়িতা/প্রণেতা	প্রকাশনা
কোরআনে মজীদ	আল্লাহ তায়ালার বাণী	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
কানযুল ঈমান	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
নূরুল ইরফান	হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী	পীরভাই কোম্পানি, লাহোর
তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান	সদরুল আফাযিল মুফতী নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
তাফসীরে নঈমী	হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর
তাফসীরে কবীর	ইমাম ফখরুদ্দীন মুহাম্মদ বিন ওমর বিন হুসাইন রাযী	দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত
রূহুল মা'আনী	আবুল ফযল শিহাবুদ্দীন সৈয়দ মাহমুদ আলুসী	দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত
তাফসীরাতে আহমদীয়া	শায়খ আহমদ বিন আবি সাঈদ মোল্লা জীবন যৌনপুরী	পেশাওয়ার
আল জামেউল আহকামিল কোরআন লি কুরতুবী	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আনসারী কুরতুবী	দারুল ফিকির, বৈরুত
রুহুল বয়ান	মৌলভী আল রোম শায়খ ইসমাঈল হক্কী বরোসী	কোয়েটা
সহীহ বুখারী	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
সহীহ মুসলিম	ইমাম আবুল হাসান মুসলিম বিন হিজাজ কুশাইরী	দারু ইবনে হাযম, বৈরুত
সুনানে তিরমিযী	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী	দারুল ফিকির, বৈরুত
সুনানে আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআশ সাজসাতানী	দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত
আল মুসনাদ	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল	দারুল ফিকির, বৈরুত
আল মুস্তাদরিক	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ হা'কেম নীশাপুরী	দারুল মারেফা, বৈরুত
আল মু'জামুল কবীর	ইমাম আবুল কাসেম সুলাইমান বিন আহমদ তাবরানী	দারু ইহইয়ায়িত তুরাস
আল মু'জামুল আওসাত	ইমাম আবুল কাসেম সুলাইমান বিন আহমদ তাবরানী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
জা'মেয়ে সগীর	ইমাম জালালুদ্দীন বিন আবী বকর সূয়ুতী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
জমউল জাওয়ামেয়ে	ইমাম জালালুদ্দীন বিন আবী বকর সূয়ুতী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
আত তাইসীর বিশরহিল জামেউস সগীর	আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী	মাকতাবাতু ইমাম শাফেয়ী, রিয়াদ
সুনানুল কবীর	ইমাম আবু বরক আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী বায়হাকী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
মুসান্নিফ ইবনে আবী শেয়বা	হাফিয আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবী শেয়বা কূফী আবসী	দারুল ফিকির, বৈরুত
মুসান্নিফ আব্দুর রাজ্জাক	ইমাম আবু বরক আব্দুর রাজ্জাক বিন হিশাম বিন নাফেয়ে সানআনী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
আয যুহুদ	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক মরুযী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
আল ইহসান বিতারতিবে সহীহ ইবনে হাব্বান	আল্লামা আমীর আলাউদ্দীন আলী বিন বুলবুলান	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
কানযুল উম্মাল	ইমাম আলী মুত্তাকী বিন হিসামুদ্দীন হিন্দী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
ফতেহুল বারী	ইমাম হাফিয আহমদ বিন আলী বিন হাজর আসকালানী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
মিরকাতুল মাফাতিহ	আল্লামা মোল্লা আলী বিন সুলতান কারী	দারুল ফিকির, বৈরুত
ফয়যুল কদীর	আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মুনাভী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
মিরকাতুল মানাজিহ	হকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর
নুযহাতুল কারী	আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী	ফরিদ বুক স্টল, লাহোর
ইরশাদুস সাআদাত	শিহাবুদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ কুস্তালানী	দারুল ফিকির, বৈরুত
আশিয়াতুল লুমআত	শায়খ মুহাক্কিক আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী	কোয়েটা
উমদাতুল কারী	ইমাম বদরুদ্দীন আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আইনী	দারুল ফিকির, বৈরুত
আত তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া	ইমাম মুহাম্মদ আ'ফান্দী রুমী বরকলী	নূরীয়া রযবীয়া, সরদারাবাদ, ফয়সালাবাদ
মুসনাদুল ফিরদাউস	আল হাফিয শেয়রুবিয়া বিন শহরদার বিন শেয়রুবিয়া আদ দিলমী	দারুল ফিকির, বৈরুত

www.dawateislami.net

বরিকায়ে মুহমুদীয়া শরহে তরীকায়ে মাহমুদীয়া	আবু সাঈদ মুহাম্ম বিন মুস্তফা নকশবন্দী হানাফী	শিরকত সাহাফিয়া ওসমানীয়া
হাদীকায়ে নদীয়া শরহে তরিকায়ে মাহমুদীয়া	সৈয়দী আব্দুল গণী নাবলসী হানাফী	পেশাওয়ার
আল উযমাতি	আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন জাফর বিন হায়ান	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
শরহে আলামাতিয যুরকানী	মুহাম্মদ বিন আব্দুল বাকী বিন ইউসুফ যুরকানী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
শরহে মাআনীল আ'সার	ইমাম আবু জাফর আহমদ বিন মুহাম্মদ তাহাভী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
কাশফুল খিফা	শায়খ মুহাম্মদ বিন আলী আল আজলুনী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
কাশফুল মুশকিল আন হাদীসিল আসহাব	আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান ইবনে আল জওযী	দারুন নশর
আল ইসতিয়াবু ফি মারিফাতিল আসহাব	আবু ওমর ইউসুফ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল বারকুরতুবী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
মজমুয়ায যাওয়ায়িদ	হাফিয নুরুদ্দীন আলী বিন আবু বকর হায়তামী	দারুল ফিকির, বৈরুত
দুররে মুহতার	মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবদীন শামী	দারুল মারিফ, বৈরুত
তানকিহিল ফাতাওয়াল হামেদীয়া	মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবদীন শামী	মাকতাবায়ে হাক্কানিয়া, পেশাওয়ার
ফতোয়ায়ে রযবীয়া	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান	রযা ফাউন্ডেশন, লাহোর
বাহারে শরীয়ত	মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
আয যাওয়াজির আন ইকতারাফিল কাবাঈর	আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাজর মক্কী হায়তামী	দারুল মারিফ, বৈরুত
আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন	আল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ বিন হাবীব আল বসরী আল মাওরাদী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
তারিখে দামেশক	ইবনে আসাকির	দারুল ফিকির, বৈরুত
আল বাদায়া ওয়ান নাহায়া	ইমাদুদ্দীন ইমাঈল বিন ওমর বিন কায়সার দামেশকী	দারুল ফিকির, বৈরুত
আল কামিলু ফিত তারিখ	ইবনুল আ'সির আল জাযরী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া
সীরাত ইবনে আব্দুল হিকম	আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হিকম	মাকতাবায়ে ওয়াহবিয়া
আমল আল ইয়ামুল লাইল	আহমদ বিন মুহাম্মদ আল মারুফ বিইবনে আস সুন্নী	দারুল সাকাফিয়া আল ইসলামিয়া
হায়াতুল হাইওয়ান আল কুবরা	কালামলুদ্দীন মুহাম্মদ বিন মূসা দামিরী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
গাযাউল আলবাব শরহে মনযুমাতিল আদাব	মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন সালিম আস সাফারিনীল হাম্বলী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
আল মুনানুল কুবরা	ইমাম আব্দুল ওয়াহাব শারানী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
নওয়াদিরুল উসুল	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাসান হাকীম তিরমিযী	মাকতাবায়ে ইমাম বুখারী
হাদায়িকে বখশীশ	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান, ওফাত ১৩৪০ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
আল মালফুয (মলফুযাতে আলা হযরত)	শাহজাদায়ে আলা হযরত, মুহাম্মদ মুস্তফা রযা খান	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
ওয়াসায়িলে বখশীশ	আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
ফয়যানে সুন্নাত	আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
জান্নাতী জেওর	হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
তাজাল্লিয়াতে ইমাম আহমদ রযা খান	খলিফা মুফতীয়ে আযম হিন্দ, আলহাজ্ব কারী মুহাম্মদ আমানত রাসূল কাদেরী	রযা একাডেমী, লাহোর

www.dawateislami.net

কুমন্ত্রণার ৮টি প্রতিকার

১. **আল্লাহ তায়ালার** প্রতি ধ্যানমগ্ন হবেন (অর্থাৎ শয়তান থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য **আল্লাহ তায়ালার** সাহায্য প্রার্থনা করুন এবং **আল্লাহ তায়ালার** যিকির শুরু করে দিন)।

২. اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ পাঠ করুন।

৩. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পাঠ করুন।

৪. সূরা নাস তিলাওয়াত করুন।

৫. اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ পাঠ করুন।

৬. هُوَ الْاَوَّلُ وَ الْاٰخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ ۚ وَ هُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ﴿۳﴾ (২৭তম পারা, আল হাদীদ, আয়াত ৩) পাঠ করুন, কুমন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ চলে যাবে।

৭. سُبْحٰنَ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ ﴿اِنْ یَّشَاْ یُذْهِبْكُمْ وَ یَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِیْدٍ ﴿۱۹﴾ وَّ مَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِیْزٍ ﴿۲۰﴾﴾ (১৩তম পারা, ইব্রাহীম, আয়াত ১৯ ও ২০) অধিক হারে পাঠ করুন, এটি কুমন্ত্রণার মূলোৎপাটন করে দেয়। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১/৭৭০)

৮. প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির, হাকীমুল উম্মত হযরত সায়্যিদুনা মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সূফিয়ায়ে কিরামগণ বলেন: যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা একুশবার لَاحَوْلَ শরীফ পাঠ করে পানিতে দম করে পানি পান করবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সেই ব্যক্তি শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদে থাকবে। (মিরাতুল মানাজীহ, ৫৪ পৃষ্ঠা)

মুহিত দিল পে হুয়া হায় নফসে আম্মারা
দেমাগ পর মেরে ইবলিস ছা গেয়া ইয়া রব
রেহাই মুঝ কো মিলে কাশ! নফস ও শয়তাঁ সে
তেরে হাবীব কা দেয়তা হোঁ ওয়াসেতা ইয়া রব (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

যদি কোনভাবেই কুমন্ত্রণা না যায়, তবে....

যদি ওযীফা ও আমল দ্বারা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া না যায়, তবে ঘরড়ানোর প্রয়োজন নাই। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **মিনহাজুল আবেদীনে** হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যা কিছু বর্ণনা করেছেন, তার সারমর্ম হচ্ছে: যদি আপনি এরূপ মনে করছেন যে, **আল্লাহ তায়ালা**র আশ্রয় প্রার্থনা করার পরও শয়তান পিছু ছাড়ছে না এবং প্রাধান্য বিস্তার করার চেষ্টা করছে তবে এর অর্থ হচ্ছে যে, **আল্লাহ তায়ালা** আপনার ধর্মনিষ্টতা, সক্ষমতা এবং ধৈর্য্যের পরীক্ষা নেয়াই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা** আপনাকে পরীক্ষা করছে যে, আপনি কি শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন নাকি তার নিকট হেরে যাচ্ছেন। (মিনহাজুল আবেদীন (আরবী), ৪৬ পৃষ্ঠা)

কুমন্ত্রণা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **"কুমন্ত্রণার প্রতিকার"** (মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত) অধ্যয়ন করুন।

ইসলামের প্রকৃতি

ইসলামে 'লজ্জা'কে খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন; হাদীস শরীফে রয়েছে: "নিঃসন্দেহে প্রত্যেক ধর্মের একটি প্রকৃতি, স্বভাব (তথা উত্তম বৈশিষ্ট) রয়েছে, আর ইসলামের প্রকৃতি হচ্ছে 'লজ্জা'।" (সুনানে ইবনে মাযাহ, ৪র্থ খন্ড, ৪৬০ পৃষ্ঠা, হদীস: ৪১৮১, দারুল মা'রিফাত, বৈরুত) অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের কোন না কোন বিশেষ স্বভাব (বৈশিষ্ট) থাকে। যা অন্যান্য বৈশিষ্টের উপর প্রাধান্য পায় আর ইসলামের ঐ স্বভাবটি হচ্ছে 'লজ্জা'।

www.dawateislami.net

ফয়যানে সুন্নাত হতে দরস দেয়ার পদ্ধতি

তিনবার এভাবে বলুন: "কাছাকাছি এসে বসুন।" পর্দার উপর পর্দা করে দু'যানু হয়ে বসে এভাবে শুরু করুন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এরপর এভাবে দরূদ সালাম পড়ান:

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

যদি মসজিদে দরস দেন, তাহলে এভাবে ইতিকাফের নিয়্যত করান:

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ: আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

অতঃপর এভাবে বলুন: **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** কাছাকাছি এসে দরসের সম্মানার্থে সম্ভব হলে দু'জানু হয়ে বসুন। যদি অসুবিধা হয়, তবে যেভাবে আপনাদের সুবিধা হয় সেভাবে বসে দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইলমে দ্বীন অর্জনের নিয়্যতে **ফয়যানে সুন্নাত** হতে দরস শ্রবণ করুন। কেননা অমনোযোগী হয়ে এদিক-সেদিক দেখতে দেখতে, জমিনের উপর আঙ্গুল দিয়ে খেলা করতে করতে, পোশাক, শরীর, চুল কিংবা দাড়ি ইত্যাদি নড়াচড়া করতে করতে শুনলে এর বরকত সমূহ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (বয়ানের শুরুতেও এভাবে তারগীব দিন এবং ভাল ভাল নিয়্যতও করান।) এরপর **ফয়যানে সুন্নাত** হতে দেখে দেখে দরূদ শরীফের একটি ফযীলত বর্ণনা করুন। অতঃপর বলুন:

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

যা কিছু লিখা আছে তাই পাঠ করে শুনান। আয়াত ও আরবী ইবারত সমূহের শুধুমাত্র অনুবাদই পড়ুন। নিজের পক্ষ থেকে কোন আয়াত কিংবা হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন না।

www.dawateislami.net

দরস শেষে এভাবে তারগীব দিবেন

(প্রত্যেক মুবাল্লিগের এটি মুখস্ত করে নেয়া উচিত। দরস ও বয়ানের শেষে কোনরূপ সংযোজন বিয়োজন ছাড়া হুবহু এভাবে তারগীব দিন)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত হওয়া **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে অংশগ্রহণ করে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল।

আশিকানে রাসুলের **মাদানী কাফেলা**য় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখেই নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ! এর বরকতে সুন্নাতের অনুসরণ, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমান হিফাযতের মনমানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী মনমানসিকতা গড়ে তুলুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য[১] **মাদানী কাফেলা**য় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

আল্লাহ করম এ্যয়সা করে তুজপে জাহাঁ মে
আয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরি ধুম মাচি হোঁ

পরিশেষে বিনয় ও নম্রতার সাহিত একাগ্রচিত্তে দোয়ার জন্য হাত উত্তোলনের আদব সমূহের দিকে লক্ষ্য রেখে কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়া এভাবে দোয়া করুন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

ইয়া রব্বে মুস্তফা! বাতুফাইলে মুস্তফা عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের, আমাদের পিতা-মাতা এবং সকল উম্মতের গুনাহ ক্ষমা করে দাও। **ইয়া আল্লাহ!** দরসের ভূল-ত্রুটি এবং সকল গুনাহ ক্ষমা করে দাও। নেক আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান করো। আমাদেরকে পরহেযগার ও পিতা-মাতার বাধ্য করে দাও। **ইয়া আল্লাহ!** আমাদেরকে

১. এখানে ইসলামী বোনেরা এভাবে বলুন: "পরিবারের পুরুষদের মাদানী কাফেলায় সফর করাতে হবে।

www.dawateislami.net

তোমার এবং তোমার **মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকৃত আশিক বানিয়ে দাও। আমাদেরকে গুনাহের রোগ হতে মুক্তি দান করো। **ইয়া আল্লাহ!** আমাদেরকে মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করা, মাদানী কাফেলায় সফর করা এবং ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে অন্যদেরকেও মাদানী কাজ সমূহের তারগীব দেয়ার উৎসাহ দান করো। **ইয়া আল্লাহ!** মুসলমানদের রোগ সমূহ, ঋণগ্রস্থতা, রোজগারহীনতা, সন্তানহীনতা, অহেতুক মামলা মুকাদ্দামা এবং বিভিন্ন পেরেশানি সমূহ থেকে মুক্তি দান করো। **ইয়া আল্লাহ!** ইসলামের উন্নতি দান করো এবং ইসলামের শত্রুদের অপদস্থ করো। **ইয়া আল্লাহ!** আমাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে আজীবন সম্পৃক্ততা দান করো। **ইয়া আল্লাহ!** আমাদেরকে সবুজ গুম্বদের নীচে তোমার **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জ্বলওয়াতে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদৌসে তোমার **মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য নসিব করো। **ইয়া আল্লাহ!** মদীনা শরীফের সুগন্ধিময় সুশীতল হাওয়ার উসিলায় আমাদের সকল জায়িয দোয়া সমূহ কবুল করো।

কেহতে রেহতে হে দোয়াকে ওয়াস্তে বান্দে তেরে
করদে পু'রি আ'রজু হার বে'কসুর মজবুর কি

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

এরপর এই আয়াত পাঠ করুন:

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾

(পারা ২২, সুরা আহযাব, আয়াত ৫৬)

সবাই দরূদ শরীফ পাঠ করার পর পড়ুন:

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۱۸۰﴾ وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۸۱﴾ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۸۲﴾

(পারা ২৩, সুরা আস সাফাত, আয়াত ১৮০, ১৮১, ১৮২)

আত্তারের দো'আ: ইয়া আল্লাহ! আমাকে এবং নিয়মিত **ফয়যানে সুন্নাত** হতে প্রতিদিন কমপক্ষে দু'টি দরস একটি ঘরে আর একটি মসজিদে, চৌক অথবা স্কুল ইত্যাদিতে দাতা এবং শ্রোতার মাগফিরাত করো এবং আমাদের সুন্দর চরিত্রের অনুসারী বানাও।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মুঝে দরসে ফয়যানে সুন্নাত কি তৌফিক মিলে দিন মে দু মরতবা ইয়া ইলাহী!

এক নজরে এই কিতাব

❁ কোন ব্যক্তি, স্থান, বস্তু বা সময়কে অলক্ষুণে মনে করা ইসলামে এর কোন ভিত্তি নেই, এটি শুধু সন্দেহমূলক ধারণা মাত্র ❁ প্রথা এর অর্থ হচ্ছে ফাল তথা ইঙ্গিত গ্রহণ করা অর্থাৎ কোন বস্তু, ব্যক্তি, কর্ম, আওয়াজ বা সময়কে নিজের জন্য ভাল বা মন্দ মনে করা। যদি ভাল মনে করে তবে তা শুভ প্রথা আর যদি মন্দ মনে করে তবে তা অশুভ প্রথা ❁ শুভ প্রথা গ্রহণ করা মুস্তাহাব, মন্দ ফাল বা অশুভ প্রথা গ্রহণ করা শয়তানী কাজ ❁ অশুভ প্রথায় তখনই গুনাহ হবে যখন এর চাহিদা অনুসারে আমল করে নেয়া হয় এবং যদি এই মনোভাবকে কোন গুরুত্ব দেয়া না হয়, তবে কোন দোষ নেই ❁ অশুভ প্রথা গ্রহণ করাটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক রোগ, বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বিভিন্ন লোক বিভিন্ন বস্তু থেকে অশুভ প্রথা গ্রহণ করে থাকে ❁ অশুভ প্রথা মানুষের জন্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী উভয় পর্যায়ে খুবই বিপদজনক ❁ অশুভ প্রথা দ্বারা ঈমানও নষ্ট হয়ে যেতে পারে ❁ অশুভ প্রথা গ্রহণ করাতে মুসলমানের শোভা বর্ধন করে না বরং এটি অমুসলিমদের পুরোনো রীতি ❁ বর্তমান যুগেও অনেক ভুল ভ্রান্তিমূলক বিশ্বাস, সন্দেহমূলক ধারণা এবং নাজায়িয রীতিনীতি প্রবলভাবে প্রসারিত হচ্ছে, যার সম্পর্ক অশুভ প্রথারও রয়েছে যেমন: সফর মাসকে অলক্ষুণে মনে করা, হাঁচিকে অলক্ষুণে মনে করা, নক্ষত্রের প্রভাবের প্রতি বিশ্বাস রাখা, একের পর এক কন্যা সন্তান জন্ম নেয়াকে অলক্ষুণে মনে করা, বাড়িতে পেঁপে গাছ লাগানোকে অলক্ষুণে মনে করা, সফর (শাওয়াল) মাস বা বিশেষ তারিখে বিবাহকে অলক্ষুণে মনে করা, মহিলা, কলসি ও ঘোড়াকে অলক্ষুণে মনে করা ইত্যাদি ❁ ইস্তিখারা করা জায়িয ❁ নজর লাগা একটি বাস্তব বিষয়, একে অস্বীকার করা যাবে না ❁ ইসলামী আক্বীদার জ্ঞান অর্জনের জন্য, আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি সত্যিকার ভরসা করে অশুভ প্রথার চাহিদা অনুযায়ী আমল না করে এবং বিভিন্ন ওযীফার মাধ্যমে অশুভ প্রথার প্রতিকার করা সম্ভব।

বিস্তারিত জানার জন্য এই কিতাব "অশুভ প্রথা" সম্পূর্ণ পড়ে নিন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net

দেখতে থাকুন মাদানী চ্যানেল বাংলা